পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 304 Wednesday, 8 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩০৪ সংখ্যা ❋ ২১ আশ্বিন ১৪৩২, বুধবার, ৮ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ ভোটমুখী বিহারে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন নির্বাচন কমিশনেরও একান্ত বিশেষ অধিকার ও একেবারেই তাদের এক্তিয়ারভুক্ত কাজ। এ ব্যাপারে কমিশনকে কোনও নির্দেশ দেওয়া অনধিকার চর্চার শামিল হবে। বিহার বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরদিন, মঙ্গলবার একথা জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন মামলার শুনানিতে বেঞ্চ কমিশনকে বলে অন্য রাজ্যগুলিতে কবে নাগাদ বিশেষ ভোটার তালিকা শুদ্ধকরণের কাজ শুরু হবে। এছাড়াও বিহারে যে ৩.৬৬ লক্ষ নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে এবং ২১ নাম নতুন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার বিস্তারিত ডেটা ও একটি ব্যাখ্যা তৈরি করে জমা দিতে। বিচারপতি সূর্য কান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ বলে, সব কাজে আমাদের হস্তক্ষেপের দাবি কেন। বিশেষ ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণ হল কমিশনের একান্ত নিজস্ব এক্তিয়ারভুক্ত বিশেষ ক্ষমতাবল। এর মাঝে ঢুকে পড়া অনধিকার চর্চার শামিল। কংগ্রেস নেতা তথা প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি আবেদনকারীর তরফে বলেন, কয়েক লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁদের নাম বিজ্ঞাপিত হয়নি। এই ৩.৬৬ লক্ষ নাগরিক জানতেও পারেননি, কেন তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। কাউকে নির্দিষ্ট কারণও জানানো হয়নি। অথচ যেখানে আবেদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আবেদনের প্রশ্নই উঠছে না, কারণ তাঁরা জানেনেই না যে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আরেক আবেদনকারী অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের তরফে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, মোট ৪৭ লক্ষ নাম উধাও হয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর আমরা দেখেছি যে এই পরিমাণ নাম বাদ গিয়েছে। বিশেষ ভোটার তালিকা শুদ্ধিকরণের নামে এই কর্মকাণ্ড গোটা বিষয়টিকে আরও জটিল করেছে, বলেন ভূষণ। তাঁর দাবি, এর পিছনে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। আদালতের নির্দেশের পরেই জানা গিয়েছিল ৬৫ লক্ষ ভোটার উধাও। অথচ, কমিশন এই তথ্যটি নির্দেশিকা অনুযায়ী আপলোড করেনি।

‘ত্রাণ দিতে নয়, ছবি তুলতে গিয়েছিলেন’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ নাগরাকাটায় বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। আর এই ঘটনায় জনরোষের তত্ত্ব খাড়া করতে মরিয়া তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রের বঞ্চনার কারণেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বকেয়া দেওয়া, প্রাপ্য দেওয়া, দুর্গতদের সাহায্য করা, এগুলো ওদের কাছে অগ্রাধিকার নয়। ওরা শকুনের রাজনীতি খুঁজতে বের হয়েছেন। বিজেপির এমপি, এমএলএ-কে কেন্দ্র করে।’’ বিজেপি সাংসদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা বলেও কুণাল যে তত্ত্ব তুলে ধরেছেন, তা হল জনরোষ, আর সেটা স্বাভাবিক বলেই দাবি করেছেন তিনি। কুণালের কথায়, ‘‘আমরা এই ঘটনার নিন্দা করেছি। আমরা বলেছি, মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ কখনও এটা হতে পারে না। কিন্তু ক্ষোভটা কেন, সেটাও তো বুঝতে হবে, গরিব মানুষকে কাজ করিয়ে টাকা দেয়নি। সেখানে তাঁরা গিয়েছেন ত্রাণ সামগ্রী ছাড়া। ছবি তুলতে গিয়েছিলেন, ফটোশুট করতে গিয়েছিলেন। মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।’’ যদিও কুণাল জনরোষের তত্ত্ব তুলে ধরতেই পাল্টা বিঁধেছেন বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘যখন বর্ধমানে মঙ্গলকোটে মাঠে আলের মধ্যে চটি খুলে, ধুতি তুলে দৌড়তে হয়েছিল সিপিএমের হামলার মুখে পড়ে, তখন নিশ্চয়ই সেটা জনরোষ ছিল। বাবলা সরকারকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হল, সেটাও হয়তো জনরোষ। আসলে এখানে জঙ্গলরাজ চলছে, আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। খগেন মুর্মুর ওপর হামলা আদিবাসী সমাজের অপমান। আসলে তৃণমূল ভাবছে, ওখানে আমরা করতে পারছি না, বিজেপিকে করতে দেব না।’’

শমীকের হুঙ্কার

‘দোষীদের পাতাল থেকে তুলে আনবে আমাদের সরকার’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ ভয়ঙ্কর বিপর্যয় উত্তরবঙ্গে। তা নিয়ে তপ্ত হচ্ছে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনা। চরম সংঘাতে বিজেপি-তৃণমূল। একদিন আগেই বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। নাক-মুখও ফেটে যায় খগেনের। নিয়ে যেতে হয়েছে হাসরাতালেও। ঘটনার পর থেকেই ফুঁসছে বিজেপি। এবার গর্জে উঠলেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। করলেন এনআইএ তদন্তের দাবি। সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট বললেন, ‘‘কেউ যদি মনে করে থাকে কোনও সাংসদকে আক্রমণ করে, রক্তাক্ত করে, ক্ষতবিক্ষত করে বিজেপিকে ভয় দেখানো যাবে তাহলে ভুল করছেন। যাঁরা গতকাল এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাঁরা পাতালেও যদি ঢুকে থাকেন তাহলে আমাদের সরকার তাঁদের আইনি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে টেনে বের করবে।’’ কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে শমীককে বলতে শোনা যায়, ‘‘যাঁরা এ নিয়ে নানা ধরনের বিবৃতি দিচ্ছেন তাঁরাও মনে রাখবেন দিন একরকম যায় না। আমরা কোনও ধরনের হিংসায় বিশ্বাস করি না।’’ তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেও একের পর এক তোপ দাগতে থাকেন তিনি। কটাক্ষের সুরেই শমীকের দাবি এটা ‘তৃণমূল মেড বন্যা’। পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, ‘‘জলপাইগুড়িতে ১ হাজারের বেশি বাড়ি ভেঙে গিয়েছে। কোচবিহারের মতো শহরের মানুষও মনে করতে পারছেন তাঁরা তাঁদের ওয়ার্ডগুলিতে শেষবার কবে এত জল দেখেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের কুকর্মের ফলে আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ঠিকই বলছেন এটা ম্যান মেড বন্যা। এটা তৃণমূল মেড বন্যা।’’ শমীকের দাবি তাঁদের দলের পক্ষ থেকে বিধায়করা বারবার উত্তরবঙ্গের সেচ ব্যবস্থার উন্নতির কথা বলা হলেও তা করা হয়নি। তিনি বলছেন, ‘‘আমাদের দলের পক্ষ থেকে মনোজ ওরাও এবং দীপক বর্মণ বারবার উত্তরবঙ্গের সেচ ব্যবস্থা, জল নিকাশি ব্যবস্থা, বাঁধ নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন তুলেছেন, পরিবর্তন যে দরকার তাও বলেছেন। কিন্তু এই সরকারটা খেলা-মেলা-মোচ্ছবের সরকার, এই সরকার কার্নিভালের সরকার, এই সরকার ফেসিয়ালের সরকার। এই সরকার কোনও মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেনি।’’ এদিন উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে গিয়ে ডেডলাইন বেঁধে দিলেন তিনি। সোমবার সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলা হয়। সেই ঘটনার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এদিন উত্তরবঙ্গে পৌঁছনোর আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনায় আজ (মঙ্গলবার) বিকেল পর্যন্ত গ্রেফতার না হলে কলকাতা হাইকোর্টের ভ্যাকেশন বেঞ্চে আমরা কাল যাব।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘ত্রান দিতে গিয়ে এভাবে মানুষ আক্রান্ত হয়, তা গতকাল দেখলাম। আজ বিকেল পর্যন্ত যদি কাউকে গ্রেফতার না করা হয়, তাহলে আমরা হাইকোর্টের ভ্যাকেশন বেঞ্চে কাল মুভ করব। প্রত্যেকের মুখ দেখা যাচ্ছে। তারপরও কোনও গ্রেফতারি নেই।’’ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বার্তা দিয়ে এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘‘এটা রাজনীতি করার সময় নয়। প্রয়োজনে একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে। এখন তো কেউ পতাকা নিয়ে যাচ্ছে না। ওঁরা মাঝখান থেকে খগেন মুর্মু, শঙ্করের উপর হামলা চালালেন কেন! সেই হামলার পর ক্যামেরায় মুখ দেখা গেলেও গ্রেফতারি শূন্য। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।’’

১৫ দিনের মধ্যে মিরিকে অস্থায়ী সেতু তৈরির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবরঃ দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধস ও বন্যা পরিস্থিতির জেরে চরম দুর্ভোগে স্থানীয় বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার মিরিক পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, মিরিকের দুধিয়ায় ১৫ দিনের মধ্যে তৈরি করে দেওয়া হবে একটি অস্থায়ী সেতু, যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত পুনরুদ্ধার হয়। পাশাপাশি স্থায়ী সেতু তৈরির কাজও চলবে, যা সময় নেবে প্রায় এক বছর। এজন্য রাজ্যের ব্যয় হবে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা। প্রথমে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা জানিয়েছিলেন, অস্থায়ী সেতু তৈরি করতে সময় লাগবে এক মাস। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সেই সময়সীমা কমিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘আমরা মানুষের কষ্ট এক দিনও মেনে নিতে পারি না। তাই ১৫ দিনের মধ্যে এই সেতু তৈরি করতেই হবে।’’ এমনকী দুর্যোগে যে সব মানুষের পরিচয় পত্র, সহ যাবতীয় ডকুমেন্ট নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাও দ্রুত করে দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। শনিবার রাতভর টানা বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ধস নামে, নদী উপচে জল ঢোকে জনবসতিতে। রবিবার থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছিলেন। ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন তিনি। সোমবার দুপুরে নিজে উত্তরবঙ্গে পৌঁছে যান। প্রথমে হাসিমারা, পরে নাগরাকাটায় দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছে ২৩ জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে- যার মধ্যে ১৮ জন মিরিক, কালিম্পং অঞ্চলের ও ৫ জন নাগরাকাটার। মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য এবং পরিবারের এক জনকে হোমগার্ডের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘টাকা জীবনের বিকল্প নয়। কিন্তু আমরা চাই, এই কঠিন সময়ে যেন কেউ মুখাপেক্ষী হয়ে না-থাকেন। তাই সরকারের তরফ থেকে এটুকু সহযোগিতা করা আমাদের সামাজিক কর্তব্য।’’ দুর্যোগে ভেঙে যাওয়া অন্যান্য সেতুগুলিও নতুন করে নির্মাণ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মিরিককে ‘সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা’ বলে চিহ্নিত করে দ্রুত পুনর্বাসন ও পরিকাঠামো নির্মাণের নির্দেশও দেন তিনি। সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার দুপুর, উত্তরের বিপর্যয়গ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর এদিন বিকেলে উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠক থেকে যাঁর জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যাঁরা কার্নিভাল নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা আসলে রাজনীতি করছেন। এরপরই নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘তাছাড়া দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠানটাও আমাদের ঐতিহ্যের স্বীকৃতি। সবকিছু আগে থেকে ঠিক করা হয়েছিল। ফলে রাতারাতি এভাবে ক্যান্সেল করা সম্ভব! তাছাড়া আমরা যদি ওই দিনই আসতাম, পুলিশ, প্রশাসন কাকে সামলাত? হোয়াট ইজ দ্য প্রায়োরিটি। বিপদের সময় মানুষের পাশে থাকা নাকি ভিআইপি সামলানো, কোন কাজটা করবে প্রশাসন।’’ এরপরই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বন্যা ত্রাণে বাংলাকে এক টাকাও দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও আমরা তো লড়াই করে যাচ্ছি। দুটো দিন অপেক্ষা করলে তো মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না, জীবনটা তো আগে। তাই সবার আগে আমরা উদ্ধার কাজে নজর দিয়েছি।’’ নাম না করে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ‘‘নির্বাচিত সরকারের কথা না শুনে দোষারোপ চলছে! মৃত্যু হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বলা হল ব্রিজ ভেঙে!’’ প্রসঙ্গত, শিলিগুড়িতে ব্রিজ ভেঙে মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে টুইট করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পরোক্ষে মোদির ওই টুইটকে এদিন কটাক্ষ করেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। দুর্যোগে মানুষের ক্ষোভের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘দাঙ্গা এবং বন্যায় মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ থাকে। এটা হওয়াটা স্বাভাবিক। ঠান্ডাভাবে সেই পরিস্থিতি সামলাতে হয়। আমরা সেটাই করছি।’’ নিহতদের পরিবারের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরিস্থিতির ওপর আরও একদিন নজরদারির পর আগামিকাল কলকাতায় ফিরবেন বলে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে হাসপাতালে মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবরঃ আহত বিজেপি সাংসদকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা বললেন চিকিৎসকদের সঙ্গেও। কথা বললেন আহত খগেন মুর্মুর সঙ্গেও। কিন্তু খগেন মুর্মুর আহত হওয়ার ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি জেলা পুলিশ। যা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ঘটনার সূত্রপাত একদিন আগে নাগরাকাটায়। সেখানে ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। বিক্ষোভ আক্রমণের রূপ নেয় যাতে গুরুতর আহত হন মালদহ দক্ষিণের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। এই মুহূর্তে চোখের নিচে গভীর ক্ষত নিয়ে শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খগেন মুর্মু। মঙ্গলবার মিরিকের দুধিয়া সেতু সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করে ফেরার পথে সরাসরি শিলিগুড়ির ওই বেসরকারি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখা করেন বিজেপি সাংসদের সঙ্গে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমি চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ওঁর ডায়াবেটিস অনেকটাই বেশি, ফলে একটু অপেক্ষা করতে হয়। ওঁর কানে চোট রয়েছে। আমি কথা বলেছি, বলেছি আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন।’’ এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আহত খগেন মুর্মুকে দেখে গেলেও বিজেপির পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন এই ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হলো না? গতকালই খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের আহত হওয়ার পরপরই বিজেপির পক্ষ থেকে বেশ কিছু ছবি সামনে নিয়ে আসা হয়। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সোশাল মিডিয়ায় সেইসব ছবি পোষ্ট করে দাবি করেন খগেন মুর্মু বা শঙ্কর ঘোষের উপর এই আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত। শুভেন্দু অধিকারী একেবারে নাম দিয়ে অভিযোগ করেন তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পনা করেই এদের দিয়ে আক্রমণ করেছে। শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষও দাবি করেন তৃণমূল কংগ্রেসই এই আক্রমণ করিয়েছে। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনো যোগ নেই। স্থানীয় মানুষ নিজেদের ক্ষোভ থেকেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তৃণমূলের আরো অভিযোগ বিজেপি নেতাদের সব সময় পাশে পাওয়া যায় না, এখন এই দুর্যোগের সময় তাঁরা এলাকাতে যাওয়াতেই সাধারণ মানুষ রেগে যান। সেই থেকেই এই জনরোষ। যদিও তৃণমূলের এই জনরোষের তত্ত্ব মানতে নারাজ বিজেপি। এদিকে জনরোষ হোক বা যাই হোক, ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার তো দুর অস্ত, এই ঘটনায় একজনকেও আটক করতে পারেনি পুলিশ। এমনটাই অভিযোগ করে বিজেপির দাবি, পুলিশের এই ভূমিকাই প্রমাণ করছে এই ঘটনায় তৃণমূলের যোগ কতটা স্পষ্ট। তৃণমূলের লোকজন জড়িত আছে বলেই পুলিশ এখনও তাদের ছোঁয়নি। বিজেপির আরও অভিযোগ বিতর্ক থেকে মুখ ঘোরানোর জন্যই মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে গিয়েছেন। না হলে ওই একই হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকেও তিনি দেখে যেতেন।

চলতি সপ্তাহেই বাংলা থেকে বিদায় নিতে পারে বর্ষা? কী বলছে আবহাওয়া দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত বর্ষা বিদায়ের কোনও খবরই মিলছে না। এদিকে সদ্য ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়েছে উত্তরবঙ্গ। মেঘে ঢাকা দক্ষিণবঙ্গও। যদিও আবহাও দফতর বলছে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বাংলায় বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর বলছে গুজরাটের যে অংশগুলি থেকে বর্ষা বিদায় থমকে রয়েছে সেখান থেকে আগামী তিন থেকে চারদিনের মধ্যে বর্ষা বিদায় নিতে পারে। একইসঙ্গে মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশেও বর্তমানে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আগামী তিন থেকে চারদিনের মধ্যে এই সব এলাকা থেকেও বর্ষা বিদায় নিতে পারে। আর তার ঠিক পরের ধাপেই বাংলাতেও তৈরি হতে পারে অনুকূল পরিস্থিতি। বাংলার জন্য মোটের উপর স্বস্তির খবরই রয়েছে, আপাতত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উত্তর বা দক্ষিণ, কোথাওই ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা নেই বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। তবে কিছু অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, দিন কিছু কিছু অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস থেকে যাচ্ছে। আপাতত ঝাড়খণ্ডে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। সেই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবেই বাংলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। কিন্তু ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আর নেই। ক্রমশ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমবে। বলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির হাত থেকে ধীরে ধীরে রেহাই মিলবে। বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে হুগলি,উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান ও নদিয়ায়। কিছু কিছু জায়গায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাসেরও দেখা মিলতে পারে। বৃহস্পতিবার হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম ও মেদিনীপুর, নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে উত্তরবঙ্গে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে।

‘বন্যা দেখতে গেছেন, দরকারে ওখানে নেচে দেবেন!’

মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ যাওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ অধীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবরঃ ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। ভয়াবহ বন্যা ও ধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩২। যার মধ্যে দার্জিলিং ও মিরিকেই মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের। এই পরিস্থিতিতে সোমবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ক্ষতিগ্রস্থদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দফায় দফায় বৈঠক করেন ও ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার একাংশ পরিদর্শনও করে সোম ও মঙ্গলবার। রবিবার যখন উত্তরবঙ্গে হাহাকার, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেকের সব শেষ হয়ে গেছে, তখন দুর্গাপুজোর কার্নিভালে ব্যস্ত ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়েই তাঁকে কটাক্ষ করলেন অধীর চৌধুরী। কংগ্রেস নেতার চাঁচাছোলা আক্রমণ, ‘বাংলা ডুবছে দিদি নাচছে।’ শনিবার থেকে একটানা ভারী বৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে যায় উত্তরবঙ্গের জনজীবন । তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা-সহ একাধিক পাহাড়ি নদীর জলস্তর বেড়ে ভয়ানক হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ধসের কারণে ভেঙে পড়ে বহু রাস্তা, ভেসে যায় বাড়ি। এখনও বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার কার্নিভাল আয়োজন করা নিয়ে দুদিন ধরে সমালোচনার স্বীকার হতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। কার্নিভালের স্টেজে তাঁর নাচেরও নিন্দা জানিয়েছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে নেটিজেনরা। এনিয়েই তৃণমূল সুপ্রিমোকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। অধীরের বক্তব্য, ‘‘প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোনও সময় থাকে না। ভারতের অনেক জায়গাতেই এমন ভারী বৃষ্টি, ধস নামছে। কোথাও মেঘভাঙা বৃষ্টি, কোথাও অতি বৃষ্টি!। প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আমরা কেউ আটকাতে পারি না। আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তীব্রতা কমাতে পারি, ‘বিপর্যয়’টা কমাতে পারি। দ্রুততার সঙ্গে কমানোর চেষ্টা করতে পারি। সেখানেই সরকারের ভূমিকা,

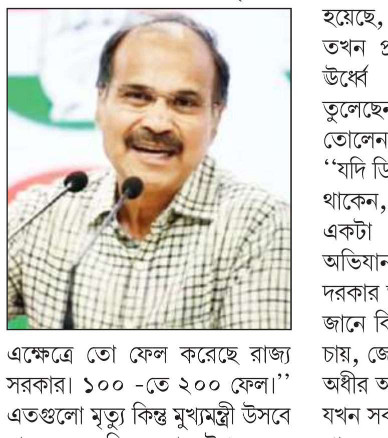

এক্ষেত্রে তো ফেল করেছে রাজ্য সরকার। ১০০ -তে ২০০ ফেল।’’ এতগুলো মৃত্যু কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী উসবে মাতলেন, এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর সাফ কথা, ‘‘দিদি গেছে, ওখানে ঘুরবে-ফিরবে বন্যা দেখবে, খাবে। প্রয়োজনে নেচেও দেবে, আছেই তো নাচার জায়গা উত্তরকন্যা। আবার চলে আসবে, দিদি বরং নাচুন।’’ রাজ্যে যতবার বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, জল নামেনি রাস্তা থেকে, তখন প্রশানের গাফিলতি দেখার ঊর্ধ্বে ডিভিসির দিকে আঙুল তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী, এমন অভিযোগ তোলেন অধীর। তিনি মনে করেন, ‘‘যদি ডিভিসি কালপ্রিট দিদি জেনেই থাকেন, তাহলে তো সদর দফতরে একটা ডেপুটেশন বা ঘেরাও অভিযান করা দরকার। প্রতিবাদ দরকার অন্যায়ের। আসলে দিদি সব জানে কিন্তু মানুষকে বোকা বানাতে চায়, জেনে শুনে বিপদে ফেলছে।’’ অধীর আরও বলেন, ‘‘এখন বন্যায় যখন সব ভেসে যাচ্ছে, মানুষ খেতে পারছে না, বসার জায়গা পাচ্ছে না, সেখানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভালের নামে নৃত্য প্রদর্শন করছে। দিদির নৃত্য দেখছে মানুষ।’’ উত্তরবঙ্গের শোচনীয় পরিস্থিতি নিয়ে বর্তমানে মাঠে নেমেছে বিরোধিরা। পিছু হটলেন না অধীরও। প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে তেমন কোনও বক্তব্য সামনে না এলেও অধীর ছাড়ার লোক নন। তিনি সরকারের গাফিলতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। শেষে বলেন, ‘‘বালি তুলতে গিয়ে তো সব নদীর বারোটা বেজে গেছে, বাঁধ কই। বালি দিয়েই বন্যা ঠেকানো হয়। ঘর নেই, অর্ধেকের রুজি-রুটি নেই আর দিদি নাচছে। কিছু হলেই দিদির হাতে একটা চাকরি আছে, হোমগার্ডের। আর ওদের কাজ কী, চাকরি পাওয়ার পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাও, ট্রাক-বাস-গাড়ি ধরো, ঘুষ খাও আর বাড়ি চলে যাও।’’ এনিয়ে তৃণমূলের তরফে বিশেষ কিছু মন্তব্য সামনে আসেনি। এই বক্তব্যের বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।

সিরাপ খেয়ে ফের প্রাণ গেল এক শিশুর, সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫

সংবাদ সংস্থা, ভোপাল, ৭ অক্টোবরঃ মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারায় ফের এক শিশুর মৃত্যু হল ‘কোলড্রিফ’ সিরাপ খেয়ে। কিডনি বিকল হয়ে যাওয়ায় ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিল সে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও শেষ রক্ষা হল না। এর ফলে মৃত শিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫। মৃতের নাম ধ্বনি দেহরিয়া, বয়স মাত্র দেড় বছর। ছিন্দওয়ারার তামিয়া এলাকার জুনাপানি গ্রামের বাসিন্দা ছিল। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শিশুটির দুই কিডনিই পুরোপুরি অকেজো হয়ে গেছিল। ধ্বনির প্রাথমিক চিকিৎসা করেছিলেন ডা. প্রবীন সোনি। তিনিই শিশুটিকে ওই কাফ সিরাপটি দেন। এই চিকিসক বর্তমানে পুলিশের জালে। এদিকে মধ্যপ্রদেশে একের পর এক শিশুমৃত্যুর ঘটনায় ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে তোলপাড়। এবার পাঞ্জাব সরকার রাজ্যজুড়ে ‘কোলড্রিফ’ কফ সিরাপের বিক্রি, বণ্টন ও ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে। ওই রাজ্যের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘পাঞ্জাবের কোনও খুচরো বিক্রেতা, ওষুধ সরবরাহকারী, চিকিৎসক, হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান এই ওষুধটি ক্রয়, বিক্রয় বা ব্যবহার করতে পারবে না।’ একইসঙ্গে নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মানা হয়। এর আগে গোয়া, গুরুগ্রাম, কর্নাটক, ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্রেও কোলড্রিফ সিরাপের বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। কেরলে স্বাস্থ্য দফতর নির্দেশ দিয়েছে, ১২ বছরের কম বয়সি শিশুদের কোনও ওষুধ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছা্া দেওয়া যাবে না। তামিলনাড়ুর ড্রাগ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের তদন্তে উঠে এসেছে আরও ভয়ঙ্কর তথ্য। কোলড্রিফ সিরাপ তৈরির ওই সংস্থার কারখানায় ৩৫০টিরও বেশি নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তদন্তে নেমে দেখা যায়, কারখানার পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর ও অত্যন্ত নোংরা। দক্ষ কর্মীর অভাব, অপর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও অপরিষ্কার সরঞ্জামের মধ্যে তৈরি হচ্ছিল ওই সিরাপ। পরীক্ষায় ধরা পড়েছে সিরাপের মধ্যে ক্ষতিকর দুটি রাসায়নিক, প্রোপিলিন গ্লাইকোল এবং ডাই-ইথিলিন গ্লাইকোল। প্রোপিলিন গ্লাইকোল অল্প পরিমাণে ওষুধ, খাদ্য ও প্রসাধনীতে ব্যবহারযোগ্য হলেও, বেশি পরিমাণে তা মারাত্মক ক্ষতিকর। আরও উদ্বেগের বিষয়, সংস্থাটি ৫০ কিলোগ্রাম প্রোপিলিন গ্লাইকোল কোনও বৈধ ইনভয়েস ছাড়াই কিনেছিল, যা আইনবিরুদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, খরচ বাঁচাতে সংস্থা হয়তো এর পরিবর্তে ডাই-ইথিলিন গ্লাইকোল ব্যবহার করেছে, যা শিল্পজাত দ্রব্য যেমন ব্রেক ফ্লুইড ও পেইন্ট তৈরিতে ব্যবহার হয়, কিন্তু মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে তা বিষের মতো কাজ করে। এই রাসায়নিকই অতীতে বহু বিষক্রিয়া ও শিশুমৃত্যুর ঘটনার জন্য দায়ী।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্তম্ভঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স'-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে বাহিনীর সমস্ত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে অমিত শাহ উল্লেখ করেন, এই বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্তম্ভ হিসেবে সমাদৃত এবং অদম্য সাহস ও ত্যাগের মাধ্যমে পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে একটি স্বর্ণমান স্থাপন করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তব্যরত অবস্থায় জীবন উৎসর্গকারী সাহসী বীরদের প্রতিও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন।

ভারতের প্রতিরক্ষা আত্মনির্ভরতা এখন অ্যাকশন মোডেঃ রাজনাথ সিং

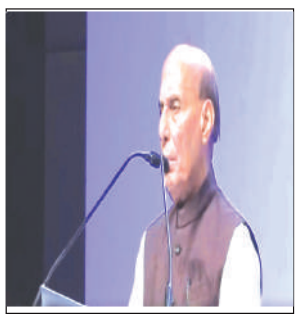

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃ ভারতের প্রতিরক্ষা আত্মনির্ভরতা এখন অ্যাকশন মোডে রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরতা নীতি এবং ঘোষণার বাইরেও এগিয়ে গিয়েছে, এবং প্রভাব এবং ব্যাপক স্বীকৃতির পর্যায়ে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে রক্ষা নবচর সংবাদে বক্তব্য রাখার সময় রাজনাথ সিং বলেন, সরকার আধুনিক যুদ্ধের পরিবর্তনশীল গতিশীলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, কারণ এখন যুদ্ধগুলি প্রযুক্তি দ্বারা ক্রমবর্ধমানভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, গত দশ বছরে, সরকার দেশে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের দেশীয় নকশা, উন্নয়ন এবং উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য আত্মনির্ভর ভারতের অধীনে বেশ কয়েকটি নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরীণ মূলধন অধিগ্রহণ ২০২১-২২ সালে ৭৪ হাজার কোটি টাকা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ সালের শেষে নাগাদ এক লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। রাজনাথ সিং উল্লেখ করেন, ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্প এক লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার উৎপাদন অর্জন করেছে, যেখানে প্রতিরক্ষা রফতানি ২৪ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে পাহাড়ে তুষারপাত

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরে সোমবারই এই মরশুমের প্রথম তুষারপাত হয়েছে, যার ফলে উপত্যকাজুড়ে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমে গেছে। সোমবারের পর মঙ্গলবার তুষারপাত হয়েছে ভূস্বর্গে। এর ফলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে নেমে গেছে, শ্রীনগরের দিনের তাপমাত্রা ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। জম্মু বিভাগে বানিহালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ১১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, যেখানে জম্মুতে ২১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে।পীর কি গালি, রাজদান টপ, সাধনা পাস, সিন্থন টপ, ডাকসুম, কংদোরি গুলমার্গ, মিনিমার্গ এবং কেন্দ্রশাসিত

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা সংবাদপত্রের সংস্থাকের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আইএমসি ২০২৫ঃউদ্ভাবনের মাধ্যমে রূপান্তরের বার্তা, উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃ প্রযুক্তি আজ শুধু মানব জীবনের অংশ নয়, বরং তার প্রতিদিনের গতি নির্ধারণ করছে। সেই প্রযুক্তির সম্ভাবনাকেই নতুন মাত্রা দিতে আসছে ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস (আইএমসি) ২০২৫। এবারে নবম বর্ষে পদার্পণ করছে এই বিশাল প্রযুক্তি সম্মেলন। বুধবার নতুন দিল্লির যশোভূমিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকাল ঠিক ৯টা ৪৫ মিনিটে শুরু হবে এশিয়ার বৃহত্তম টেলিকম, মিডিয়া এবং প্রযুক্তি ইভেন্টের এই নতুন অধ্যায়।টেলিযোগাযোগ বিভাগ (ডিওটি) এবং সেলুলার অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (সিওএআই) যৌথভাবে এই মহা-উদ্যোগের আয়োজন করেছে। চার দিনব্যাপী এই ইভেন্ট চলবে ৮ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। এ বছরের থিম - ইনোভেট টু ট্রান্সফর্ম, অর্থাৎ রূপান্তরের জন্য উদ্ভাবন। নামের মধ্যেই যেন লুকিয়ে রয়েছে ভারতের প্রযুক্তিগত উচ্চাভিলাষের মূল মন্ত্র।প্রযুক্তির উৎসবউদ্ভাবনের নতুন যুগে প্রবেশ ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস শুধু একটি প্রদর্শনী নয়, এটি ভবিষ্যতের ভারতের প্রযুক্তিগত নকশা তৈরির এক প্ল্যাটফর্ম। প্রতি বছর এই ইভেন্টে অংশ নেন বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি সংস্থার প্রতিনিধিরা, টেলিকম অপারেটর, স্টার্টআপ উদ্যোক্তা, গবেষক এবং সরকারি আধিকারিকরা। এখানে শুধুমাত্র নতুন ডিভাইস বা প্রযুক্তি প্রদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধতা নেই বরং এটি এক চিন্তাভাবনার কেন্দ্র, যেখানে প্রযুক্তিকে কিভাবে সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তার দিকনির্দেশনা তৈরি হয়।এবারের থিম ' জন্য উদ্ভাবন' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডিজিটাল ইন্ডিয়া অভিযানের ধারাবাহিকতায় দেশ আজ প্রযুক্তিকে আত্মনির্ভর ভারতের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে। ৫জি-র যুগে প্রবেশের পর ভারত এখন ৬জি প্রস্তুতিতে মনোযোগী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT), সাইবার সুরক্ষা, এবং গ্রিন টেকনোলজির মতো ক্ষেত্রেও দেশ দ্রুত এগোচ্ছে। আইএমসি সেই অগ্রগতির এক প্রতিফলন, যেখানে শুধু ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের নজর থাকে।মোদী সরকারের প্রযুক্তি দর্শনপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত গত এক দশকে ডিজিটাল বিপ্লবের সাক্ষী হয়েছে। তাঁর নীতি-টেকনোলজি ফর অল বা সবার জন্য প্রযুক্তি। ডিজিটাল পেমেন্ট থেকে শুরু করে ই-গভর্নেন্স, টেলিমেডিসিন, অনলাইন শিক্ষা-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি মানুষের নাগালে পৌঁছে গেছে। এই পরিবর্তন শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন, উদ্ভাবনই নতুন ভারতের চালিকা শক্তি। তাই আইএমসি ২০২৫ মূলত সেই দর্শনেরই এক বিস্তৃত প্রতিফলন।২০২৫-এ কী থাকছে নতুন?এই বছর আইএমসি ২০২৫-এ প্রযুক্তির নানা নতুন দিক তুলে ধরা হবে। দেশের এবং বিদেশের প্রায় ১,৫০০-এরও বেশি প্রদর্শক অংশ নেবে। বড় সংস্থা যেমন রিলায়েন্স জিও, ভারতী এয়ারটেল, ভোডাফোন আইডিয়া, স্যামসাং, নোকিয়া, এরিকসন, গুগল, মেটা, ও মাইক্রোসফট- সবাই উপস্থিত থাকবে। পাশাপাশি থাকছে নতুন প্রজন্মের শত শত স্টার্টআপ, যারা উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব ফেলতে চায়।ভারতের ইভেন্টে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে ৬জি প্রযুক্তি। ভারতের নিজস্ব গবেষণা সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইতিমধ্যেই ৬জি প্রোটোটাইপ নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই কংগ্রেসে সেই অগ্রগতি তুলে ধরা হবে। এছাড়াও থাকবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর স্মার্ট পরিষেবা, কৃষি প্রযুক্তি, শিক্ষা ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর এবং স্মার্ট সিটি উন্নয়ন নিয়ে প্রদর্শনী ও আলোচনা।' টু ট্রান্সফর্ম'-পরিবর্তনের অঙ্গীকার ইনোভেট টু ট্রান্সফর্ম থিমের মধ্যে একটি শক্ত বার্তা রয়েছে। পরিবর্তন শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত নয়, চিন্তারও। উদ্ভাবনের লক্ষ্য কেবল ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, বরং মানব জীবনের মানোন্নয়ন। এই থিমের মাধ্যমে ভারত একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে- প্রযুক্তি হতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, যা সমাজের প্রান্তিক মানুষকেও উন্নয়নের মূল স্রোতে আনবে।এ বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, আইএমসি ২০২৫ প্রমাণ করবে যে ভারত শুধু প্রযুক্তি গ্রহণকারী নয়, বরং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করা, যেখানে উদ্ভাবন হবে সমাজের উন্নয়নের মূলে।বৈশ্বিক অংশগ্রহণ ও কূটনৈতিক গুরুত্বইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস এখন আর শুধুমাত্র ভারতের ইভেন্ট নয়, এটি হয়ে উঠেছে এক বৈশ্বিক প্রযুক্তি মঞ্চ। আমেরিকা, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিনল্যান্ড, জার্মানি ও সিঙ্গাপুরসহ একাধিক দেশ এতে অংশ নিচ্ছে। বৈদেশিক প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের উপস্থিতি ভারতের প্রযুক্তিগত প্রভাবকে আরও জোরদার করছে। বিশ্বজুড়ে ভারত আজ প্রযুক্তি নীতির এক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, বিশেষত ৫জি-র সফল বাস্তবায়নের পর।স্বচ্ছ ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিঃসাধারণ মানুষের প্রযুক্তি-অধিকারআইএমসি-র মাধ্যমে সরকার শুধু উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শনই করছে না, বরং দেখাতে চাইছে কীভাবে প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। গ্রামীণ ভারতের সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা, নারী উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্টার্টআপদের পৃষ্ঠপোষকতা- এই সমস্ত দিকই আইএমসি ২০২৫-এ আলোচ্য হবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনের মূল লক্ষ্য, ইন্টারনেট ফর অল- এই মঞ্চে আরও জোরালোভাবে প্রতিফলিত হবে।অর্থনৈতিক প্রভাববিশেষজ্ঞদের মতে, আইএমসি ২০২৫ ভারতের টেলিকম ও প্রযুক্তি খাতে প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের সম্ভাব্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারে। এই ইভেন্ট শুধু প্রযুক্তি নয়, অর্থনীতির জন্যও এক বড় সুযোগ। উদ্ভাবনের ভিত্তিতে গড়ে উঠছে নতুন কর্মসংস্থান, যা আগামী দশকে ভারতের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।স্থায়িত্ব ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিএই বছর আইএমসি-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উঠে আসছে সবুজ প্রযুক্তি ও স্থায়িত্ব (Sustainability)। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেন পরিবেশের ক্ষতি না করে, বরং পরিবেশ সংরক্ষণের সহায়ক হয়- এই লক্ষ্যেই অনেক সংস্থা নতুন প্রকল্প উপস্থাপন করবে। সৌর শক্তি নির্ভর টেলিকম টাওয়ার, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি, ও ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা- এই বিষয়গুলোতেও জোর দেওয়া হবে।মোদীর বক্তব্যঃভারতের ভবিষ্যতের রূপরেখাপ্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও মানবিক মূল্যবোধের মেলবন্ধন নিয়ে বক্তব্য রাখবেন বলে জানা গেছে। তিনি আগেও বলেছেন, আমাদের প্রযুক্তি হতে হবে মানব-কেন্দ্রিক। উদ্ভাবন তখনই সফল, যখন তা জীবনে পরিবর্তন আনে। তাঁর সেই ভাবনা আইএমসি ২০২৫-এর কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবেই প্রতিফলিত হচ্ছে।উপসংহারইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস ২০২৫ শুধু একটি প্রযুক্তি প্রদর্শনী নয়- এটি ভারতের অগ্রগতির প্রতীক। উদ্ভাবন, রূপান্তর, ও অন্তর্ভুক্তি-এই তিন স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে ভারত আজ এক ভবিষ্য প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের ভিত্তি স্থাপন করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হতে চলেছে নতুন যুগের অধ্যায়- যেখানে প্রযুক্তি আর কেবল বিলাসিতা নয়, বরং জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।ভারত আজ দাঁড়িয়ে আছে প্রযুক্তি বিপ্লবের মোড়ে। আর সেই বিপ্লবের দিশারী হতে চলেছে আইএমসি ২০২৫- উদ্ভাবনের আলোকবর্তিকা নিয়ে, রূপান্তরের স্বপ্নে ভর করে।

দায়িত্বশীল এআই বাস্তবায়নের জন্য আস্থা ও নিরাপত্তা অপরিহার্যঃএস জয়শঙ্কর

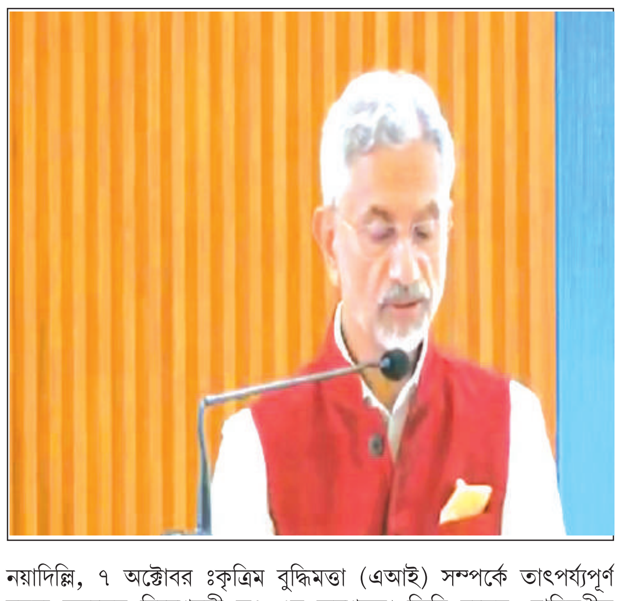

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, দায়িত্বশীল এআই বাস্তবায়নের জন্য আস্থা ও নিরাপত্তা অপরিহার্য। মঙ্গলবার ট্রাস্ট অ্যান্ড সেফটি ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, দায়িত্বশীল এআই বাস্তবায়নের জন্য আস্থা এবং সুরক্ষা অপরিহার্য। ভারতের মতো সমাজের জন্য, এর অর্থ হল দেশীয় সরঞ্জাম এবং কাঠামোর বিকাশ, উদ্ভাবকদের জন্য স্ব-মূল্যায়ন প্রোটোকল এবং প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা প্রতিষ্ঠা করা। কেবলমাত্র তখনই আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এআই-এর উন্নয়ন, স্থাপনা, ব্যবহার এবং শাসন নিরাপদ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য।জয়শঙ্কর বলেছেন, ভারতের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, কারণ অন্যান্য অনেক দেশ, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি, তারা অনুপ্রেরণার জন্য আমাদের দিকে তাকায় এবং অবশ্যই ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে, এখন আমরা গত দশকে যা অর্জন করেছি, যদি আপনি এখন ডেলিভারির স্কেল, শাসনব্যবস্থার উন্নতি, আমরা যে দক্ষতার সঙ্গে জনসাধারণকে সেবা করি তা দেখেন, আমার মনে হয় এটি ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একজন বিদেশমন্ত্রী হিসেবে, যখন আমি বিদেশে যাই, এটি প্রায়শই আলোচনার বিষয় হয় এবং আমি দেখতে পাই, এটি এআই-এর জগতেও প্রসারিত হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের বন্যাঃমমতা সরকারের সংবেদনশীলতার অভাব আক্রমণ বিজেপি মুখপাত্রের

জয়পুর, ৭ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গ ভারী বর্ষণের জেরে একেবারে বিপর্যস্ত, সেই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক চাপানউতোরও দেখা দিয়েছে। সোমবার উত্তরবঙ্গের ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিলেও, সেই সফরকে ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। নাগরাকাটা এলাকার বন্যাদুর্গত এলাকায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের পরিদর্শনকালে তাদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সুরে সুর মিলিয়ে প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এবার এই পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সুধাংশু ত্রিবেদী। তাঁর বক্তব্য, মমতা ও তাঁর সরকার জনগণের প্রতি সংবেদনশীল নন। সুধাংশু বলেন, গতকাল মমতাজির একটি ভিডিও সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যায় তিনি কলকাতার একটি অনুষ্ঠানে নাচছিলেন, তখনই উত্তরবঙ্গ বন্যার কবলে পড়েছিল। একটি প্রবাদ আছে- 'যখন রোম জ্বলছিল, নিরো বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিল', এখানেও ঠিক সেটাই ঘটেছে- 'যখন বাংলা ডুবছিল, মমতাজি নাচছিলেন'।ত্রিবেদী আরও বলেন, যখন আমাদের এমপি ও এমএলএ-র দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে সেখানে গিয়েছিলেন, তখন খগেন মুর্মুর উপর নির্মম আক্রমণ করা হয়। এটি প্রমাণ করে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার জনগণ এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রতি অসংবেদনশীল এবং বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেছে।উল্লেখযোগ্য, সোমবারের এই বন্যা পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক ক্ষতি করেছে। বসতবাড়ি, ফসল, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ ও দ্রুত ত্রাণ কার্যক্রমের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতাদের অবস্থান এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা চলছে।সুধাংশু ত্রিবেদীর মন্তব্যে বোঝা যাচ্ছে, বিজেপি এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের নীতি ও কর্মপন্থা নিয়ে সরব হচ্ছে। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিও ইস্যুটি আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। এই ঘটনাটি রাজনৈতিক মহলে এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে এক ধরনের বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যা আগামীদিনে উত্তরবঙ্গের পুনর্বাসন ও ত্রাণ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।উত্তরবঙ্গের বন্যা শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং তা রাজ্য রাজনীতিতেও এক বড় প্রভাব ফেলেছে। এখন দেখার, এই পরিস্থিতিতে সরকার এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিভাবে জনগণ ও প্রান্তিকদের সাহায্য নিশ্চিত করে।

মহারাষ্ট্র সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঃনবি মুম্বই বিমানবন্দর উদ্বোধন থেকে গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্ট পর্যন্ত একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর ঃ পরপর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নিয়ে দুই দিনের মহারাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৮ এবং ৯ অক্টোবরের এই সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় স্তরে তৎপরতা শুরু হয়েছে। প্রযুক্তি, অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং আর্থিক উদ্ভাবন- চারটি ক্ষেত্রেই এই সফরকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী৮ অক্টোবর বিকেল তিনটে নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌঁছবেন নবি মুম্বইয়ে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর উদ্বোধনের মুখ দেখছে নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (NMIA)। প্রায় ১৯,৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বিমানবন্দরটি মুম্বই ও সংলগ্ন অঞ্চলের আকাশপথে চাপ কমাতে এবং যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিমানবন্দরের ফেস ওয়ান বা প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে।এই বিমানবন্দর প্রকল্পটি বহু বছর ধরে মুম্বইবাসীর প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ইতিমধ্যেই দেশের অন্যতম ব্যস্ততম বিমানবন্দর, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার দেশি-বিদেশি যাত্রী চলাচল করেন। ফলে দ্বিতীয় বিমানবন্দরটির প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। নতুন নবি মুম্বই বিমানবন্দরটি তৈরি হয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে- যেখানে পরিবেশবান্ধব স্থাপত্য, শক্তি-সাশ্রয়ী নকশা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।উদ্বোধনের পরে প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দর ঘুরে দেখবেন, এবং প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ও অবকাঠামোগত দিক নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে। এরপর তিনি মুম্বইয়ে আরও কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন।কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের বার্তাউদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বক্তব্য রাখবেন। জানা গিয়েছে, তাঁর ভাষণে থাকবে ভারতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, 'ইন্ডিয়া'র নগরায়ন নীতি, এবং আধুনিক ভারতের পরিবহন সংযোগ নিয়ে আলোচনা। নবি মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শুধুমাত্র এক শহরের প্রয়োজন নয়- এটি ভারতীয় বিমান চলাচল ব্যবস্থার একটি নতুন দিগন্ত, যা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং পর্যটন ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে বৈঠকপরবর্তীর দিন, অর্থাৎ ৯ অক্টোবর সকাল ১০টা নাগাদ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুম্বইয়ে স্বাগত জানাবেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের

সোনাদার বন্যায় নিখোঁজ জয়দেবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিমাদ্রি পুরকায়েত, উদ্ধারকাজ জোরদার

সোনাদা, ৭অক্টোবরঃউত্তরের পাহাড়ি জেলাগুলোর উপর দিয়ে প্রবল বৃষ্টিপাতের পর সোনাদা এলাকা মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। পাহাড়ি ঢল ও নদীর জল বৃদ্ধির ফলে হঠাৎ বন্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জয়দেবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিমাদ্রি পুরকায়েতের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় এলাকায় তীব্র উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, হিমাদ্রি স্থানীয়ভাবে বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে গিয়েছিলেন, কিন্তু হঠাৎ প্রবল ঢল ও পানি বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি নিখোঁজ হন।স্থানীয় প্রশাসন এবং উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেছেন। দমকল বিভাগের কর্মীরা জেলা রেসকিউ টিম এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী দলগুলোর সহায়তায় বিপর্যস্ত এলাকায় সার্চ অপারেশন চালাচ্ছেন। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, নদী ও ছোট জলপ্রপাতের গতিবেগ বেড়ে যাওয়ায় উদ্ধার কাজ বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে। উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে ভাঙা সাঁকো এবং মাটি ধসের কারণে যেকোনো সময় নতুন বিপদ সৃষ্টি হতে পারে, তাই উদ্ধারকর্মীরা অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ করছেন।সোনাদার স্থানীয়রা জানিয়েছেন, অল্প সময়ের মধ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পাহাড়ি ঢলের কারণে গ্রামের রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অনেকের বাড়ি-ঘর পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে শুধুমাত্র হিমাদ্রি নয়, অন্যান্য কিছু পরিবারও আপাতত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। প্রশাসন সহায়তা করছে খাদ্য, পানি ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়ে।জেলাপ্রশাসন জানিয়েছেন, পাহাড়ি এলাকায় সার্চ অপারেশন চালানো হচ্ছে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে। রেসকিউ টিমগুলো ড্রোন ও বোটের মাধ্যমে নদী, ঝরনা এবং উপত্যকার বিভিন্ন অংশ তল্লাশি করছে। স্থানীয়দেরও সহায়তা নেওয়া হচ্ছে কারণ তারা এলাকা সম্পর্কে সুপরিচিত। প্রশাসন আশা করছে, শিগগিরই হিমাদ্রির সন্ধান পাওয়া যাবে।হিমাদ্রির পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তাদের কাছে এখনও কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। পরিবার এবং বন্ধুরা আশা করছেন যে, উদ্ধারকাজ দ্রুত ফলপ্রসূ হবে। স্থানীয় মানুষও বিভিন্ন দিকে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে তথ্য সরবরাহ করছেন।উত্তরবঙ্গের এই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পাহাড়ি এলাকায় হঠাৎ বৃষ্টি এবং নদীর জলস্রোতের কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তাই স্থানীয় প্রশাসন এবং বন দফতর পর্যবেক্ষণ বাড়িয়ে রেখেছে। ভয়াবহ বন্যার সম্ভাবনা থাকায় এলাকাবাসীকে বিশেষ সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে, উদ্ধারকর্মীরা ২৪ ঘন্টা তৎপর রয়েছেন। প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবী দলগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই অনেক পরিবারকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। তবে পাহাড়ি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে হিমাদ্রির সন্ধান এখনও অব্যাহত রয়েছে। ড্রোন, বোট এবং জিরো-গ্রাভিটি টিমের মাধ্যমে তল্লাশি চলবে যতক্ষণ না তিনি উদ্ধার হন।স্থানীয় মানুষ আশা করছেন, হিমাদ্রির দ্রুত উদ্ধার হবে এবং তিনি পরিবারের কাছে ফিরে আসবেন। এই ঘটনা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে, পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং হঠাৎ বন্যা কতটা বিপজ্জনক হতে পারে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই পরবর্তী দিনে সতর্কতা বাড়িয়েছে এবং স্থানীয়দের নিরাপদ অবস্থানে থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

শাহরিয়ার কবিরের মুক্তির দাবিতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো সরব

ঢাকা, ৭ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশের সাংবাদিক ও লেখক শাহরিয়ার কবিরের কারাবন্দি জীবন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তাঁর অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানিয়েছে পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিয়েছে প্যারিসভিত্তিক ' উইদাউট বর্ডার'।এক যৌথ বিবৃতিতে সংগঠনগুলো জানিয়েছে, শাহরিয়ার কবির কখনও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বরং তিনি মানবাধিকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার রক্ষায় অবিচল সমর্থন দিয়ে আসছেন। ১৯৭১ সালের গণহত্যার শিকার হওয়াদের নথিভুক্তকরণ এবং সেই ইতিহাস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিগত এক বছর ধরে মিথ্যা হত্যা মামলায় তাঁকে কারাগারে বন্দি রাখা হয়েছে। একজন বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মীকে শুধুমাত্র প্রতিশোধপরায়ণ প্রচেষ্টা থেকে তাঁর মুখ বন্ধ করার জন্য এবং অতীতের কাজের কারণে বন্দি করা হয়েছে। এতে তাঁর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুতর আঘাত হয়েছে।সংগঠনগুলো বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, শাহরিয়ার কবিরকে অবিলম্বে মুক্তি দিন এবং তৎক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জন্য জরুরি ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।যৌথ এই আহ্বানে অংশ নেওয়া পাঁচটি সংগঠন হলো- সাউথ এশিয়া ডেমোক্রেটিক ফোরাম (বেলজিয়াম), ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ ফোরাম (ইইউ ও গ্রেট ব্রিটেন), ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ ইন জার্মানি, আর্থ সিভিলাইজেশন নেটওয়ার্ক (গ্লোবাল নেটওয়ার্ক), এবং ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস অ্যালায়েন্স (গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম)।শাহরিয়ার কবিরের মুক্তির এই আন্তর্জাতিক দাবিটি মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে চলমান পরিস্থিতি নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর মতামত অনুযায়ী, একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীর নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করা অত্যন্ত জরুরি।এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া ও গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ মানবাধিকার ও গণমাধ্যম স্বাধীনতার প্রশ্নে দেশের অবস্থানকে আরও প্রভাবিত করতে পারে।

মথুরাপুরের সদিয়ালে সাংসদ বাপি হালদারের লক্ষ্মীপুজোয় জনজোয়ার

মথুরাপুরঃমথুরাপুরে লক্ষী পুজোয় প্যারিসের অপেরা হাউসের আদলে মণ্ডপে ভিড় উপচে পড়ছে।অন্য বছরের মতো এবার ও মথুরাপুরে চমক লক্ষ্মীপুজোয়। মথুরাপুরের সদিয়াল জনকল্যাণ সমিতি ও আমরা সবাই ভাই ভাই ক্লাবের পরিচালনায় এবার প্যারিসের অপেরা হাউসের আদলে তৈরি হয়েছে পুজো মণ্ডপ। মণ্ডপের ভিতরে বাংলার পল্লির বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পাশাপাশি, মা লক্ষ্মীকেও সাজানো হয়েছে সোনার গয়নায়। রবিবার বিকেলে এই পুজোর উদ্বোধন করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা সাংসদ কীর্তি আজাদ। সদিয়ালের এবারের পুজোর থিম ' সোনার বাংলা'। এই পুজো ১৯ বছরে পা দিয়েছে এবার। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন এই পুজোয়। পুজো কমিটিতে মুসলিম ধর্মের মানুষও আছেন। লক্ষ্মীপুজোয় গ্রামের মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।আর এই পুজোকে ঘিরে উৎসবের মেজাজে গোটা সদিয়াল। এই পুজোর প্রধান কর্মকর্তা মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার। তিনি বলেন, ফাইবার ও প্লাই দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে।প্রায় সাড়ে ৫০০ গ্রাম সোনার গয়নায় সেজেছেন মা লক্ষ্মী। মণ্ডপের ভিতরের অংশ সেজে উঠেছে ছবিতে। তাতে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, ধান রোয়ার ছবি, গোরুর গাড়ি, জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার ছবি, নৌকা, শিকাগো সম্মেলনে দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দের সেই বক্তব্য। মা লক্ষ্মী গণেশকে নিয়ে আসছেন ময়ূরপঙ্খী নৌকায়, সেই ছবিও তুলে ধরা হয়েছে। মণ্ডপের ভিতরে রয়েছে ৪০ ফুটের ঝাড়বাতি। মণ্ডপের বাইরে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে বিভিন্ন মনীষীকে। এই লক্ষ্মীপুজোর প্রস্তুতি চলে এক মাস ধরে। পুজোকে ঘিরে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও হবে রক্তদান শিবির ও বস্ত্রদান কর্মসূচি।আর এই পুজোকে জেলার সেরার পুজোর মধ্যে অন্যতম।

রাশিফল

মেষঃ চাকরি বা ব্যবসায় সৃজনশীলতার জন্য এটি সঠিক সময় একটি নতুন ধারণা আপনাকে সাফল্যের নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিজেকে সক্রিয় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

বৃষঃ আজ আপনার প্রভাব বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত। আপনার বাবার কাছেও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। কোন ধর্মীয় স্থানে যাওয়া বা কোন সাধু ব্যক্তির সাথে দেখা

মিথুনঃ আপনার অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে আপনি আমোদে মাতবেন। তাদের সঙ্গে হয়তো মজাদার কথাবার্তা বলাও শুরু করবেন। এর ফলে মধুর সন্ধ্যা কাটানোর রাস্তা প্রশস্ত হবে।

কর্কট রাশিঃআপনার প্রেমিকের সঙ্গে আজকের দিনটি আপনার খুব ভালো কাটবে। যারা অবিবাহিত তারা বিপরীত লিঙ্গের কাউকে আকর্ষণ করতে পারেন সহানুভূতিসম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে। বিবাহের যোগ ।

সিংহঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আজ আপনি ভালো কিছু মুহূর্ত কাটাতে পারেন আপনার ভবিষ্যত এবং অন্তঃস্থ মানসিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে।

কন্যা ঃআজকে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন। আপনার পেশাদারী বৃত্ত থেকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। আপনার আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপনার জীবনসঙ্গীরও অবদান থাকবে।

তুলাঃআপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। বিবাহযোগ্য

বৃশ্চিকঃআপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী ।

ধনুঃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সমস্ত মহাবিশ্বের উজ্জ্বল দ্যুতি জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে যারা প্রেম

মকরঃ আজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগের দ্বার হবে।

মীনঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। আপনার নিজের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এবং কখন এবং কোথায় বুদ্ধিমানের জন্য ব্যয় করতে হবে তা জানতে হবে, অন্যথায় আপনাকে আসন্ন সময়ে অনুতাপ করতে হবে। এমন বন্ধুদের সাথে দেখা করুন যাদের আপনার সহায়তা প্রয়োজন। আপনার ভালবাসার জীবন আজ সত্যি সত্যিই আপনার জন্যে অসাধারণ

আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে হাওয়ার গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হবে বৃষ্টি। দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য ৬টি জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। এরপর রবিবার ওপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি হবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৩ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মিনিট। ভাটা-দুপুর ০২টা ৪০মিনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মিনিট। সূর্যোদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

পুজোর ছুটিতে ঘুরতে গিয়ে ফেরার সময়েই পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ অক্টোবর ঃ ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। পুজোর ছুটিতে ঘুরতে গিয়েছিলেন কানহা ন্যাশনাল পার্কে। সেখান থেকে ফেরার সময়েই পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো চারজনের। সূত্রের খবর, ডানকুনির শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিকা তাঁদের সন্তানদের নিয়ে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কানহা ন্যাশনাল পার্ক থেকে ঘুরে তাঁরা বিলাসপুর স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁদের কলকাতায় ফেরার ট্রেন ছিল বলে জানা যাচ্ছে। গাড়িতে ফেরার সময়েই জাতীয় সড়কে তাঁদের গাড়ির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার সময়ে গাড়িতে মোট দশজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে চালক-সহ চারজনের মৃত্যু হয়। বাকিরা গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যাচ্ছে, জখমদের মধ্যে রয়েছেন শ্রীরামপুরের বাসিন্দা মুনমুন বাগ এবং তাঁর ছেলে। মুনমুন ডানকুনির শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রম স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত। তবে বাকি হতাহতদের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায় জানান, স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। এছাড়াও হুগলির ডিআই ও অতিরিক্ত জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে দুর্ঘটনায় আহতদের সব রকমের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত বর্তমানে মেট্রো চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ ব্যস্ত সময়ে ফের থমকাল মেট্রো। আচমকাই মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়ার মাঝে দেখা যায় যান্ত্রিক গোলযোগ। যার ফলে এই দুই স্টেশনের মধ্যে বন্ধ মেট্রো পরিষেবা। যদিও নোয়াপাড়া থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত বর্তমানে মেট্রো চলছে বলে জানা যাচ্ছে। হঠাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে পরিষেবা বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে আজ সপ্তাহের দ্বিতীয় কাজের দিন। বহু মানুষ দক্ষিণেশ্বর থেকে মেট্রোয় চেপেন। ফলে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে সব কিছু ঠিক থাকলেও হঠাৎ করেই যান্ত্রিক সমস্যা ধরা পড়ে। জানা যায়, দক্ষিণেশ্বরে পয়েন্টে সমস্যা ধরা পড়ে। এরপরেই সংশ্লিষ্ট এই মেট্রো স্টেশন থেকে নোয়াপাড়া স্টেশন পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। প্রায় ১১ টা থেকে পরিষেবা বন্ধ রয়েছে বলে খবর। বলে রাখা প্রয়োজন, গত কয়েকমাসে একাধিকবার মেট্রো বিভ্রাটের সাক্ষী হয়েছেন যাত্রীরা। শুধুই যান্ত্রিক গোলযোগ নয়, অতিরিক্ত বৃষ্টিতে টানেলে জল ঢুকে যাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টার বন্ধ রাখতে হয়েছে পাতালপথে মেট্রো পরিষেবা। যার ফলে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। আশঙ্কা ছিল, উসবের আবহে মেট্রো বিভ্রাটের মধ্যে পড়তে হবে না তো? যদিও বড় কিছু সমস্যা হয়নি। স্বাভাবিক ছিল পরিষেবা। কিন্তু লক্ষ্মীপুজো মিটতেই ফের চেনা ছন্দে কলকাতা মেট্রো।

হুগলিতে টোটোর সঙ্গে ধাক্কা চারচাকা গাড়ির, জখম ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি,৭ অক্টোবর ঃ হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় টোটো ও গাড়ির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৪ জন। আহতদের মধ্যে টোটোর চালকও রয়েছেন। মঙ্গলবার ভোরে যাত্রিবোঝাই একটি টোটো চুঁচুড়া স্টেশনের দিক থেকে সুগন্ধা গোটুর দিকে যাচ্ছিল। দিল্লি রোডের কিছুটা আগে একটি চারচাকা গাড়ি টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে দু'টি গাড়িরই সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টোটোয় থাকা তিনজন মহিলা যাত্রী গুরুতর জখম হয়েছেন। টোটো চালকেরও মাথায় চোট লাগে। পোলবা থানার পুলিশ চারজনকেই চুঁচুড়া ইমামবাড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছেঃ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি.স.)ঃ গতকাল উত্তরবঙ্গে ত্রাণ বিলির সময় আক্রান্ত হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। এই ঘটনায় সরব হলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, উত্তরবঙ্গে বন্যার জন্য মানুষ দুর্ভোগে পড়ছে। মমতা সরকারের কোথাও কোনও উপস্থিতি নেই, আমাদের সাংসদ, বিধায়ক, নেতারা প্রথম দিন থেকেই সেখানে মানুষকে সাহায্য করে আসছেন, ফেরার পথে তাঁদের উপর আক্রমণ করা হয়েছিল, তাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে ছিল। কে এটা করছে? এই রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিমরা এটা করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করছেন এবং এখানে হিংসা সৃষ্টি করে নির্বাচনে জিতছেন। বাংলায় এসআইআর না থাকলে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হবে না, এখানে রাষ্ট্রপতি শাসনের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

কালীপুজোর আগে নিষিদ্ধ বাজি নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ কলকাতা পুলিশের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা,৭ অক্টোবর ঃ কালীপুজো-দেওয়ালির সময় নিষিদ্ধ শব্দবাজির প্রবণতা কমাতে এবার নতুন পন্থা গ্রহণ করতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। শাস্তি বা ধমকানোর বদলে, ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে ছোটদের নিষিদ্ধ শব্দবাজির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করা হবে। গত কয়েক বছরে অধিকাংশ বাড়িতে গিয়ে পুলিশ দেখতে পেয়েছে, শব্দবাজি ফাটাচ্ছে মূলত শিশুরা। ওই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বার তাই বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছোটদের শব্দবাজি থেকে দূরে রাখতে চাইছে লালবাজার। শিশু-কিশোরদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহায়তায় আবাসনভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। আবাসনেই মূলত প্রতি বছর নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপট দেখা যায় বেশি। পুলিশ সূত্রের খবর, গত বছর কসবার একটি আবাসনে এক শিশু চকোলেট বোমার জন্য বাবার কাছে বায়না ধরেছিল। ছেলের আবদার মেনে কালীপুজোর রাতে ছেলেকে সেই নিষিদ্ধ বাজি কিনেও দিয়েছিলেন বাবা। আর ওই বাজি ফাটাতে গিয়েই তৃতীয় শ্রেণির ওই পড়ুয়ার ডান হাতের তেলোর অনেকটা পুড়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই এ বার ছোটদের জন্যে আবাসনে কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা প্রশাসনের। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহযোগিতায় সেই কর্মশালায় ছোটদের বোঝানো হবে, নিষিদ্ধ বাজি কোনগুলি, সেগুলি ফাটালে বিপদই বা কী হতে পারে। সেই সঙ্গে কোন কোন বাজি পোড়ানো যাবে এবং বাজি পোড়ানোর সময়ে কী সাবধানতা অবলম্বন করলে সমস্যা নেই-সে কথাও বলা হবে। বাজির জেরে অনেক ক্ষেত্রেই কচিকাঁচাদের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা দেখা দেয়। শুনতে ও রক্ত সঞ্চালনেও সমস্যা হয়- এ সব বিষয় তাদের সামনে তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে। কর্মশালায় অভিভাবকদেরও অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করা হবে, যাতে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। এক পুলিশকর্তার বক্তব্য, ' আছে, কিন্তু সচেতনতা তৈরিই সবচেয়ে বড় কাজ - যদি ভালোভাবে বোঝানো যায়, ভয়ভীতি না দেখিয়েই পরিবর্তন আসবে।' পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত বলেন, ' শুধু অপ্রয়োজনীয় শোরগোল নয়, দিনের শেষে এটা মানুষের স্বস্তি, স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলে। পশু-পাখি ও পরিবেশের জন্য শব্দবাজি ক্ষতিকর। তাই প্রশাসনকে শুধু নজরদারি চালিয়ে থামিয়ে রাখা উচিত নয়, পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হতে হবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা। শহরে নিষিদ্ধ শব্দবাজি প্রবেশ রোধে নজরদারি আরও কঠোর করতে হবে এবং কোন ধরনের বাজি ব্যবহার করা যাবে তা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণাও জরুরি বলে মনে করছেন পরিবেশকর্মীরা।

নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা, হাই কোর্টে দ্বারস্থ টেট উত্তীর্ণরা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ প্রাথমিক স্তরে ১৩,৪২১টি শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। পুজোর ছুটির মধ্যে হাই কোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চে এই আবেদন করা হয়। মামলাটির শুনানি হতে পারে আগামী ৯ অক্টোবর। কয়েকদিন আগেই প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পুজো মিটলেই নিয়োগ শুরু করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়। এই নিয়োগে সুযোগ দেওয়া হোক তাঁদেরও, এই আবেদন জানিয়ে এবার হাই কোর্টের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। মামলাকারীদের দাবি, ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট পরীক্ষায় মোট ৪৭টি প্রশ্নের উত্তর ভুল নিয়ে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। রাজ্যের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় - প্রেসিডেন্সি ও যাদবপুরের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে কমিটি গঠন করে

দিয়েছিল সমাধানের জন্য। গত জুলাই মাসে চার সপ্তাহের মধ্যে সেই কমিটির মতামত রিপোর্ট আকারে আদালতে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হলেও এখনও সেই রিপোর্ট জমা পড়েনি। ফলে আইনি জটে আটকে ওই দুই বছরের চাকরিপ্রার্থীরা এই নিয়োগে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অথচ তাদের বেশিরভাগই ১ অথবা ২ নম্বরের জন্য টেট উত্তীর্ণ হতে পারেননি বলে দাবি। তাই তাঁদের দাবি, ২০২৫ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হোক। না হলে, পূর্ববর্তী সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার নির্দেশ দিক আদালত। পাশাপাশি, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সময়মতো রিপোর্ট জমা না দেওয়ায়, চাকরিপ্রার্থীরা কেন নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হবেন-মামলায় সেই প্রশ্নও তুলেছেন আবেদনকারীরা।

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের জেরে অ্যাসিড হামলা -আহত স্কুলছাত্রী বর্তমানে চিকিৎসাধীন!

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ অক্টোবর ঃ বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় এক স্কুলছাত্রীকে অ্যাসিড ছুঁ়ে হামলা করার অভিযোগ উঠেছে এক প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আক্রান্ত ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে।পরিবারের দাবি, এই হামলা প্রথম নয়-এর আগেও ওই যুবক অ্যাসিড ছোঁ।ার চেষ্টা করেছিল, যদিও সে সময় কোনওরকমে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল কিশোরী। সেই ঘটনার পর বিষয়টি অভিযুক্ত যুবকের বাবা ও পরিবারের সদস্যদের জানানো হলেও, তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। ফের একই ঘটনা ঘটায় ছাত্রীর পরিবারে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন তাঁরা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত কয়েক মাস ধরেই প্রতিবেশী এক যুবক ওই নাবালিকা ছাত্রীকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছাত্রী ও তার পরিবার ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর থেকেই অভিযুক্ত যুবক নানা রকম হুমকি দিয়ে .তাকে বিরক্ত করছিলেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তার মোবাইলে বারবার অশ্লীল এসএমএস পাঠানো হয় বলেও পরিবারের অভিযোগ। কয়েক দিন ধরেই এই অবস্থা চলছিল। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘরের জানালার উপরের অংশ থেকে অভিযুক্ত যুবক ওই ছাত্রীকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছুঁ়ে মারে, যার ফলে সে গুরুতর আহত হয়। আহত ছাত্রীকে প্রথমে মিনাখাঁ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, কিন্তু অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে ছাত্রীটি সেখানে চিকিসাধীন রয়েছে।

যানবাহন নিয়ন্ত্রণে রাজ্য এএনপিআর প্রকল্প আনতে চলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা,৭ অক্টোবর ঃ রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি হাব সেক্টর ফাইভে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করতে রাজ্য সরকার স্বয়ংক্রিয় নাম্বার প্লেট শনাক্তকরণ বা এএনপিআর প্রকল্প আনতে চলেছে । নবদিগন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ অথরিটি ও রাজ্য সরকারের ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের সহযোগিতায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে।এই ব্যবস্থায় শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে লাগানো ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির নাম্বার প্লেট শনাক্ত করবে, যার মাধ্যমে যান চলাচলের ধরন বিশ্লেষণ, ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গের ঘটনা ধরতে পারা এবং আইন প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। সরাসরি পুলিশ ডেটাবেসের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এই প্রযুক্তির মাধ্যমে চুরি যাওয়া বা সন্দেহভাজন গাড়ি শনাক্ত করতেও সুবিধা হবে। চূড়ান্ত ব্যস্ত তথ্য প্রযুক্তি তালুকে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, দূর দূরান্ত থেকে রুজি-রুটির সন্ধানে ওই এলাকায় আসা মানুষের নিরাপত্তা বাড়ানো এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

উত্তরবঙ্গের হামলার ঘটনার প্রতিবাদে হাওড়া ব্রিজের সামনে অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচি বিজেপি

সুমন আদক, হাওড়া,৭ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গের হামলার ঘটনার প্রতিবাদে হাওড়া ব্রিজের সামনে অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক বিজেপি মহিলা মোর্চার, পুলিশ ব্যারিকেড করে মিছিল আটকালে হয় ধস্তাধস্তি। উত্তরবঙ্গের নাগরকাটায় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্রের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। হাওড়া ব্রিজে ওঠার আগে হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে লোহার গার্ডরেল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে দেওয়া হয়। এর ফলে হাওড়া থেকে কলকাতাগামী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। হাওড়া ব্রিজে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সিটি পুলিশের পদস্থ কর্তারা এবং প্রচুর পুলিশ ও র‍্যাফ। বিধায়ককে মারধর করা হয়েছে তা অমানবিক। এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অবিলম্বে

মহিলা মোর্চার কর্মীরা জোর করে হাওড়া ব্রিজের দিকে এগোতে চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। তাঁরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, যেভাবে তাঁদের দলের সাংসদ এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে ওই হামলার ঘটনায় আক্রান্ত হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক শংকর ঘোষ সহ অন্যান্য কর্মীরা।এদিন হাওড়া ব্রিজের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেয় বিজেপি মহিলা মোর্চা।

জোরকদমে চলছে বঙ্গ বিজেপির রিপোর্ট প্রদানের প্রস্তুতি!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ কেউ মহারাষ্ট্র গিয়েছিলেন, কেউ দিল্লি, আবার কেউ ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে। সবার উদ্দেশ্য একই-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালির অবস্থান দৃঢ় ও শক্তিশালী হওয়া পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের সামনে তুলে ধরা। তবে সেটা শুধু সহজ সরলভাবে বললেই চলবে না। রীতিমতো তথ্যপ্রমাণ-সহ তুলে ধরতে হবে ভোটের বাজারে। তাই, পুজোর মুখে ভিন রাজ্যে ছুটে যাওয়া বিজেপি নেতা-নেত্রীরা রীতিমতো ডকুমেন্টারি তৈরির রসদ নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন। সে সব খতিয়ে দেখে বাঙালি নির্যাতন ইস্যুতে পরবর্তী প্রচার কৌশল দ্রুত ঠিক করবেন বিজেপির কেঃদ্রীয় নেতৃত্ব। সম্প্রতি বিজেপি শাসিত বেশ কিছু রাজ্যে বাঙালি নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনাগুলিকে হাতিয়ার করে জোরদার আন্দোলনে নেমেছে বাংলার শাসকদল তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, বিজেপি বাঙালি বিরোধী। তৃণমূলের এই প্রচারের কাউন্টার ন্যারেটিভ বা পাল্টা ভাষ্য তৈরি করতে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। ওই দলের সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে সেখানে বসবাস করা বাঙালিদের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন। বাংলার বাইরে মোট ২২টি রাজ্যে ইতিমধ্যেই বঙ্গ-বিজেপির কোনও-না-কোনও প্রতিনিধি গিয়েছেন। তাঁরা কথা বলেছেন বিভিন্ন পুজো কমিটির সঙ্গে। মণ্ডপসজ্জায় কী ভাবে বাঙালিদের সঙ্গে অবাঙালিরাও সহযোগিতা করছেন, তার ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে নিয়ে এসেছেন তাঁরা। বঙ্গ-বিজেপির কে কোন রাজ্যে যাবেন, সেটা ঠিক করে দেন দলের কেঃদ্রীয় নেতৃত্ব। বিজেপির দুই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দুষ্মন্তকুমার গৌতম এবং তরুণ চুঘ-ই গোটা কর্মসূচির তদারক করেছেন। মুম্বই, পুনে, নাসিক, সুরাট, জয়পুর, দিল্লি, হরিদ্বার, পাটনা, ভুবনেশ্বর, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুর মতো বিভিন্ন শহরে এ রাজ্যের বিজেপি নেতারা গিয়েছেন। সেই তালিকায় আছে চণ্ডীগড় বা অন্দামান নিকোবরের মতো কেঃদ্রশাসিত অঞ্চলও।সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের মধুপুর এবং দেওঘরে গিয়ে স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন বিজেপি নেতা তাপস রায়। দিল্লিতে গিয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ। কেয়ার কথায়, ' যাঁদের সঙ্গে দেখা করলাম, তাঁরা প্রত্যেকে চেষ্টা করেছেন। যে, তাঁরা বাংলার বাইরে এক টুকরো বাংলাতেই আছেন। আমি তিন দিন ছিলাম। বাঙালি নির্যাতনের একটি অভিযোগও পাইনি।' মুম্বই বড় শহর। বাঙালির সংখ্যা অনেক। তাই, সেই শহরের দায়িত্ব তিন জনকে দেওয়া হয়েছে- রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ এবং নিশীথ প্রামাণিক। তিন জন ইতিমধ্যেই মুম্বই ঘুরে এসেছেন। রুদ্রনীলের কথায়, ' বহু বাঙালির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তৃণমূলের বাঙালি নির্যাতনের প্রচারে তাঁরা বিরক্ত। আমরা সত্যিটা বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরব।'

বিজেপি সূত্রের খবর, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য গুজরাটে যাবেন স্থানীয় বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলতে। আন্দামানের বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা অমিতাভ রায়। তিনি বলেন, ' বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। বাঙালি নির্যাতনের কোনও অভিযোগ পাইনি। রিপোর্ট তৈরি করছি।

বরানগর হত্যাকাণ্ডে ঝাড়খণ্ড-যোগ, 'কোড মেসেজে' ষড়যন্ত্র, দাবি পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে ঝাড়খণ্ড-যোগ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা এমনই দাবি করছে। এই ঘটনায় ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে আরও বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলের বসেই খুনের অভিযোগে ধৃত বন্ধুদের সঙ্গে সোনার দোকানে ডাকাতির ছক করেছিল বরানগর ৩০এ বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা প্রতারণার দায়ে জেলবন্দি সঞ্জয় মাইতি। মাস কয়েক আগে সে জামিনে মুক্তি পেয়ে নারকেলডাঙার বাসিন্দা সুরজি সিকদার নামে একজনের মাধ্যমে বরানগর শম্ভুনাথ দাস লেনের সোনাপট্টির ৯ নম্বর দোকান ' চেন এন্ড অর্নামেন্ট সে' রেইকি করায়। জানতে পারে, দুপুরে ষাটোর্ধ্ব ব্যবসায়ী শংকর জানা দোকানে একা থাকেন। তাঁর ছেলে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হলেও বর্তমানে দিল্লিতে। এরপর জেলের বন্ধুদের সহায়তায় বিহার, ঝাড়খণ্ডের তিন দুষ্কৃতী দিয়ে ডাকাতির ছক কষে সঞ্জয়। সেইমতো শনিবার ভরদুপুরে ১৫ কেজি সোনা, যার বর্তমান বাজার দর ১৭ কোটি টাকা, লুট করে করে শংকরবাবুর পা বেঁধে সোনার দোকানে থাকা ভারী লোহার দন্ড (কাতুরি) দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়। সঞ্জয় ও সুরজিৎকে গ্রেপ্তার করে সোমবার বারাকপুর আদালতে ধৃতদের পেশ করে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে এমনটাই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের ব্যবসায়ী দীপক দাসকে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে গুলি করে খুন করা হয়। খুনের এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিল রাকেশ দাস। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বিহারের থেকে। বর্তমানে সে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি।

প্রতারণা মামলায় সঞ্জয় গ্রেপ্তার হওয়ার পর একই জেলে গেলে রাকেশের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তারপর জেলে বসেই রাকেশ ও তাঁর এক সাগরেদের সঙ্গে নিজের এলাকায় ডাকাতির ছক কষে সঞ্জয়। গ্রেপ্তারির আগে বিহারে গা ঢাকা দেওয়ায় সেখানে ও ঝাড়খণ্ডে রাকেশের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়ে ছিল। তাই বিহার, ঝাড়খণ্ডের দুষ্কৃতীদের দিয়েই অপারেশন চালানো হবে বলে ঠিক করা হয়। সম্প্রতি জামিন পেয়ে ডাকাতির আগে পরিচিত সুরজিৎকে টিমে নিয়ে রেইকি করায় সঞ্জয়। এরপর বিহার, ঝাড়খণ্ডের তিন দুষ্কৃতীর সঙ্গে নিয়ে গত শনিবার দুপুরে শঙ্করবাবুর দোকানে যান তারা। ক্রেতা সেজে সঞ্জয় প্রথমে দোকানে ঢোকে। তারপর গয়না দেখার অছিলায় ভিনরাজ্যের দুষ্কৃতীদের সে 'মেসেজ' পাঠায়। এরপরই দু ঃসাহসিক ডাকাতির পর স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে।

হাওড়ার বাঙালবাবু ব্রিজে ফাটল ! ভারী যানবাহন চলাচল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া,৭ অক্টোবর ঃ হাওড়ার বাঙালবাবু ব্রিজে ফাটল ! ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন সুজয় চক্রবর্তী। মধ্য এবং দক্ষিণ হাওড়ার সঙ্গে উত্তর হাওড়ার সংযোগকারী বাঙালবাবু ব্রিজে ফাটল দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। জি টি রোডের সংযোগকারী ব্যস্ততম ১০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন এই রেল ব্রিজ মার্টিন ব্রিজ নামেও অনেকের কাছে পরিচিত। এই ব্রিজের রাস্তায় প্রায় বেশ কয়েক ফুট ফাটল দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ। সোমবার বিষয়টি নজরে এলে মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রেলের আধিকারিকরা। আসেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারম্যান সুজয় চক্রবর্তীও। ওই রাস্তায় যান চলাচল যাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেবিষয়ে পুলিশের সাথে কথা বলবেন বলে সুজয় বাবু জানান। এদিন বাঙালবাবু ব্রিজ পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তর হাওড়ার সঙ্গে মধ্য হাওড়া এবং দক্ষিণ হাওড়ার যোগাযোগের মূল সেতু এই বাঙালবাবু ব্রিজ। এটি দীর্ঘদিনের একটি পুরানো ব্রিজ যা রেল দেখভাল করে। এর পাশেই আরেকটি ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। যদি রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকভাবে হত তাহলে বাঙালবাবু ব্রিজের এই অবস্থা হতো না। ব্রিজে বড়সড় ফাটল দেখা দিয়েছে। পাঁচিলটিও হেলে গিয়েছে। নিচে রেল ট্র্যাক রয়েছে। তাছাড়া এই ব্রিজ দিয়ে ভারী যান চলাচল করে। যেকোনো মুহূর্তে বিপদ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। আমি নিজে হাওড়া সিটি পুলিশের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছি। যাতে এই ব্রিজে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হয়। রেলের তরফ থেকে ব্রিজের নিচে মেরামতির কাজ চলছে। যতক্ষণ না এই কাজ শেষ হয় ততক্ষণ যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ যাতে করা হয় তা নিয়ে কথা বলব। আমি আশা করব জনগণের স্বার্থে রেল আরও বেশি অ্যালার্ট হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্রিজটির সংস্কার করবে। তার আগে পর্যন্ত এই ব্রিজে যাতে ভারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা যায সে ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কথা বলব।' পথচলতি মানুষজন আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পথচারী গৌতম দাস বলেন, 'ব্রিজের যা অবস্থা যেকোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মানুষের খুব সমস্যা হবে। রেল এবং স্থানীয় .প্রশাসনকে এই বিষয়ে. এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে। অবিলম্বে এই বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং ব্রিজ বন্ধ রেখে যাতে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় তা দেখতে হবে। গাফিলতির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। এখন ব্রিজের যা অবস্থা এই মুহূর্তে সেখানে ভারী যানবাহন চলাচল করা উচিত নয়। কারণ যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায় তখন তার দায়িত্ব কে নেবে ?' উল্লেখ্য, পূর্ব রেলের তরফে ইতিমধ্যেই একটি বৈঠকও ডাকা হয়েছে। মেরামতির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। রেলের তরফে দাবি করা হয়েছে, যতটা সম্ভব ওই ব্রিজে ভারী যান চলাচল অনেক আগে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। পাশে নতুন ব্রিজও তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। বাঙালবাবু ব্রিজের রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে।

রেলওয়ে দুর্যোগ মোকাবিলা এবং গোল্ডেন আওয়ার প্রস্তুতি জোরদার করার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া বাহিনী এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, বেঙ্গালুরু-এর মধ্যে পঞ্চবটি সম্মেলন কক্ষ, রেলওয়ে বোর্ড, রেল ভবন, নয়াদিল্লিতে একটি ত্রি-পক্ষীয় .সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। শ্রী বি. ভি. রাও, আইজি (প্রশিক্ষণ), আরপিএফ শ্রী নরেন্দ্র সিং বুন্দেলা, আইজি, এনডিআরএফ এবং আইআরআইডিএম-এর পরিচালক শ্রী শ্রীনিবাস, রেলওয় বোর্ডের সদস্য (ট্র্যাকশন অ্যান্ড রোলিং স্টক) শ্রী আর. রাজগোপাল, সদস্য (ট্র্যাকশন অ্যান্ড রোলিং স্টক), শ্রীমতী অরুণা নায়ার, ডিজিএইচআর শ্রী পীযূষ আনন্দ, ডিজিএনডিআরএফ মিসেস সোনালি মিশ্র, ডিজিআরপিএফ এবং এনডিআরএফ এবং আরপিএফ-এর অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই অংশীদারিত্ব রেল দুর্ঘটনার পরিস্থিতি অনুসারে সমন্বিত ত্রাণ কার্যক্রম এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি স্পষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে, যার মধ্যে গোল্ডেন আওয়ারের সময় জীবন বাঁচানোর উপর জোর দেওয়া হবে।রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক, শ্রীমতী সোনালী মিশ্র বলেন যে, সকল অংশীদারদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা এবং সমন্বয় থাকা উচিত এবং এই বিষয়ে .SOP তৈরি করা উচিত।রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য (ট্র্যাকশন এবং রোলিং স্টক) শ্রী আর. রাজগোপাল তার ভাষণে জোর দিয়েছিলেন যে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ছাড়াও ঘূর্ণিঝড়, মুষলধারে বৃষ্টিপাত এবং তাপপ্রবাহের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপরও মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে JRRPF একাডেমি এবং IRIDM-এর উদ্যোগের প্রশংসা করেন, বিশেষ করে সোনালী সময়ের উপর।শ্রী পীযূষ আনন্দ, মহাপরিচালক NDRF

তার ভাষণে জোর দিয়েছিলেন যে দুর্যোগের প্রভাব প্রশমনে জড়িত সমস্ত সংস্থাকে একটি দল হিসেবে কাজ করতে হবে। রেলওয়ের অন্যান্য সংস্থাগুলিকেও ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় জড়িত থাকতে হবে।এই সহযোগিতা জাতীয় রেলওয়ের দুর্যোগ প্রস্তুতি বাড়ানোর জন্য একটি স্কেলযোগ্য, পুনরাবৃত্তিযোগ্য বাস্তুতন্ত্রকে কার্যকর করে - প্রতিটি মিনিট গুরুত্বপূর্ণ হলে যাত্রী এবং কর্মীদের দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও সমন্বিত ত্রাণ প্রদান করে।মূল হাইলাইটসগোল্ডেন-আওয়ার উদ্ধার ফলাফলের উপর প্রধান ফোকাসঃ প্রতিটি ড্রিল এবং প্রোটোকলের লক্ষ্য হল কোচ থেকে দ্রুত অ্যাক্সেস, ট্রাইএজ এবং সরিয়ে নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মিনিটগুলি কমানো।রেল-নির্দিষ্ট প্রথম প্রতিক্রিয়া RPF আরও তীক্ষ্ণ, কোচ-এবং-ট্র্যাক-ভিত্তিক ক্ষমতা তৈরি করবে - বিশেষ করে সীমিত-স্থান উদ্ধার - যাতে সাইটে প্রথম পদক্ষেপগুলি সঠিক হয়। মানক, ভাগ করা কোচ-উদ্ধার SOP: IRIDM প্রবেশ ক্রমবিন্যাস, স্থিতিশীলকরণ, কাটিয়া পরিকল্পনা, রোগীর প্যাকেজিং এবং হস্তান্তরকে সামঞ্জস্য করবেন কশা অনুসারে আন্ত ঃকার্যক্ষমতাঃ সাধারণ রেডিও শিষ্টাচার, ভাগ করা চেকলিস্ট এবং যৌথ দৃশ্য-সমন্বয় মহড়া নিশ্চিত করে যে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের সময় সংস্থাগুলি একটি সমন্বিত ইউনিট হিসাবে কাজ করেএকটি প্রগতিশীল, তিন-পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সময়সূচীঃ JR-RPFA (মডিউল ক) এ ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ, মনোনীত NDRF ব্যাটালিযনে (মডিউল B) ক্ষেত্র সংবেদনশীলতা, এবং IRIDM (মডিউল C) এ যৌথ উন্নত, সিমুলেশন-ভিত্তিক মডিউল-পুনরাবৃত্তিযোগ্য, পরিমাপযোগ্য দক্ষতা তৈরি করাসমঝোতা স্মারক স্পষ্ট ভূমিকাগুলি বর্ণনা করে - জগজীবন রাম RPF একাডেমি (JR RPFA) এর নোডাল হাব NDRF ব্যাটালিয়ন-স্তরের সংবেদনশীলতা এবং IRIDM এর যৌথ কোর্সে যোগদানের আয়োজন করে এবং আইআরআইডিএম উন্নত, দৃশ্যকল্প-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম ডিজাইন, আপডেট এবং নথিভুক্ত করছে। কাঠামোটি জোনাল রেলওয়ে জুড়ে বিস্তৃত এবং আগামী বছরগুলিতে পর্যালোচনা এবং ক্রমাগত উন্নতির জন্য কাঠামোগত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০৪ সংখ্যা, বুধবার, ২১ আশ্বিন, ১৪৩২

স্বার্থান্বেষী মানব সমাজ

শহরে থাকা গনাদারা প্রতিভার করুণ পরিসমাপ্তি। পার্থপ্রতীম চৌধুরীর 'যদুবংশ' ছবিতে উত্তমকুমার অভিনীত চরিত্র গনাদা এক বিশেষ শ্রেণির ভাগ্যহত পুরুষের প্রতীক, যিনি শহরের ভিড়েও একাকী, হতমান জীবন বহন করে চলেন। এঁরা উচ্চশিক্ষা, রুচি ও আভিজাত্যের পারিবারিক স্মৃতি নিয়ে শহরের কোনো এঁদো গলি বা বস্তির ভাঙা ঘরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। জীবনের এক চরম পরিহাসের শিকার এই মানুষগুলি; যাঁরা 'ছিল' থেকে 'নেই'-এর নির্মম বাস্তবতায় নিজেদের খুঁজে পান। গনাদারা হলেন শহরের বুকে লুকিয়ে থাকা এক নীরব আর্তনাদ। গনাদা-সুলভ মানুষজনের জীবনযাত্রা এক জটিল দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। একদিকে তাঁদের মজ্জাগত ভদ্রতা, রুচিশীলতা এবং প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ, অন্যদিকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কশাঘাত। এই বৈসাদৃশ্যই তাঁদের জীবনকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে। একসময়ের সচ্ছলতা বা পারিবারিক ঐতিহ্যের অহংকার আজ কেবলই টিটকিরি ও ব্যঙ্গের খোরাক। সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এই মানুষগুলির প্রতিভা প্রায়শই অপ্রকাশিত থেকে যায়; হয়তো কেউ ভালো ছবি আঁকেন, কেউবা লেখেন গভীর কবিতা, অথবা কেউ কোনো বিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু দারিদ্র্যের করাল গ্রাস তাঁদের সেই প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ দেয় না। তাঁরা যেন এক জলহীন নদীতে আটকে থাকা নৌকা। এই 'গনাদাদের' বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়ায় কিছু মানবিক বন্ধন। যেমন 'যদুবংশ' ছবিতে তৃপ্তা অপর্ণার মতো কোনো নারী তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ বা হৃদয়ের টানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই সাহায্য হয়তো তাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই দেয়, দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করে;কিন্তু এর জন্য বিনিময়ে তাঁদের সহ্য করতে হয় সমাজের তির্যক দৃষ্টি, অবিশ্বাস এবং অকারণে দোষারোপ। বস্তির জীবন, ছেঁড়া জামাকাপড় আর সামান্য ভিক্ষে বা সাহায্যের ওপর নির্ভরতা তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তাকেও সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। গনাদারা বিশ্বাসযোগ্যতা হারান, কারণ সমাজের চোখে দারিদ্র্য এক অপরাধের শামিল। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মূল কারণ হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের নিগড়। বস্তি বা দারিদ্র্যের জীবন এঁদের কাছে কেবল একটি বাসস্থান নয়, এটি একটি দুর্লঙ্ঘ্য অভিশাপ। সমাজের সুবিধাভোগী অংশ এঁদের দিকে কৃপার দৃষ্টিতে তাকায় বটে, কিন্তু তাঁদের মেধা বা যোগ্যতাকে ব্যবহার করার সুযোগ দেয় না। ফলস্বরূপ, এই মানুষগুলো ধীরে ধীরে নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারান এবং একসময় গনাদার মতোই করুণ পরিণতি বরণ করেন। হয়তো নেশা, হয়তো রোগ, অথবা সম্পূর্ণ হতাশা তাঁদের জীবনদীপ নিভিয়ে দেয়। তাঁদের প্রতিভা শহরের নোংরা নর্দমায় মিশে যায়, যেখানে কেউ আর তার খোঁজ রাখে না। শহরে থাকা গনাদারা তাই কেবল কিছু ব্যর্থ চরিত্রের সমাহার নন, তাঁরা সেই সমাজের এক প্রতিচ্ছবি যেখানে মেধা ও মূল্যবোধ থাকা সত্ত্বেও কেবল অর্থের অভাবে একজন মানুষ চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত হতে পারে। এঁদের করুণ পরিণতি আমাদের সমাজকে প্রশ্ন করে;আমরা কি সত্যিই প্রতিভাকে সম্মান করি, নাকি কেবল তার বাইরের মোড়ককে? এই গনাদারা প্রমাণ করেন যে, সুযোগের অভাব এবং সামাজিক বঞ্চনা কীভাবে একটি উজ্জ্বল জীবনকে ধূসর করে দিতে পারে। আসল মানুষ সমাজটা আকটি আশ্চর্য রকমের তৈরি। এদের চলার কোনও সঠিক নিয়ম নেই। স্বার্থকে সমানে রেখে চলতে ভালোবাসে সবাই। বিশেষ করে মানুষ সমাজ। অন্যের প্রাণকে হনন করতে দ্বিধাবোধ করে না মানুষজন।

কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আমাদের প্রিয় অলোকদা, এক শীত বিকেলে দক্ষিণ কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে অলোকদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। মুহূর্তেই আপন করে নিলেন পাঁচ দশকের ব্যবধান দূর করে। অলোকদা এমনই। সবাইকে বুকের মধ্যে করে রেখে দিতে পারেন। পৃথিবীজোড়া হৃদয় তাঁর। তার ঠিক দুদিন পর আমাকে দিলেন 'আলো, আরো আলো'। অভিযান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি। তারপর একে একে অভিযান থেকে বার হয়েছে কবির ১০টা কবিতার বই। প্রতি শীতে অলোকদা যখন জার্মানি থেকে কলকাতায় ফিরতেন, আমি অপেক্ষা করে থাকতাম উপহারের, অলীক উপহার। অলোকদার নতুন কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি। আলোকদা আমায় নিরাশ করতেন না। কলকাতায় পৌঁছানোর পরদিনই তাঁর কাছ থেকে এ উপহার একদশক ধরে আমি পেয়েছি... এমনকি একবছর শারীরিক কারণে কলকাতায় আসতে পারেননি কিন্তু আমার উপহার ঠিক এসে পৌঁছেছিল। সেই উপহারের সঙ্গে এসে পৌঁছত অলোকদার বিশ্ব পরিক্রমার ইতিবৃত্ত। ইউরোপ আমেরিকা আফ্রিকায় সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিবর্তনের কথা। অলোকদার সঙ্গে কথা বলা মানে ছিল পৃথিবীর নানা দেশের জ্ঞানভাণ্ডারের টুকরো টুকরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। এই উপহার আর বিশ্ব-সাহিত্য ও যাপনের ঝলকদর্শন আমার বন্ধ হয়ে গেছে গত পাঁচ বছর। অলোকদার সঙ্গে নিয়মিত ফোনে কথা হত। ফোনে তাঁর সঙ্গে এখন আর কথা হয় না। কথা হয় মনে মনে। অনন্ত সময় ধরে। অলোকদা সবসময় বলতেন, আমাদের অনেক কাজ বাকি, এখনও অনেক কাজ করতে হবে। আমি যখন হাঁপিয়ে উঠি, ক্লান্ত বোধ করি, হতাশ হয়ে পড়ি, তখন অলোকদা অজানা দূর দেশ থেকে অলীক ভ্রমণে আমার পাশে এসে দাঁড়ান, বলেন, এখনও অনেক কাজ করতে হবে আমাদের। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ছিলেন অভিযানের পরম শুভানুধ্যায়ী। মৃত্যু কখনোই এই সুচিন্তার অন্তরায় হতে পারবে না। অলোকদার আশীর্বাদ, ভালোবাসা অনন্ত সময় ধরে থাকবে আমাদের সঙ্গে। কবিতার সঙ্গে ভালোবাসা করেছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়াসে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে। জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ের শক্তি দেন। মা শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। মা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি দিয়েছিলেন। অর্থকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সততার বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। বিপদের কথা বলতেন মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

ধর্মের অবিজ্ঞান তত্ত্বের বিরুদ্ধে কলম ধরে ছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের সেই গ্রাম তখন সভ্যতার আলো থেকে বহু দূরে। সেখানেই ১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর জন্ম নেন ইনি। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে দশ কিলোমিটার দূরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। যাওয়া-আসার দুস্তর সমস্যা। তাই স্কুলের কাছা কাছি থাকা এক ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সেই কিশোর। বাড়ির গোয়ালঘর দেখাশোনা, বাসন মাজার মতো কাজ তাকে করতে হত। তবেই জুটত খাবার, মাথা গোঁজার ঠাঁই। যদিও কাজগুলো মনের আনন্দেই করতো, বদলে মিলত পড়াশোনার সুযোগ।

কৈশোরের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন, জাতিভেদ, অসাম্য আসলে সমাজের এক গভীর অসুখ। জাতিভেদ প্রথার কদর্য দিকটা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে। তিনি তখন শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সাইকেলে চড়ে গৃহ শিক্ষকতা করে বেড়ান। বাকি সময়টা ডুবে থাকেন গণিতে। মেধা বৃত্তি পাওয়ায় তখন কলেজ হোস্টেলে সহপাঠীদের সম্ভ্রমের পাত্র সেদিনের কিশোর।

কিন্তু এক বার সরস্বতী পুজোর দিন বদলে গেল সব কিছু। পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দিতে আসায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ব্রাহ্মণ ছাত্ররা। মুখের ওপর বলেছিল, তুমি যতই মেধাবৃত্তি পাও, আসলে তো ছোট জাত। তাই আমাদের সাথে এক আসনে বসার যোগ্যতা তোমার নেই। এই ঘটনাই জাতিভেদের বিরদ্ধে আজীবন লড়াই করার বারুদ ভরে দিয়েছিল সেদিনের কিশোরের বুকে, যার ছাপ পড়েছিল তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মতাদর্শে।

যে দিন তাঁর জন্ম হয়েছিল, সে দিন ছিল প্রচণ্ড ঝড়-জলের তাণ্ডব। আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। পুরাণ অনুযায়ী ঝড়-জলের দেবতা হল মেঘরাজ ইন্দ্র। তাই বাবা মা নবাগত শিশুর নাম রেখেছিলেন মেঘনাথ। কিন্তু হোস্টেলের ঐ ঘটনার পর উচ্চ বর্ণের মানুষদের গোঁড়ামি মেঘনাথকে এতটাই বিরক্ত করে তুলেছিল যে, তিনি নিজের নাম পাল্টে রেখেছিলেন মেঘনাদ অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ। দেবতা নন, রাক্ষসদের প্রতিনিধি। সেদিন থেকে গোটা বিশ্বের কাছে তিনি মেঘনাথ নন, মেঘনাদ সাহা নামে পরিচিত হন। তাঁর চোখে মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ সমাজের অপমানিত অংশের প্রতিনিধি, যাঁকে অন্যায় ভাবে বধ করেছিল ব্রাহ্মণ সমর্থিত এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। নিজের নাম বদলে মেঘনাদ প্রমাণ করেছিলেন তিনি আসলে ডেমোক্র্যাটিক ক্লাসের প্রতিনিধি, যাদের পিছিয়ে পড়া বলা হয়, জোর করে পিছিয়ে রাখা হয়। এত কিছুর পরেও কি প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হওয়াটা আটকাতে পেরেছিলেন? পদার্থ বিদ্যায় ১৯২৫ সালে নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রথম তাঁর নাম

সুপারিশ করেছিলেন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী আর্থার কম্পটন। তাঁর আবিষ্কারের বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের তাপীয় আয়নীকরণ তত্ব। যা এক কথায় আকাশের নক্ষত্রদের বর্ণালীর তাপীয় আয়নতত্বের মাধ্যমে গবেষণা। এককথায়, এর ফলে আকাশের নক্ষত্রদের অনেক অজানা খবর আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের বিরোধিতায় তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি। এরপরেও তাঁর নাম আরও চারবার প্রস্তাব হয়েছিল, যা নোবেল পদকের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। প্রতিবারই তাঁর নাম নানা অজুহাতে বাতিল করে দেওয়া হয়। দেশের লোক বলল নীচু জাত আর বিদেশিরা বলল কালা আদমী। জাতপাত আর বর্ণবিদ্বেষের শিকার হলেন পরাধীন দেশের এক কৃতি বিজ্ঞানী। আর শুধু বিজ্ঞানীই বা বলছি কেন, মেঘনাদ সাহার আরও একটি পরিচয় ছিল। সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে ছিল তাঁর গোপন ভূমিকা। ছিলেন নেতাজি অনুরাগী এবং বাঘা যতীনের সহযোগী। যোগাযোগ রেখে চলতেন অনু শীলন সমিতির সাথেও। জন্মের একশো বত্রিশ বছর পরেও ব্রাত্য রয়ে গেলেন এই বিজ্ঞানী!

তিনি কিশোরকালে প্রেরণা ও উৎসাহ পান অঙ্কের শিক্ষক প্রসন্নকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে। তিনি যে নাস্তিকতা ও যুক্তিবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠেন। তবে নাস্তিক হলেও সবরকম ধর্মগ্রন্থ তিনি খুঁটিয়ে পড়েন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি পূর্ববাংলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হন। আর্টসও পড়তে পারতেন কারন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রথম স্থান ছিল। কিন্তু তিনি বেছে নিলেন বিজ্ঞান। হয়ত তরুণ মেঘনাদের মনে হয়েছিল, একমাত্র বিজ্ঞানের চর্চাই তাঁকে চারপাশের ঐ মূঢ়, বুদ্ধিবিমুখ, অত্যাচারী, হীন সনাতনপন্থার নাগপাশ কেটে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। ১৯১১ সালে মেঘনাদ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন। বিএসসি এবং এমএসসি দুইক্ষেত্রেই ফার্স্টক্লাস সেকেন্ড হলেন মেঘনাদ সাহা। ফার্স্ট হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এমএসসি পাশ করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হল ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে- বিষয় 'অন ম্যাক্স ওয়েল স্ট্রেসেস'। ১৯১৯ সালে মেঘনাদ সতীর্থ সত্যেন্দ্রনাথের সাথে মিলে আইনস্টাইনের 'থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি' পৃথিবীতে প্রথমবার জার্মান থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন। এইসময় তাঁর একের পর এক গবেষণাপত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সায়েন্স ম্যাগাজিনগুলোয় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী। ১৯২০ সালে মেঘনাদের তাপ আয়োনন তত্ত্ব (আয়োনাইজেশন অফ দি সোলার ক্রোমস্ফিয়ার) তাঁকে বিজ্ঞান বিশ্বের স্বীকৃতি এনে দিল।

মেঘনাদ সাহার জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা করার খুবই প্রয়োজন। তিনি জীবনের প্রতিটি স্তরে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তিনি ভণ্ডামীকে প্রশ্রয় দেন নি। অপ্রাসঙ্গিক মনে করে পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি শ্রাদ্ধ করেন নি। চাইতেন সমাজের সব স্তরে যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার হোক। গান্ধীজীর খাদি ও চরকা নীতির বিরোধিতা করেন মেধনাদ। তাঁর মতে এগুলি অচল, গ্রামে ফিরে যাওয়ার ডাক ভাবালুতা ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কসের সাম্য চিন্তা মেঘনাদ সাহাকে আলোড়িত করেছিল। সাহা গান্ধীর পরিবর্তে রাজনৈতিক নেতা হিসাবে অনেক বেশি অনুরক্ত ছিলেন লেনিনের প্রতি। লেনিনের দর্শনকে তাঁর মনে হয়েছিল অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধ। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমার ব্যবহার সারা দুনিয়াকে চমকে দিল। দেখা গেল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও ব্রিটেন, জার্মানি প্রভৃতি দেশও পরমাণু গবেষণায় এগিয়ে গেছে। সাহা বিষয়টি নিয়ে উঠেপড়ে লাগলেন। তিনি পরমাণুর শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বোমা বানানোর পরিবর্তে জ্বালানি চাহিদা মেটানোর দিকে মনোযোগ দেন। অনেক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে তিনি একক প্রচেষ্টায় গড়ে তুললেন 'ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' যা বর্তমানে 'সাহা ইনস্টিটিউশন অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' নামে পরিচিত।

১৯৩৮ সালে মাসিক ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'একটি নুতন জীবনদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধে অন্ধ ও গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের ব্যাঙ্গবাণে জর্জরিত করে তিনি লিখলেন - 'সবই ব্যাদে আছে'। এ নিয়ে অনিলবরণ রায় নামে এক হিন্দুত্ববাদী নরক গুলজার শুরু করলে মেঘনাদ সাহা লিখলেন - বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তিনি নিউটনের সমতূল্য

সুচিত্রা সেনের গানের রেকর্ড শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দিল

দেবেন হালদার

গানে মোর ইন্দ্রধনু। গান ভাল না জানলে সুচিত্রা সেনের পক্ষে ওভাবে লিপ দেওয়া সম্ভব হত না, এই বিশ্বাস থেকেই মহানায়িকাকে দিয়ে গান রেকর্ড করিয়েছিলেন মেগাফোন কোম্পানির কর্ণধার কমল ঘোষ। কমলবাবুর জবানিতে রইল সেই গান তৈরির গল্প- 'বরাবরই আমি শ্রোতাদের নতুন কিছু উপহার দিতে চাই। না, কোনও চমক দিতে নয়, নিছকই নতুন কিছু দেওয়ার তাগিদে। এরকমভাবে আমি সংগীতজগতে একে একে এনে হাজির করেছি চলচ্চিত্র জগতের বেশ কিছু ব্যক্তিত্বকে। এভাবেই আমার মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তী, এমনকী কিশোর কুমারের মতো চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব। সুচিত্রা সেনের গানের রেকর্ডের ব্যাপারে নতুন কিছু করার তাগিদ যেমন ছিল, তেমনই ছিল অন্য একটি ব্যাপারও। আসলে সুচিত্রা সেনের গানের রেকর্ড করাটা ইতিহাসই বটে। এতদিন দেখতাম সুচিত্রা সেনের কণ্ঠে গান গাইছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। আর সুচিত্রা দেবী এমনভাবে লিপ দিচ্ছেন যে, তা দেখে কখনওই মনে হত না তিনি গানটি গাইছেন না, গাইছেন অন্য কেউ। গানের সঙ্গে তাঁর এই অসাধারণ লিপ দেওয়া দেখে আমার কেন যেন মনে হত, গান না জানলে কারও পক্ষে এরকম ভাবে লিপ দেওয়া সম্ভব নয়। আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, সুচিত্রা সেন নিশ্চয়ই গানটাও জানেন। সেই ভাবনা থেকেই বিষয়টা মাথায় খেলে যায়। সালটা ছিল ১৯৫৮। এর কয়েকবছর আগে আমার মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানি থেকে গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তী, এমনকী কিশোরকুমারের মতো চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের। সুচিত্রা সেনের গানের রেকর্ডের ব্যাপারে নতুন কিছু করার তাগিদ যেমন ছিল, তেমনই ছিল অন্য একটি ব্যাপারও। আমাদের কোম্পানি থেকে নতুন কোনও রেকর্ড আর বের হয়নি। এমন সময় আমি ঠিক করলাম, নতুন গানের রেকর্ড আবার করব। তবে একটা ব্যাপার কিন্তু আমার মাথায় কাজ করছিল। এমনকিছু আমার শ্রোতাদের উপহার দেব, যাতে আমার কোম্পানি সম্পর্কে তাদের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই আমার মাথায় আসে সুচিত্রা সেনের ব্যাপারটা। তখনই ঠিক করি, তাঁকে দিয়েই গানের রেকর্ড করাব। এতে যেমন শ্রোতাদের নতুন কিছু দেওয়া যাবে, তেমনই কোম্পানির গুরুত্বও বাড়বে। তখন সুচিত্রা কাজ করছিলেন 'দীপ জ্বেলে যাই' ছবিতে। একদিন গিয়ে আমি তাঁকে প্রস্তাবটা দিতেই তিনি রাজি হয়ে যান। সুচিত্রার গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পর আমি গৌরীদার (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার) সঙ্গে বসি। গৌরীদাও সঙ্গে সঙ্গে বসে যান সুচিত্রা সেনের জন্য গান লিখতে। একটা গান লেখেন সুচিত্রা সেনের সংগীতজগতে আত্মপ্রকাশ নিয়ে। গানটি হল-'আমার গানের আমন্ত্রণে আসবে কি? -আমায় তুমি আগের মতো তেমনি ভালবাসবে কি?' অন্য গানটি হল- 'বনে নয়, আজ মনে হয় যেন রঙের আগুন প্রাণে লেগেছে।' গানদু'টি নিয়ে এবার গেলাম সংগীত পরি চালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁকে সব ব্যাপার জানিয়ে বললাম, 'আপনাকে সুর করে দিতে হবে গানদু'টিতে।' তিনি রাজিও হয়ে গেলেন এককথায়। গানের সুরারোপ হওয়ার পর গেলাম সুচিত্রা সেনের কাছে। তিনি গান দু'টি শুনলেন মন দিয়ে। তারপর ব্যস্ত হয়ে গেলেন গান দু'টি শেখার ব্যাপারে! শুধু তাই নয়, অসম্ভব পরিশ্রমও করতে লাগলেন। গানদু'টি নিয়ে তিনি কী যে পরিশ্রম করেছেন, ভাবা যায় না! ১৯৫৮ সালে রেকর্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পর তা দারুণভাবে সাড়া ফেলে দেয় শ্রোতাদের মধ্যে। বলা বাহুল্য, রেকর্ডটি বেশ জনপ্রিয় হয়। সেই উপলক্ষে গ্র্যান্ড হোটেলে পার্টিও দিয়েছিলাম বেশ বড় করে। পরবর্তী কালে ক্যাসেটও (জে এল এক্স সি ১১৫) প্রকাশিত হয়েছে। ইচ্ছে আছে সেটি সিডি রূপে প্রকাশ করার। তবে গানটার ব্যাপারে আমার মনে হয় সুচিত্রার সঙ্গে অবিচারই করা হয়েছে। গান তিনি ভালই গেয়েছিলেন, তবে ঠুমরি আঙ্গিকের গান না হয়ে যদি সহজ সরল সুরের গান হত, তা হলে আরও ভালভাবে গাইতে পারতেন তিনি। এই রকম বহু গানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন সুচিত্রা সেন। সুচিত্রা সেনকে দিয়ে আরও গান করানোর ইচ্ছা ছিল বহু রেকর্ড কোম্পানির। কিন্তু তিনি তা করতে চাননি। তার একচি মাত্র কারণ হচ্ছে সেই সময়কার বহু গায়কদের রেকর্ড বিক্রি বন্ধ হয়ে যেত। তার ফলে গা.কেরা টাকা পেত না। অভিনয় করে সুচিতার সেন আয় করছেন তিনি আবার কেন গান গেয়ে পয়সার দিকে জোঁক দেবেন। সেই কারণে তিনি মাত্র কয়েকটি গান করেন।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল জানলেন কাদম্বিনীকে

বিকাশ মৈত্র

সাল ১৮৮৮। সুদূর বিলেতে বসে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল। 'দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'-এর নাম তখন কিংবদন্তি সম গোটা বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নিজের কাজের জায়গায় বসেই ফ্লোরেন্স শুনলেন এর ভারতীয় বাঙালি তরুণীর কাণ্ডকারখানার কথা; রীতিমতো তাজ্জব হয়ে গেলেন। ভারত সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নন তিনি; জানেন সেখানকার মেয়েদের কীভাবে জীবন কাটাতে হয়। তাই অবাক হয়ে গেলেন শুনে যে, এই মেয়ে বিয়ে করে, সন্তান ধারণ করেও ডাক্তারি পড়া চালিয়ে যাচ্ছে! শুধু তাই নয়, একটা লেকচারও মিস করেনি। আজ বাদে কাল এই মেয়েটি ডাক্তারি লাইসেন্সও পেয়ে যাবে! তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটিং গেল। এক ভারতীয় বন্ধুকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি পাঠিয়ে এর সম্পর্কে জানতে চান। ভারতের তো বটেই, বাংলার ইতিহাসেও এই চিঠিটি একটি দলিল হয়ে থাকবে চিরকাল। আর এর পেছনের মানুষটি ? তিনি আর কেউ নন, ডাঃ কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পরিচয় অনেকভাবে দেওয়া যায়। যে সালে জন্মেছিলেন, তখন আরও অনেক কৃতী মানুষ জন্মেছিলেন। ১৮৬১ সালকে মানুষ মনে রেখেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকারের জন্মসাল হিসেবে। সেই একই বছরেই জন্মেছিলেন কাদম্বিনী। ডাক্তার হিসেবে একের পর এক শিখর অতিক্রম তো করেন নারীশিক্ষা ও নারী অগ্রগতির অন্যতম পুরোধাও ছিলেন তিনি। বিপদ কি ছিল না তাঁর? কথায় আছে সমস্ত সফল পুরুষের পেছনে একজন নারী আছে। এখানে ব্যাপারটা একটু বিপরীত। কাদম্বিনীর এমন দুর্দম সাহসের পেছনে মেরুদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনজন পুরুষ। বাড়ি এবং সমাজে পরিস্থিতি যতই ঘোরালো থাক; পাশে থেকেছেন বাবা এবং পিসতুতো দাদা। আর পরবর্তীতে শিক্ষক তথা স্বামী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তো ছিলেন সহযোদ্ধা। সমাজের বহু তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার সহ্য করেছেন; কিন্তু দিনের শেষে জয়ী হয়েছেন তারাই। কলকাতা মেডিকেল কলেজের দরজাটা মেয়েদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন তিনি। শুধু মেডিকেল কলেজ কেন; দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেই এটা একটা

বড়ো পদক্ষেপ। ডাক্তারির আগেও একটা বড়ো মুহূর্ত ঘটে গিয়েছিল। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'-তে পড়াশোনা শুরু হয় কাদম্বিনীর। তিন বছর পর অবশ্য বিদ্যালয়ের নাম বদলে হয়ে যায় বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়'। তারও বছর দুয়েক পর বেথুন স্কুলের সঙ্গে এটি জুড়ে যায়। এই স্কুল থেকেই কাদম্বিনী এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন। তাঁর এমন কৃতিত্বের খবর পৌঁছে গিয়েছিল খোদ লর্ড লিটনের কাছে। লেডি লিটনের কাছ থেকে পুরস্কারও নেন তিনি। অন্যদিকে এন্ট্রান্সে সফল হয়ে বসেছিলেন চন্দ্রমুখী বসুও। মূলত এই দুজনের জন্যই বেথুন স্কুল পরিবর্তিত হল বেথুন কলেজে। এর আগে এমন ঘটনা বাংলায় ঘটেনি। সমাজে শোরগোল পড়ে যায়। ১৮৮৩ সালে যখন চন্দ্রমুখী পলিটিকাল ইকনোমিক আর কাদম্বিনী অঙ্কে স্নাতক পাস করলেন। বাংলা তো বটেই, গোটা দেশে আলোড়ন পড়ে গেল। ভারতের প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েট বলে কথা! কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাদম্বিনী-চন্দ্রমুখীকে নিয়ে লিখে ফেললেন আস্ত একটি কবিতাও।

সেদিন বেথুন কলেজের ক্যাম্পাস চত্বরে তাঁদের দেখতে এত ভিড় হয়েছিল যে, পুলিশকে লাঠিপেটা করতে হয়েছিল। যেমন মনোযোগী ছিলেন পড়াশোনায়, তেমনই নিষ্ঠা ছিল চিকিৎসায়। সেরকম ছিল পেশাদারিত্ব। বাড়িতে আট সন্তান, এখনও মা-কে চিনতেও শেখেনি ছোটোটি। তারই মধ্যে একা-একাই বিলেতে রওয়ানা হয়ে গেলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গী বলতে ছিলেন এক সাহেবান। মোট তিন মাসে তিনটে ডাক্তারি ডিপ্লোমা অর্জন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। তারপর ফিরে আসেন দেশে। অদ্ভুত ব্যাপার, ফেরার পর নিজের ছোটো ছেলে চিনতেই পারেনি তাকে। দুঃখ হয়েছিল কানম্বিনীর; কিন্তু পরক্ষণে সেই দুঃখ ভুলে কাজে নেমে পড়েছিলেন। জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা খুবই স্পষ্ট ছিল তাঁর।

কাদম্বিনী যে কী অসামান্য ও দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন, সেই সময়ের বেশ কিছু বর্ণনায় তাঁর প্রমাণ মেলে। যে হাতে তিনি নিখুঁত অপারেশন করছেন, সেই হাতেই একের পর এক লেস বুনে চলেছেন। হ্যাঁ, এটাও তাঁর অন্যতম একটা শখের জায়গা ছিল বটে। রোগীর বাড়ি যাওয়ার সময় ফাঁক পেলেই ডুবে যেতেন দুই কাঠি আর ভিলের মাঝখানে। তারপর কখন যে মনটা আবার চলে আসত ঠিক জায়গায়...! কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, শুধু চিকিৎসক নন, এক লড়াই, এক সংস্কারক, এক প্রেরণা। কিন্তু তিনি আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে। তাঁর নামে হয়নি মেডিকেল কলেজ, রাস্তা, মূর্তি কোনো কিছুই। তিনি তা চান ও নি। যা চেয়েছেন তা হয়েছে, হাজারে হাজারে মেয়ে নিচ্ছে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ।স্বপ্ন দেখছে চিকিৎসক হবার। সেই স্বপ্নই দেখিয়েছিলেন তিনি। এমনই ছিল পেশাদারিত্ব। কংগ্রেসের অধিবেশন হোক, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা হোক, রোগীর চিকিৎসা হোক বা সন্তানদের মানুষ করা হোক; সবকিছুতে নিয়ম আর স্নেহের বাঁধন আলগা হতে দেননি কখনও। এমনকি মৃত্যুর দিনও নিয়ম করে রোগী দেখে এসেছেন।

লজ্জা, সংস্কার, ঐতিহ্যের অহংকার চেপে রেখে রায়চৌধুরী বাড়ির গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল কাদম্বিনীর দ্বারে। কাদম্বিনী জানতেন এই রক্ষণশীল পরিবারটিকে। গাঙ্গুলিদের সমাজ চ্যুত করার জন্য তারা খুবই সচেষ্ট ছিলেন। সেই পরিবার আজ তার শরণাগত। মুহূর্তে তৈরি হলেন তিনি। গাড়িতেই শুনে নিলেন কেস হিস্ট্রি। তৈরি হলেন মনে মনে, আজ তার আসল পরীক্ষা। রায়চৌধুরী বাড়িতে সেদিন যমে মানুষে টানাটানি। খুব ক্রিটিকাল কন্ডিশন। পেশেন্ট খুব খারাপ অবস্থায়। তিনি বলেন আপনাদের গাফিলতিতে আজ এই পরিস্থিতি। পেশেন্টকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু বেবির কোনো গ্যারান্টি নেই। ঘরের ভেতরে কান্নার আওয়াজ। না সে আওয়াজ দুঃখের নয়, কচি গলার কান্না, স্বস্তির কান্না।

মহানায়ক উত্তমের বাড়ির লক্ষ্মীপুজো

শঙ্করলাল কর্মকার

মহানায়ক উত্তম কুমারের বাড়ির লক্ষ্মীপুজো। যদুভট্ট ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন মহানায়ক। সেটে প্রয়োজন একটি সরস্বতীর মূর্তি। কুমোরটুলি থেকে বায়না দিয়ে তা বানিয়ে আনা হল। দেখে এক কথায় মুগ্ধ উত্তর কুমার। স্থির করলেন, তাঁর বাড়ির লক্ষ্মী ঠাকুরও গড়বেন সেই শিল্পীই। নাম নিরঞ্জন পাল। তবে দিলেন একটি শর্ত। মায়ের মুখ হতে হবে তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবীর মুখের মত। সেই মতই গৌরী দেবীর মুখের আদলে প্রতিমা গড়ে ফেললেন শিল্পী নিরঞ্জন পাল ।সবাই দেখে অবাক। তবে থেকেই চলে আসছে এই প্রথা। আজও সেই একই ধাঁচের প্রতিমা গড়া হয়। আগে বেনারসী পরিয়ে মাকে নিয়ে আসা হত বাড়িতে। কিন্তু আজ সেই প্রথা আর নেই। তাঁতের শাড়ি পড়িয়ে বাড়িতে লক্ষ্মীর প্রবেশ। মহা নায়কের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো আজও প্রথা মেনেই হয়ে আসছে। উত্তম কুমারের মৃত্যুর পরও তা বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। একই ভাবে, একই সাজে ও একই রূপে আজও পূজিত হন মা লক্ষ্মী। এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তমকুমারের ভাইঝি) জানিয়েছিলেন, উত্তমকুমারের বাড়ির পুজো মানেই এই লক্ষ্মী পুজো। মহানায়ক ধুমধাম করে কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন বাড়িতে প্রতিমা এনে পুজো করতেন। কেন করতেন? তাঁর অনুরাগীরা জানেন না। মহা নায়কের ভাইঝি তাঁর মায়ের কাছে শুনেছিলেন, তাঁর কাকুর দেবীদর্শন হয়েছিল। পুজোর কিছু আগে ছাদে একটি ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে দেখে ছিলেন। বাড়িতে তখন মেয়ে বলতে একমাত্র রত্না (মাঈ) ।কাকু (উত্তমকুমার) তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, ''বৌদি মাঈ ছাদে পা ঝুলিয়ে বসে। পড়ে যাবে। ওকে দেখো।'' মা বলেছিলেন, মাঈ তো ঘুমোচ্ছে! শুনে কাকু অবাক।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দু'দিন আগে থেকে রোজ একটি লক্ষ্মী প্যাঁচা উত্তমকুমারের বাড়িতে আসতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে তাঁর নাম, যশ, অর্থ বেড়ে চার গুণ। সেই থেকে তাঁর বাড়িতে ঘটা করে লক্ষ্মীপুজো শুরু। বাড়িতে তৈরি মিষ্টি দিয়ে মায়ের পুজো হবে, এই ইচ্ছে থেকে উত্তমকুমার ভিয়েন বসাতেন। সেখানে গরম গরম পান্তুয়া তৈরি হত। তিনি ডেকে ডেকে সেই পান্তুয়া সবাইকে খাওয়াতেন।

লক্ষ্মীপুজোর রাতে ছোটদের বড় প্রাপ্তি উত্তমকুমারের ছবি দেখতে পাওয়া। বড় স্ক্রিন টানিয়ে মহানায়ক সবাইকে তাঁর অভিনীত দু'টি ছবি দেখাতেন। সব থেকে মজার কথা, ছবি দেখতে দেখতে বাড়ির বড়রাই ভুলে যেতেন, উত্তমকুমার তাঁদের পরিজন। জনপ্রিয় দৃশ্য বা গান শুরু হলে তাঁরাই 'গুরু গুরু' বলে চেঁচিয়ে উঠতেন। বিষয়টি কিন্তু দারুণ উপভোগ করতেন মহানায়ক। হেসে ফেলতেন পরিবারে লোক জনদের অবস্থা দেখে।পুজোর পরের দিন উত্তমকুমার সবাইকে মাছ খাওয়াতেন। ওই দিন রুপোলি পর্দার সব তারকা জড়ো হতেন মহানায়কের বাড়িতে। লুচি, পাঁচ রকম ভাজা, বাঁধাকপির তরকারি, ফুলকপির ডালনা, পোলাও, চাটনি ও মিষ্টি দেওয়া হয় মা লক্ষ্মীর ভোগে। আগে বাড়িতে ভিয়েন বসিয়ে তৈরি হতো পান্তুয়া, দরবেশ ও গজা। এখন সে সব পাট চুকে গিয়েছে। কিন্তু আজও পাত পেড়ে খান প্রায় চারশো-পাঁচশো জন অতিথি। ভোজনরসিক মহা নায়কের কাছে পুজো বাড়িতে পেট পুরে না খেয়ে যাওয়াটা ছিল একেবারেই অনভিপ্রেত।

মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা দান, সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল গরিবের বন্ধু তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মতিউর রহমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৭ অক্টোবর ঃ এবার মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের গন্ডী ছাড়িয়ে জেলা-

জুড়ে নিজের সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন সামাজিক মাধ্যমে গরিবের বন্ধু হিসেবে পরিচিত বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মতিউর রহমান। মালদার ভাঙন কবলিত এলাকায় ত্রাণ দিতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের বন্যা বিধ্বস্তদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা। মতিউরের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা। ক্রমশ তার সক্রিয়ভাবে তৃণমূলে আসার সম্ভাবনা জোরালো। তবে কি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত মন্ত্রীর গড় হরিশ্চন্দ্রপুরে বিধানসভার টিকিটের দৌড়ে মতিউর? প্রশ্ন চলছে তৃণমূলের অন্দরে। যদিও কোন পক্ষ এই নিয়ে মুখ খুলতে চাইনি। প্রসঙ্গত রাজনীতির আঙিনায় ২০২১ সালে পরিচয় হয় মতিউরের। গত বিধানসভায় বিজেপির টিকিটে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর থেকে তাকে আর সক্রিয় রাজনীতিতে দেখা যায়নি। যোগ নেই বিজেপির সঙ্গেও। বিগত দিনে ব্যস্ত ছিলেন নিজের ব্যবসা নিয়ে। কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস এলাকায় সক্রিয়তা বেড়েছে তার। গরিব দুঃস্থ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির করছেন। হরিশ্চন্দ্রপুরের বাইরেও জেলায় বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন। গুঞ্জন চলছিল তার তৃণমূলে আসা নিয়ে। এর মাঝেই মঙ্গলবার মালদার মোথাবাড়ি তে পঞ্চানন্দপুর এলাকায় ভাঙন দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গেছিলেন তিনি। সেখান থেকেই জানান উত্তরবঙ্গের বন্যা বিধ্বস্তদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা দান করবেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে বলেন, 'তিনি সকলের দিদি সকলের অভিভাবক'। তার এই মন্তব্যের পরেই জেলা রাজনীতিতে গুঞ্জন মতিউর কে নিয়ে। এমনিতে হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের সঙ্গে জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খানের দ্বন্দ্ব নিয়ে অস্বস্তিতে শাসক দল। পঞ্চায়েত এবং লোকসভায় খারাপ ফল হয়েছে তৃণমূলের। তবে কি এবার সমাজসেবী তথা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মতিউর রহমানকেই মুখ করতে চলেছে তৃণমূল। উত্তর দেবে সময়। তবে এই নিয়ে চড়ছে রাজনীতির পারদ।

তনধারিয়া থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত একাধিক স্থানে ধস নামায় টয়ট্রেন চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৭ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। পাহাড়ি অঞ্চলে অব্যাহত ভারী বর্ষণ ও ধসের কারণে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (টয়ট্রেন) পরিষেবাও ভোগান্তির মুখে পড়েছে। রেলওয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনধারিয়া থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত একাধিক স্থানে লাইনের নিচে মাটি সরে যাওয়ায় এবং ধস নামায় টয়ট্রেন চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। রবিবার ও সোমবার সকাল থেকে এনজেপি থেকে দার্জিলিং এবং দার্জিলিং থেকে এনজেপি পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা

বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে আপাতত দার্জিলিং থেকে ঘুম এবং এনজেপি থেকে রংটং পর্যন্ত যাত্রা চালু রয়েছে। কার্শিয়াংয়ের চার থেকে পাঁচটি স্থানে লাইনের উপর ধস নেমেছে, কোথাও আবার মাটি সরে যাওয়ায় লাইন ঝুলছে। স্থানীয় আধিকারিকরা অবিলম্বে ধসপ্রবণ এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন এবং নিরাপত্তার কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মেরামতের কাজ শুরু হলেও, কতদিন সময় লাগবে তা এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। উল্লেখযোগ্য, ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধীর টয়ট্রেনে দার্জিলিং সফরের শতবর্ষ উদযাপন পদযাত্রাও দুর্যোগের কারণে পরবর্তী সপ্তাহ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। পর্যটন মরশুমে এই পরিস্থিতি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের জন্য বড় ধাক্কা। ব্যবসায়ীরা প্রায় ৪০ কোটি টাকা ক্ষতির আশঙ্কা করছেন। উত্তরবঙ্গের এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুধু মানুষের জীবন ও জীবিকাকেই নয়, প্রভাব ফেলেছে অঞ্চলের ঐতিহ্য ও পর্যটন ব্যবস্থার উপরও। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে- যা ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য-সেই পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হওয়ায় পর্যটন শিল্পে বড় ধাক্কা লেগেছে। শতবর্ষের ঐতিহাসিক পদযাত্রা স্থগিত হওয়ায় মনোবল ভেঙেছে বহু মানুষের। তবে প্রশাসন ও রেল কর্তৃপক্ষ দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করেছে। আবহাওয়া অনুকূলে এলে আবারও শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে বাষ্প ইঞ্জিনের হুইসেল বেজে উঠবে-এই আশাতেই আপাতত অপেক্ষায় পাহাড়বাসী ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

আবারও গণধর্ষণের শিকার নাবালিকা, গ্রেপ্তার ২ অভিযুক্ত! তদন্তে নেমেছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭ অক্টোবর ঃ প্রেমিকের সঙ্গে লক্ষ্মী ঠাকুর দেখার পর রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় গণধর্ষণের শিকার হলেন অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে মুর্শিদাবাদের সালার থানা এলাকায়। গণধর্ষণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যেই সালার থানার পুলিশ হুমায়ূন শেখ এবং আসলাম শেখ নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকি অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকালে নির্যাতনের শিকার বছর পনেরোর নাবালিকা নিজের এক বিশেষ পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে এলাকার কয়েকটি লক্ষ্মী ঠাকুর দেখার পর দক্ষিণখন্ড এলাকায় একটি রেস্তোরাঁয় খাবার খেতে গিয়েছিল। সূত্রের খবর, রাত আটটা নাগাদ নির্যাতিতা ওই নাবালিকা নিজের বিশেষ পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে একটি স্কুটি করে বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল। দু'জনে যখন কুলরি এলাকায় একটি কালভার্টের কাছে ছিল তখন রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ যুবক হঠাৎ করে দু'জনকে স্কুটিটি দাঁড় করাতে বলে। সূত্রের খবর, এরপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই ৫ যুবক স্কুটির চালক, ওই নাবালিকার পুরুষ বন্ধুকে কেন তারা রাতের বেলায় বেরিয়েছে, কোথায় গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল সহ নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। এরপর হঠাৎই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচ যুবক নাবালিকার বছর সতেরোর পুরুষ বন্ধুকে ব্যাপক মারধর করা শুরু করে। আহত অবস্থায় নির্যাতিতা ওই নাবালিকার পুরুষ বন্ধু সেই সময় এলাকা থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, সেই সুযোগে ওই নাবালিকাকে কালভার্টের পাশে একটি নির্জন স্থানে জোর করে টেনে নিয়ে যায় পাঁচ যুবক। এরপর তারা একে একে তাকে ধর্ষণ করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধর্ষণের পর ওই নাবালিকাকে মাঠের মধ্যেই ফেলে রেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পরে কোনওক্রমে বাড়ি ফিরে গোটা ঘটনাটি সে তার পরিবারকে জানায়। এরপর রাতেই সালার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই কুলুরি গ্রামের বাসিন্দা হুমায়ুন শেখ এবং আসলাম শেখ নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি আরও তিন অভিযুক্তের সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বিজেপির কঠোর সমালোচনার মধ্যে দিয়ে জয়নগরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলন হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ অক্টোবর ঃ বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো হয়ে গেল। আর তার পরেই মঙ্গলবার জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে বিজয়া সম্মীলনীর

অনুষ্ঠান হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার অরুপ চক্রবর্তী, সুন্দরবন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা তৃণমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর, তপন কুমার মন্ডল, বনানী গায়েন, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, জয়নগর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি সাহাবুদ্দিন শেখ, জয়নগর এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জয়নগর এক নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শামিম আহমেদ ঢালী সহ আরো অনেকে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে জয়নগর বিধানসভা এলাকার পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীরা সহ বহু তৃণমূল কর্মী সমর্থক অংশ নেন। এদিন তৃনমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরুপ চক্রবর্তী কর্মীদের সজাগ থাকতে বলেন। তিনি বলেন, এস আই আরের নামে যাতে প্রকৃত ভোটার বাদ না পড়ে সে দিকে নজর রাখতে হবে। বিজেপি চায় এর নামে সংখ্যা লঘু ভোটারদের নাম বাদ দিতে।কারন ওরা ভালভাবে জানে এই রাজ্যের মানুষ ওদের চায় না, দিদিকে চায়। আর এদিন তিনি বিজেপির পাশাপাশি সিপিএম ও এস ইউ সির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সোমবার উওরবঙ্গে বিজেপি সাংসদের ওপর হামলার প্রতিবাদ করে বলেন এটা কখনোই কাম্য নয়। তবে তাকে দেখতে বিজেপির শুভেন্দু, শমীক না গেলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় গিয়ে দেখা করে এসে তার সুস্থতা কামনা করেছে। আর এটাই হলো বিজেপির সাথে তৃণমূলের তফাত। তিনি ২০২৬ সালে দক্ষিন ২৪ পরগনার ৩১ টি আসনেই তৃণমূল জিতবে বলে এদিন দাবী করে। এদিন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এই অনুষ্ঠানে আগত কর্মী সমর্থকদের অভিনন্দন জানালেন।

গৃহবধূর পরকীয়া প্রেম, শান্তিনিকেতন থেকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৭ অক্টোবর ঃ মেমারি শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এক বিবাহিতা গৃহবধূর নিখোঁজ ঘটনায়। জানা গেছে, দুই কন্যা সন্তানের জননী ওই মহিলা মুর্শিদাবাদের এক বিবাহিত যুবকের সঙ্গে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এরপর উভয়ে গোপনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মেমারি থানায় নিখোঁজ ডায়েরি হয়। সূত্র ধরে অবশেষে শান্তিনিকেতনের শ্যামবাটি এলাকা থেকে ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করেন তাঁর মা-বাবা। ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল যুবকটিও। পুলিশ দু'জনকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি ব্যক্তিগত সম্পর্কজনিত, উভয় পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ফুলচাষে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ ফুলচাষে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছে রাজ্য সরকার। উদ্যানপালন দফতর নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দার্জিলিং ও নদীয়ায় ফুল চাষের দুটি উৎকর্ষ কেন্দ্র বা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স স্থাপন করতে চলেছে। উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ার জন্য দার্জিলিং জেলার মংপু এবং নদীয়ার আসেশপুরে প্রায় ২০ একর করে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যেই নেদারল্যান্ডস সরকারের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্ত হলে রাজ্যের ফুলচাষিদের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চাষপদ্ধতি, ফুল প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ফুল উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে এই দুই কেন্দ্র ভবিষ্যতে রাজ্যের ফুলচাষকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গলসিতে দুর্ঘটনার কবলে ডাক বিভাগের গাড়ি, মৃত্যু দু'জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ৭ অক্টোবর ঃ জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে ভারতীয় ডাক বিভাগের গাড়ি। মৃত্যু হল গাড়ি চালক-সহ এক ডাক কর্মীর। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ যাওয়ার পথে পূর্ব বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের গলসির গলিগ্রামে ডাক বিভাগের রুট ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্ক গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা একটি গ্যাসের সিলিন্ডার বোঝাই ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে। চালক দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যান। একজন কর্মীকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাকেও মৃত ঘোষণা করা হয়। ডাক বিভাগের গাড়ি চালকের নাম সঞ্জয় বিশ্বাস (৫০)। তার বাড়ি নদীয়ার তেহট্ট থানার নাটিপোতাতে। দুর্ঘটনায় মৃত ডাক কর্মী গৌতম পালের (৫৩) বাড়ি হুগলির রিষড়ার নতুনপল্লীতে।

সল্টলেক সেক্টর ভি স্টেশনে গ্রিন লাইনের যাত্রীদের সুবিধার্থে নতুন ফুট ওভার ব্রিজ

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! সল্টলেক সেক্টর ভি মেট্রো স্টেশন ব্যবহারকারী যাত্রীদের জন্য মেট্রো যাতায়াত আরও সুবিধাজনক করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে একটি নতুন উদ্যোগ নিয়েছে।

০৬.১০.২০২৫ তারিখে এই স্টেশনে একটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজ (FOB) খোলা হয়েছে যা যাত্রীদের ০৪ নম্বর গেট দিয়ে রাস্তা পার না হয়ে সরাসরি সেক্টর ভি-এর আইটি হাবে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেয়, যার ফলে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত হয়। এই সুবিধাটি পরীক্ষার্থীদের এবং অফিসে যাতায়াতকারী পেশাদারদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। এটি যাত্রীদের সংযোগ এবং সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে, বিশেষ করে ব্যস্ত সময়ে, যানজট কমিয়ে, ভ্রমণের সময় সাশ্রয় করে এবং একটি মসৃণ, আরও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন অভিজ্ঞতা প্রদান করে। অরেঞ্জ লাইনের আইটি সেন্টার মেট্রো স্টেশনটি চালু হয়ে গেলে, এই এফওবি যাত্রীদের দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করে গ্রিন লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের মধ্যে আদান-প্রদান করতে সক্ষম করবে। এই নতুন ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি), যা গ্রিন লাইনের সল্টলেক সেক্টর ভি স্টেশন এবং অরেঞ্জ লাইনের আইটি সেন্টার স্টেশনকে সংযুক্ত করবে, এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৫ মিটার এবং প্রস্থ ৪ মিটার।

পুজো আর পর্যটনের মেলবন্ধনঃ দীঘায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দীঘা, ৭ অক্টোবর ঃ ৭৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল দীঘা সার্বজনীন দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা কমিটি। দীঘা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, সমগ্র ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্রতট হিসেবেই পরিচিত। এই পর্যটননগরী শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেই সমৃদ্ধ নয়, বরং এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও সমানভাবে গুরুত্ব রাখে। প্রতি বছর দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজার সময় দীঘা রূপ নেয় এক অপূর্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবের কেন্দ্রে। এবার দীঘার সর্বজনীন দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা কমিটি গর্বের সঙ্গে পা রাখল তাদের ৭৯তম বর্ষে। এই দীর্ঘ পথচলা শুধুমাত্র পূজার আয়োজন নয়, বরং একটি সমাজকে একত্রিত করার এক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন। লক্ষ্মীপূজার দিন দীঘার ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, এমনকি সমুদ্রতট সংলগ্ন এলাকাতেও মা লক্ষ্মীর আরাধনায় মেতে ওঠেন সকলেই। দীপের আলোয় আলোকিত হয় প্রতিটি প্রান্ত, আর ধূপের গন্ধে ভরে ওঠে পরিবেশ। পূজা কমিটির সম্পাদক সুশান্ত পাত্র ও সভাপতি শীর্ষেন্দু বিকাশ কুন্ডু'রা জানিয়েছেন, স্থানীয় বাসিন্দা ও ভ্রমণার্থীদের জন্য থাকে বিশেষ আয়োজন - সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদীপ প্রজ্বালন, আলোকসজ্জা, ও প্রসাদের ব্যবস্থা। ৭৯ বছরের এই যাত্রা কেবল পূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি দীঘার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনার ধারক ও বাহক। পর্যটকেরাও এই সময় দীঘায় এসে শুধুমাত্র সমুদ্রস্নানেই নয়, এই পবিত্র ও বর্ণময় পূজার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হন। এইভাবে দীঘার পূজা কমিটি বছরের পর বছর ধরে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনের বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

প্রায় ৫ মাস ধরে বৃষ্টি, শীতকালীন সবজি বাজার এবার আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৭ অক্টোবর ঃ নবমী থেকেই গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে লাগাতার বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। কোথাও হালকা, কোথাও মাঝারি, আবার কোথাও একনাগাড়ে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ এই জেলাগুলির বিভিন্ন প্রান্তে টানা বৃষ্টির জেরে জল জমেছে চাষের জমিতে। বিশেষত সবজি চাষের ক্ষেতগুলিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ফসলের। কৃষকরা জানিয়েছেন, এমন অবস্থায় অনেক ক্ষেতেই পচে গেছে কচি গাছ, নষ্ট হয়েছে ফুলকপি, বাঁধাকপি, পটল ও বেগুনের চারা। ফলে উৎসবের পর থেকেই সবজিবাজারে দেখা দিয়েছে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। ইতিমধ্যেই কার্তিক মাস পড়ে গেছে। সাধারণত এই সময়ে গ্রামেগঞ্জে শীতকালীন শাকসবজি যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলো, পালং শাক ইত্যাদি সহজলভ্য হয়ে পড়ে। দামও থাকে মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। কিন্তু এ বছর চিত্রটা একেবারে উল্টো। লাগাতার বৃষ্টির জেরে কৃষকরা ঠিকমতো ফসল তুলতে পারেননি। পুজোর সময়ে আরতগুলিতে সবজির জোগান কমে যাওয়ায় এখনও পর্যন্ত সেভাবে বাজারে নতুন ফসল আসেনি। খুচরো বাজারে হু হু করে বেড়ে চলেছে সবজির দাম।

বোলপুর শহরে নজরদারিতে সিসিটিভি ঃ ৯৫ টি সিসি টিভি ক্যামেরা

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ৭ অক্টোবর ঃ বোলপুর আন্তর্জাতিক শহর। এই শহরের গুরুত্ব বিবেচনা করে সি সি ক্যামেরাতে মুড়ে ফেলা হলো গোটা শহর। প্রায় ৯৫ টি সিসি টিভি ক্যামেরা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রশাসনের তরফ থেকে লাগানো হয়। যাতে অতি সহজে দ্রুততার সঙ্গে যে কোনো সমস্যার সমাধান সূত্রে পৌঁছাতে পারে প্রশাসন। বোলপুরে বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আর জোরদার করা হলো করা হলো। এদিন একটি ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সিসি ক্যামেরা শুভ উদ্বোধন হয়। এছাড়াও অপারেশন প্রাপ্তির মাধ্যমে বোলপুরে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ১৮ জনকে ফেরত দেওয়া হয়। বিভিন্ন কারণবশত ওই মোবাইল গুলি হারিয়ে গিয়েছিল আজ অনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে সেই মোবাইলগুলি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম পুলিশ সুপার অমনদ্বীপ, বীরভূমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায়, বোলপুর এস ডিপিও রিকি আগরওয়াল, বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদার, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বোলপুরে সাংসদ অসিত মাল সহ অন্যান্যরা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোন জুড়ে বেশ কয়েকটি পরিবেশ অনুকূল পদক্ষেপ গ্রহণ

মালিগাঁও, ৭ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিবেশগত স্থায়িত্ব বৃদ্ধি এবং ভারতীয় রেলওয়ের গ্রীন মিশন ২০৩০- এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার নেটওয়ার্কে একাধিক অগ্রণী পদক্ষেপ শুরু করেছে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে, ভারতের প্রথম ১০০ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্টেশন হওয়ার পথে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনের রূপান্তর রেলওয়ের পরিচালনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের পরিকল্পনা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, অসম (পিসিবিএ) এবং আইআইটি গুয়াহাটির কারিগরি সহায়তায় স্থানীয় অনুমোদিত পুনর্ব্যবহারকারীর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় মউ স্বাক্ষরের মাধ্যমে করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপটি সমগ্র অঞ্চলে কার্যকর প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অনুকরণীয় মডেল তৈরি করা জন্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, নিয়ন্ত্রক সম্মতি এবং ব্যবহারিক বাস্তবায়নের সমন্বয়কে একত্রিত করে। এই কার্যসূচির অধীনে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি ব্যাপক প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে, যার মধ্যে পৃথকীকরণের জন্য রঙিন কোডেড ডাস্টবিন, বোতল ক্রাশিং মেশিন, কম্পোস্টিং ইউনিট এবং রিয়েল টাইম এফিসিয়েন্সি ট্র্যাকিংয়ের জন্য কিউআর কোড-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ রয়েছে। আইআইটি গুয়াহাটি দ্বারা তৈরি করা পরিবেশ বান্ধব কম্পোস্টেবল ব্যাগ ট্রেনে একবার

ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সচেতনতা আরও বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন স্টেশনে অসংখ্য 'বর্জ্য থেকে শিল্প' প্রদর্শনী, নুক্কড় নাটক, স্কাউটস এবং গাইডস সচেতনতা অভিযান এবং ডিজিটাল অভিযান আয়োজন করেছে। এই প্রচেষ্টা থেকে যাত্রী, বিক্রেতা এবং রেল কর্মচারীদের মধ্যে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে। ফলস্বরূপ, বিক্রেতাদের সম্মতি ১০০-এ পৌঁছেছে, যাত্রীদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধীয় অভিযোগ ৬০ শতাংশ কমেছে এবং স্টেশনের সামগ্রিক পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। তদুপরি, এই সাফল্যের উপর ভিত্তি করে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার নেটওয়ার্কে আরও নয়টি স্টেশনে ১০০ শতাংশ প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারযোগ্য স্টেশন মডেলটি সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো সমগ্র অঞ্চলকে আরও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং পরিবেশগতভাবে আরও দায়িত্বশীল করে তোলা।

চোর সন্দেহে প্রতিবেশী মহিলাকে কুড়ুলের কোপে খুন! চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৭ অক্টোবর ঃ চোর ভেবে প্রতিবেশীর মাথায় কুড়লের আঘাত! তার জেরে ওই প্রতিবেশীর মৃত্যু! চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মহম্মদবাজারে। পরে ওই ব্যক্তি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত ওই মহিলার নাম জাসমিন বেগম। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহম্মদবাজার থানার শালডাঙা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন জাসমিন বেশরা নামে এক আদিবাসী মহিলা। গতকাল, সোমবার রাতের অন্ধকারে কোনও কারণে প্রতিবেশী সীতারাম হেমব্রমের বাড়ির উঠোনে গিয়েছিলেন তিনি। এদিকে রাতের অন্ধকারে বাড়িতে চোর এসেছে সন্দেহ করে কুড়ুল নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন সীতারাম। কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই কুড়ুল দিয়ে ওই মহিলার মাথায় সজোরে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার! পরে দেখা যায়, প্রতিবেশী জাসমিন বেগমই খুন হয়েছেন। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে স্থানীয়রাও ঘটনাস্থলে গিয়ে আঁতকে ওঠেন। পুলিশ সুপার আমনদীপ বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বারুইপুরে গ্রেপ্তার বাংলাদেশী যুবক, উদ্ধার ভুয়ো নথি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ৭ অক্টোবর ঃ বারুইপুরের চম্পাহাটি এলাকা থেকে আবারও গ্রেফতার এক বাংলাদেশি নাগরিক । সঞ্জয় মন্ডল অরফে আমির হামজা। বাংলাদেশের নাম বদলে সঞ্জয় রাখেন, যাতে ভারতে থাকতে সমস্যা না হয়। ভারতীয় নথি করতে সাহায্য করেন রামগোপালপুরের গোস্ট মন্ডল। ১২ হাজার টাকার বিনিময়ে ভারতীয় গোস্ট মন্ডল ভোটার কার্ড তৈরি করেন। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশের ভোটার কার্ড। ২০১৪ সালে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট সীমান্ত থেকে ২২০০ টাকার বিনিময়ে নদী পেরিয়ে আসেন ভারতে, ওই নৌকার ২২০০ থেকে ২৫০০ টাকার বিনিময়ে প্রায় ২৫ জন প্রবেশ করেন ভারতে , তার পর থেকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় থাকতে শুরু করেন বিভিন্ন নামে । বিল্ডার্স দোকানে কাজ করতেন। ওই উপার্জনের টাকা বাংলাদেশিদের মারফত পাঠাতেন বাংলাদেশের থাকা মায়ের কাছে । ধৃতকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

বিক্ষোভ প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৭ অক্টোবর ঃ নাগরাকাটাতে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর তৃণমূলী সন্ত্রাসীদের দ্বারা প্রাণে মারার চেষ্টার প্রতিবাদে মঙ্গলবার জয়নগর বিধানসভার মায়াহাউড়ি ও জয়নগর থানার মোড়ে পথ অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হলো বিজেপির সাংগঠনিক জেলার একাধিক মন্ডলের উদ্যোগে।এদিন মায়াহাউড়িতে এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অলোক হালদার।

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under

E-NIT no-29 Dm/Engg/(APAS)/2025-2026
Date: 07/10/2025

E-NIT no-30 Dm/Engg/(APAS)/2025-2026
Date: 07/10/2025

For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোনা পঞ্চানন্দলেন হাওড়া-৭১১১১৪, থানা- লিলুয়ার নিবাসী, কালীচরণ দে ও কালীচরণ মিদ্দে একই ব্যক্তি। কালীচরণ মিদ্দের পুত্র-দেবেন মিদ্দে এবং দেবেন মিদ্দের পুত্র সুভাষ মিদ্দে যিনি বালি BLRO অফিসে নিজ নামে মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন কেস নং-MN/2025/0503/9885, মৌজা-কোনা, জে.এল নং-107 LR Dag-956 ও 957। উক্ত ব্যক্তির নাম এবং এই মিউটেশনের ব্যাপারে কারও কোনো রকম যদি অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ-জামাতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সঙ্গে এও জানানো হচ্ছে, কোনো অভিযোগ থাকলে 9330977118 ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৫৯, তারিখ ০৬.১০.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ যথাক্রমে **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট।** **(১) ২০২৫১৩৬৬;** ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ কোচগুলির ব্রেক সিস্টেমে অ্যাডিশনাল লিমিটিং ভালভের জন্য পাইপ ব্র্যাকেট সহ প্রেশার রিডিউসিং ভালভ; ২,৪৯,০২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৪.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ১১২৫১৭৭৬;** প্যানেল বটম; ২,১১,৩৫০ টাকা। **(৩) ১১২৫১৮২০;** ইউআইসি ভেস্টিবিউল বেলোর ল্যাটেরাল সাইড ফ্ল্যাঞ্জের (এল.এইচ. এবং আর.এইচ.) প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৮,১৭,৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪) ১০২৪২৫১৫;** ই-৭০ ব্রেক সিস্টেমের আইওএইচ শিডিউলের জন্য কিট; ৬,০২,০৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৫) ২০২৫১৮২৭;** ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিএক্স/বিডব্লু এবং ৪৬০১ এজেড-এর জন্য মাল্টিপল বন্ডেড স্যান্ডউইচ মাউন্টিং; ১,০৯,৪৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৬) ১২২৫৫৭৮৫;** সিএসএম-এর জন্য অ্যাক্সল গিয়ারবক্স এবং হুইল সহ সম্পূর্ণ ড্রাইভ অ্যাক্সল; ২,৩৮,৯৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৭) ১১২৫১৮১৭;** সিঙ্গল পিস এফআরপি ল্যুভার শাটারের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১,৫৯,০৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৮) ০৫২৫১০৪৪;** অয়েল মেশিনারী জেনারেল পার্পাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৪,১৩,৫৭০ টাকা। **(৯) ১২২৫৫৭৯৪;** পাওয়ার্ড হুইল সেট; ১,৫১,৪৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১০) ১৪২৫১০৩২এ;** আইআরএস ঃ এস-৮৮-২০০৪ (সাম্প্রতিকতম সংশোধনী সহ, যদি থাকে) অনুযায়ী লেড অ্যাসিড সেল, লো মেন্টেন্যান্স, পিপি-সিপি কন্টেনারে ২ভি-এর প্রাপ্যতা। পিপি-সিপি কন্টেনার, টিউবিউলার পজিটিভ প্লেট, পেস্টেড নেগেটিভ প্লেট, বোল্ট ও নাট সহ ফ্লোটস্ ইন্টার-সেল কানেক্টর উল্লেখে অ্যাসিড লেভেল সহ সেল সম্পূর্ণ হতে হবে। সেলটি ড্রাই এবং আনচার্জড হতে হবে। প্রতিটি সেলের ক্যাপাসিটি হবে ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ১.৮৫ভি প্রতি সেল ডিসচার্জের রেটে ১০ ঘণ্টায় ৮০ এএইচ। (টুল কিট ব্যতীত) ইত্যাদি; ১১,৩৮,৭৬০ টাকা। **(১১) ১৪২৫১০২৯এ;** আইআরএস ঃ এস-৮৮-২০০৪ (সাম্প্রতিকতম সংশোধনী সহ, যদি থাকে), অনুযায়ী লেড অ্যাসিড সেল, লো মেন্টেন্যান্স, পিপি-সিপি কন্টেনারে ২ভি-এর প্রাপ্যতা। পিপি-সিপি কন্টেনার, টিউবিউলার পজিটিভ প্লেট, পেস্টেড নেগেটিভ প্লেট, বোল্ট ও নাট সহ ফ্লোটস্ ইন্টার-সেল কানেক্টর উল্লেখে অ্যাসিড লেভেল সহ সেল সম্পূর্ণ হতে হবে। সেলটি ড্রাই এবং আনচার্জড হতে হবে। প্রতিটি সেলের ক্যাপাসিটি হবে ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ১.৮৫ভি প্রতি সেল ডিসচার্জের রেটে ১০ ঘণ্টায় ৩০০ এএইচ। (টুল কিট ব্যতীত) ইত্যাদি; ১১,৭১,৯১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১২) ২০২৫১১৫০;** বিএইচইএল টিএম টাইপ-৪৬০১ এজেড-এর এক্সটেন্ডেড আর্মেচার শাফট্; ১,৫৫,৬৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৩) ০৮২৫১০৮৬;** ব্যাটারি চার্জিং ইউনিট; ৫,৮৮,১১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৪) ০৭২৫১১৫৩;** আরডিএসও এসটিআর নং সি-৮২১৭ (রেভ. ২) অফ সেপ্টেম্বর ২০১৩ অনুযায়ী অ্যালুমিনিয়াম চেকার্ড শীটের প্রাপ্যতা, সাইজ ঃ ৩৩৬০x৮১৩x২.০৩ মিমি; ৩,৫৭,৬১০ টাকা। **(১৫) ১১২৫১৬২৩;** ইওজি টাইপ এসি কোচগুলির জন্য ইন্টার ভেহিকুলার কাপলার ইউনিটের (৫০০ এএমপি. রেটিং) প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৮,০৯,৫৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৮.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৬) ১২২৫১০৯৪;** আরডিএসও ড্রইং নং আরটি-৬৬১৮ অনুযায়ী ৬০ কেজি পিএসসি স্লিপারের জন্য হর্ণ সহ কম্পোজিট গ্রুভড্ সোল প্লেট ৬.২ মিমি পুরু; ১৪,৮৮,৭৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২১.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৭) ০৭২৫১০৮৩;** আরডিএসও স্পেসি. নং সি-৯৪০৭, টাইপ-II, (রেভ. ০৩ অফ ফেব্রুয়ারি ২০০৭) তৎসহ ৪ সংশোধনী-অন্তিম সংশোধনী স্লিপ নং ৪, জুলাই ২০১৯-তে ইস্যুকৃত এবং সংশোধনী নং ১ অফ জুন ২০১৫ অনুযায়ী একটি সার্ফেসে ডিজাইন করা উড বেসড্ ইমপ্রেগ্নেটেড কমপ্রেসড্ ল্যামিনেটস্ চেকার্ড-এর প্রাপ্যতা, সাইজ ঃ (৩৩৫০ +/- ১০ মিমি) x (৭৭০ +/- ৫ মিমি) x ১২ মিমি; ৫,২৪,১২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৮) ২১২৫১০৭৭বি;** ওয়াশার সহ মডিফায়েড ব্রেক গিয়ার পিনের প্রাপ্যতা; ১,৭৬,৭৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৩.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৯) ২০২৫২১৪৩;** ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচ, ইএলজিআই মেক এয়ার কম্প্রেসর টাইপ টিআরসি-১০০০ডিসিএম, ১৮ মাস ওভারহলিং কিট, প্রতিটি কিট অ্যানেক্সার অনুযায়ী ৪৯ আইটেম সম্বলিত; ২,৮৭,৯৮০ টাকা। **(২০) ২০২৫২১৪১;** ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচ, কেপিসি মেক এয়ার কম্প্রেসর টাইপ ৩এইচসি-৫৫, ৫৪ মাস ওভারহলিং কিট; ৪,৫৯,৭৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২১) ২০২৫২১৪০;** ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচ, কেপিসি মেক এয়ার কম্প্রেসর টাইপ ৩এইচসি-৫৫, ৩৬ মাস ওভারহলিং কিট; ২,২৭,৩৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২২) ১২২৫৪০০৭;** আরডিএসও ড্রইং নং টি-৩৭০৬ অনুযায়ী এইচভিএন ইন্স্যুলেটিং লাইনার ৬৬-এর জন্য রানিং চুক্তি; ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৩) ২২২৫৫২২৯বি;** ইঞ্জে. পেগ্রোলিজুমাব ১০০এমজি, আইটেম কোড এম২৬১৯৪৬, এআই ২৫-২৬; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৪) ২২২৫১৬২৫;** ট্যাব/ক্যাপ রুক্সোলিটিনিব ২০ এমজি [আইটেম কোড এম২৫১০২৪] এআই ২৫-২৬; ০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত সব টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-39/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

খড়গপুর ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেজিপি/পিএনইউ/২০২৫/১১, তারিখ ঃ ০৬.১০.২০২৫

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য **শালিমার (এসএইচএম)** রেলওয়ে স্টেশনের গঙ্গা প্রান্তের দিকে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-তে বেরোবার পথে একটি (০১) নরম্যাল পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউটিওআই- কেজিপি২৫-১২, অকশন তারিখ ঃ ১৭.১০.২০২৫, অকশন শুরু/শেষ সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১.০০টা এবং ১১.৩০ মিনিট,** যা ওয়েবসাইট **https://www. ireps.gov.in**-তে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। আগ্রহী সংস্থা ও ঠিকাদাররা এ-বিষয়ে অবহিত হোন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-692) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র

ক্রমেই বিপজ্জনক অবস্থার দিকে পৃথিবী

পৃথিবীর স্বাস্থ্য ও জলবায়ু নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে আসছেন। প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদন প্ল্যানেট হেলথ চেক

২০২৫ অনুযায়ী, পৃথিবীর জলবায়ু স্থিতিশীলতা, জীবনধারণের উপযোগী পরিবেশ এবং সহনশীলতার মাপকাঠিতে নির্ধারিত নয়টি ‘ সূচক’-এর মধ্যে সাতটি ইতোমধ্যে বিপজ্জনক মাত্রা অতিক্রম করেছে। ২০০৯ সালে বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো প্ল্যানেটারি হেলথ চেকের ধারণা দেন। এতে নয়টি সূচক নির্ধারণ করা হয়, যা পৃথিবীর জীবনধারণে সহায়ক ব্যবস্থাগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সূচকগুলো হলো- জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন, মিষ্টি পানির ব্যবহার, বায়ুমণ্ডলের অ্যারোসল, সমুদ্রের অম্লতা, রাসায়নিক দূষণ ও নাইট্রোজেন ও ফসফরাস চক্র। ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায় আজ দুপুরের মধ্যে হালকা বৃষ্টির আভাস

এসব সূচক ব্যাখ্যা করে মানুষকে কী ধরনের কার্যক্রম এ।য়ে চলতে হবে, যাতে পৃথিবীর পরিবেশ অতিরিক্ত চাপের মুখে না পড়ে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- ২০০৯ সালেই তিনটি সূচক নিরাপদ সীমা অতিক্রম করে। ২০১৫ সালে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় চারটিতে। ২০২৩ সালে তা হয় ছয়টি। আর ২০২৫ সালের সর্বশেষ প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, সাতটি সূচক ইতোমধ্যেই ভয়াবহ মাত্রা অতিক্রম করেছে।

পিআইকের গবেষক বরিস সাকশেভস্কি বলেন, এখন অনেক সূচক স্বাভাবিক সীমার বাইরে চলে গেছে। এর মানে হলো, পৃথিবী একটি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তিনি পরিস্থিতিকে তুলনা করেছেন এমন এক রোগীর সঙ্গে, যার শরীরে উচ্চ প্রদাহ, উচ্চ কোলেস্টেরল, দুর্বল লিভার ও ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুস- সব একসঙ্গে খারাপ হচ্ছে এবং একে অপরকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। পরিস্থিতি সংকটজনক হলেও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এখনো সময় রয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব নীতি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে পৃথিবীকে আবারও সুস্থ পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ভেঙে টুকরো হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম বরফখণ্ড ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের পর্যবেক্ষণ

ভেঙে টুকরো হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আইসবার্গ (হিমশৈল) এ২৩এ (A23a)। ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের (বিএএস) তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক ভাঙনের কারণে হিমশৈলটির আয়তন উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অ্যান্টার্কটিকার ফিলচনার-রনি আইস শেলফ থেকে ১৯৮৬ সালে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বিশাল এই হিমশৈল। তখন থেকেই বিএএসের বিজ্ঞানীরা এটিকে নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। একসময় এর আয়তন ছিল প্রায় ৩ হাজার ৬৭২ বর্গকিলোমিটার-যা রোড আইল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের প্রায় সমান-এবং ওজন ছিল প্রায় ১ ট্রিলিয়ন টন। প্রায় চার দশক বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিমশৈলের খেতাব ধরে রাখলেও মাঝেমধ্যে স্বল্পস্থায়ীভাবে অন্য কিছু আইসবার্গ (যেমন ২০১৭ সালের এ৬৮ ও ২০২১ সালের এ৭৬) এ২৩এ-কে অতিক্রম করেছিল। তবে সেগুলো দ্রুত ভেঙে পড়ে। বিএএসের ওশেনোগ্রাফার অ্যান্ড্রু মেইয়ার্স জানিয়েছেন, বর্তমানে এ২৩এ-এর আয়তন সংকুচিত হয়ে প্রায় ১ হাজার ৭০০ বর্গকিলোমিটারে নেমে এসেছে। ফলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আইসবার্গের খেতাব হারিয়ে এটি এখন দ্বিতীয় স্থানে নেমে গেছে। বর্তমানে শীর্ষস্থানটি দখল করেছে ডি১৫এ, যার আয়তন প্রায় ৩ হাজার বর্গকিলোমিটার। এ২৩এ দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় ওয়েডেল সাগরের তলদেশে আটকে ছিল। ২০২০ সালে সাগরের স্রোতে মুক্তভাবে ভেসে যায় এবং পরে একাধিকবার আটকে পড়ে আবারও চলতে শুরু করে। চলতি বছরের মে মাস থেকে এটি শক্তিশালী অ্যান্টার্কটিক স্রোতে ভেসে দক্ষিণ জর্জিয়ার চারপাশে ঘুরছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এর ভাঙা টুকরোগুলো দ্রুতই উত্তর-পূর্ব দিকে ভেসে যাবে। মেইয়ার্স বলেন, অন্যান্য মেগাবার্গের তুলনায় এ২৩এ দীর্ঘদিন টিকে ছিল। তবে এর জন্যও এখন সেই একই পরিণতি অপেক্ষা করছে, যেটি এ৬৮ (২০২১) ও এ৭৬ (২০২৩) ভোগ করেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, হিমশৈল গঠনের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও সমুদ্রস্রোতের পরিবর্তন অ্যান্ট।র্কটিকার আইস শেলফ ভাঙন এবং নতুন আইসবার্গ তৈরির হার বাড়িয়ে দিয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার পাখিদের মধ্যে লিঙ্গ পরিবর্তনের চমকপ্রদ ঘটনা

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কুইন্সল্যান্ডে পাওয়া গেছে এক বিস্ময়কর জৈবিক রহস্য-পাখিদের মধ্যে লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনা। উদাহরণস্বরূপ, একটি হাসিখুশি কুকাবুরা ডিএনএ পরীক্ষায় নারী হলেও, তার শরীরে ছিল পুরুষের প্রজনন অঙ্গ। প্রথমে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় ভুল ভেবেছিলেন, কিন্তু পুনরায় পরীক্ষা করেও একই ফল মেলে। গবেষকরা বন্যপ্রাণী হাসপাতালে মৃত অবস্থায় আনা ৪৮০টি পাখির ওপর পরীক্ষা চালান। ডিএনএ বিশ্লেষণে তারা পাখির জেনেটিক লিঙ্গ নির্ধারণ করেন-পুরুষের দুটি ‘জেট’ ক্রোমোজোম, আর নারীর একটি ‘জেট’ ও একটি ‘ডব্লু’ কিন্তু মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদে দেখা যায়, ২৪টি পাখির জেনেটিক লিঙ্গ ও প্রজনন অঙ্গের লিঙ্গ এক নয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রে নারী পাখির শরীরে পুরুষের প্রজনন অঙ্গ পাওয়া গেছে। এমনকি কিছু পাখির শরীরে একই সঙ্গে ডিম্বাশয় ও অণ্ডকোষ জাতীয় গঠনও ছিল। এক কুকাবুরা জেনেটিকভাবে পুরুষ হলেও, তার শরীরে ছিল ডিম উপাদনের অংশ। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, এই লিঙ্গ পরিবর্তন প্রজনন সাফল্যে প্রভাব ফেলতে পারে-ফলে পাখির সংখ্যা হ্রাস, সঙ্গী নির্বাচনে সমস্যা এবং প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ঘটনার পেছনের নিশ্চিত কারণ এখনো অজানা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পরিবেশে থাকা এন্ডোক্রাইন ডিসরাপ্টিং কেমিক্যাল নামে পরিচিত কিছু রাসায়নিক পাখির হরমোনের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে-যা পূর্বে মাছ ও কীটপতঙ্গের লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। এছাড়া তাপমাত্রা ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত পরিবর্তনকেও কিছু গবেষক সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দেখছেন। পাখি বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন, যেহেতু পাখির ‘ডিফল্ট লিঙ্গ’ নারী, তাই নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরের ঘটনাই বেশি ঘটছে। অস্ট্রেলিয়ার পাখিদের এই অদ্ভুত জৈবিক পরিবর্তনের রহস্য উদঘাটন এখন গবেষকদের বড় চ্যালেঞ্জ।

অনবদ্য কাজের স্বীকৃতি

শরীর থাকলেই শরীর খারাপ হবে। এমন কথা মা-দিদিমাদের মুখে তো শোনাই যায়। কিন্তু শরীরেরও নিজস্ব একটা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে, যা দিয়ে বাইরের নানা জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করে। মানবশরীরকে সুস্থ রাখতে এই ক্ষমতা অতি জরুরি। আর সে বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার স্বীকৃতি লাভ করলেন তিন বিজ্ঞানী। ২০২৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপক ত্রয়ী - মেরি ব্রাঙ্কো, ফ্রেড র‍্যামসডেল এবং শিমোন সাকাগুচি। প্রথম দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী, তৃতীয়জন জাপানি। সোমবারই এবছরের প্রথম নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করেছে সুইডিশ অ্যাকাডেমি। আগামী ১৩ অক্টোবরের মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, সাহিত্য, অর্থনীতি ও শান্তিতে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

সৌরজগতে লুকিয়ে আছে ‘প্ল্যানেট ওয়াই’!

সৌরজগতে লুকিয়ে আছে এক ‘গোপন সদস্য। যার নাম ‘প্ল্যানেট ওয়াই’। সম্প্রতি রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ‘মান্থলি নোটিসেস’-এ প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে উঠে এল সেই গ্রহের কথা। তবে একথা বলে রাখা ভালো, এখনও পর্যন্ত গ্রহটির অস্তিত্বের সপক্ষে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ এত বেশি যে তা গ্রহটির অস্তিত্বকেই যেন তুলে ধরছে। নেপচুনের ঠিক পিছনেই অবস্থিত কুইপার বেল্ট। বরফে ঢাকা এই বৃহ বলয় বিজ্ঞানীদের কাছে চরম কৌতূহলের বস্তু! গোপন গ্রহের সন্ধানে এখানে নিয়মিত নজরদারি চালান তাঁরা। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এবার সেখানেই তাঁরা এক ‘ গ্রহ’ খুঁজে পেয়েছেন। জানাচ্ছেন, গ্রহটি সম্ভবত পৃথিবীর আকারের। এবং বুধের থেকে অনেকটাই বড়। সৌরজগতের বহিরাংশে চক্কর কাটছে সূর্যকে। কিন্তু সত্যিই কি গ্রহটির হদিশ পেয়েছেন গবেষকরা? এপ্রসঙ্গে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণারত

পড়ুয়া আমির সিরাজ বলছেন, ওই গবেষণাপত্রটি গ্রহটির আবিষ্কার নিয়ে নয়। বলা যায়, এমন এক ধাঁধা নিয়ে, যেটি সমাধান করলে আমরা একটি গ্রহের সন্ধান পাব। প্রসঙ্গত, নেপচুনের পিছনে অবস্থিত কোনও অদৃশ্য গ্রহের দাবি এই প্রথম নয়। এর আগে শোনা গিয়েছিল প্ল্যানেট এক্সের কথা। এবং সেটা বিংশ শতাব্দীতে। যদিও প্রথমে প্লুটোকে প্ল্যানেট এক্স হিসেবে ধরা হয়েছিল। পরে সেটিকে ‘ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু প্ল্যানেট এক্স নিয়ে এরপরও গুঞ্জন অব্যাহত থেকেছে। শোনা গিয়েছিল প্ল্যানেট নাইনের কথাও। কিন্তু এদের থেকে আলাদা প্ল্যানেট ওয়াই। মনে করা হচ্ছে, অন্তত ৫০টি মহাজাগতিক বস্তুর চলনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। আর তা থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে এর অস্তিত্ব। পৃথিবী থেকে বহুদূরে সৌরজগতের একেবারে কোনায় কি সত্যিই রয়েছে এই গ্রহ? জবাবটা পেতে আপাতত অপেক্ষা ছাড়া উপায় নেই।

বালোচিস্তানের ফের জাফার এক্সপ্রেসে হামলা

বালোচিস্তানের জাফার এক্সপ্রেসের ফের হামলা। ভয়াবহ বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত হল ট্রেনের একাধিক কামরা। মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটে সিন্ধ-বালোচিস্তান সীমান্তবর্তী সুলতানকোট অঞ্চলে। দুর্ঘটনার সময় ৪০০ জনের বেশি যাত্রী ছিল ট্রেনটিতে। ফলে বিরাট ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। মাত্র ২ সপ্তাহের ব্যবধানে ফের একবার হামলার শিকার হল ট্রেনটি। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে কোয়েটার উদ্দেশে যাচ্ছিল ট্রেনটি। পথে সিন্ধ-বালোচিস্তান সীমান্তবর্তী সুলতানকোট অঞ্চলে হামলার শিকার হয় ট্রেনটি ব্যাপক বিস্ফোরণের সঙ্গে ট্রেনের একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয়। ঘটনার জেরে আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। তাঁদের উদ্ধার করতে নেমেছে পাক সেনা। প্রাথমিকভাবে অনুমান, আইইডি বিস্ফোরণের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে কে বা কারা এই হামলা চালিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কোনও সংগঠন এখনও পর্যন্ত হামলার দায় নেয়নি। তবে যে এলাকায় এই হামলা চলেছে সেখানে বালোচ বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। ফলে অনুমান করা হচ্ছে হামলার নেপথ্যে রয়েছে বালোচরাই। এদিকে রিপোর্ট বলছে, এই নিয়ে গত দুই মাসে ৬ বার পাকিস্তানের যাত্রীবাহী ট্রেনে হামলার ঘটনা ঘটল।

উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসে বালোচিস্তানের বোলানে জাফার এক্সপ্রেস অপহরণ করেছিল বালোচ বিদ্রোহীরা। দীর্ঘ অভিযানের পর পাক সেনার তরফে দাবি করা হয় সব বিদ্রোহীদের হত্যা করে অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়েছে। যদিও পালটা বিদ্রোহীদের তরফে জানানো হয়, ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা পার হওয়ার পর ২১৪ জন পণবন্দিকে হত্যা করা হয়েছে। এরা সকলেই পাক সেনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরপর গত ১০ আগস্ট ফের হামলার শিকার হয়েছিল জাফার এক্সপ্রেস। সেবার ট্রেনের ৫টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। এখানেই শেষ নয়, সপ্তাহ দুয়েক আগে বালোচিস্তানের মাস্তুং জেলার দাশ্ত অঞ্চলে ফের হামলার মুখে পড়ে ট্রেনটি। সেবারও আইইডি বিস্ফোরণে লাইনচ্যুত হয় ট্রেনের ৬টি কামরা।

নেতানিয়াহুকে ভৎর্সনা ডোনাল্ট ট্রাম্প

বিশেষ প্রতিবেদকক, ৭ অক্টোবর ঃ গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা নিয়ে ফের তীব্র বাক্যবিনিময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর। হামাস ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনাকে আংশিকভাবে ‘ জানানোয় বিষয়টিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু নেতানিয়াহু সেটিকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দেন। তখনই রেগে গিয়ে ট্রাম্প নাকি সরাসরি ফোনে বলেন, তুমি এতটা নেগেটিভ কেন? এটা একটা জয়, মেনে নাও। ঘটনাটি ঘটেছে ৩ অক্টোবরের ফোনালাপে। এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন নিউজ পোর্টাল ‘ ট্রাম্পের প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় গাজার নিরস্ত্রীকরণ এবং ভবিষ্যতে হামাসকে শাসনের বাইরে রাখার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে শর্ত রাখা হয়েছে, যদি হামাস হিংসা পরিত্যাগ করে ও অস্ত্র সমর্পণ করে, তবে তাদের সদস্যরা গাজায় থাকতে পারবেন। অডমলা বন্ধ করার আহ্বান জানান, এবং তিন ঘণ্টার মধ্যেই নেতানিয়াহু সেই নির্দেশ দেন বলেই খবর।শান্তি পরিকল্পনা অনুযায়ী হামাসকে গাজার নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে হবে রবিবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে (ভারতীয় সময় অনুযায়ী সোমবার ভোর ৩.৩০)। , আলোচনার প্রথম ধাপ এই সপ্তাহেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আলোচকদের দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, রবিবার থেকেই মিশরের শার্ম এল শেখে শুরু হয়েছে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে পরোক্ষ শান্তি আলোচনা। মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য দূত স্টিভ উইটকফ এবং গত বছর ৭ অক্টোবর হামাসের আকস্মিক হামলার পর গাজায় যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তাতে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রসংঘের হিসাবে ৬৭ হাজারেরও বেশি প্যালেস্তানীয় নিহত হয়েছেন.

মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং ছত্তিশগড়ের ১৮টি জেলা জুড়ে চারটি মাল্টিট্র্যাকিং প্রকল্প অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ৭ ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি আজ রেল মন্ত্রকের চারটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে, যার মোট ব্যয় ২৪,৬৩৪ কোটি টাকা (প্রায়)। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে- ওয়ার্ধা-ভুসাওয়াল-তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন-৩১৪ কিলোমিটার (মহারাষ্ট্র)গোন্ডিয়া-ডোঙ্গারগড়-চতুর্থ লাইন - ৮৪ কিলোমিটার (মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড়)বদোদরা-রতলম - তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন - ২৫৯ কিলোমিটার (গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ)ইতারসি - ভোপাল - বিনা চতুর্থ লাইন - ২৩৭ কিলোমিটার (মধ্যপ্রদেশ)মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট এবং ছত্তিশগড় রাজ্যের ১৮টি জেলা জুড়ে চারটি প্রকল্প ভারতীয় রেলের বিদ্যমান নেটওয়ার্ককে প্রায় ৮৯৪ কিলোমিটার বৃদ্ধি করবে।অনুমোদিত মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পটি প্রায় ৩,৬৩৩টি গ্রামের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করবে, যার জনসংখ্যা প্রায় ৮৫.৮৪ লক্ষ এবং দুটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলা (বিদিশা ও রাজন্দগাঁও)।বর্ধিত লাইন ক্ষমতা গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের কর্মক্ষম দক্ষতা এবং পরিষেবা নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হবে। এই বহুমুখী প্রস্তাবগুলি কার্যক্রমকে সহজতর করার এবং যানজট কমানোর জন্য প্রস্তুত। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা এই অঞ্চলের জনগণকে আত্মনির্ভর করে তুলবে, যা এই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানস্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে।প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী-গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং অংশীদারদের পরামর্শের মাধ্যমে বহুমুখী সংযোগ এবং লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রকল্পগুলি মানুষ, পণ্য এবং পরিষেবার চলাচলের জন্য নির্বিঘ্ন সংযোগ প্রদান করবে।প্রকল্প বিভাগটি সাঁচি, সাতপুরা টাইগার রিজার্ভ, ভীমবেটকার শিলা আশ্রয়স্থল, হাজারা জলপ্রপাত, নওয়েগাঁও জাতীয় উদ্যান ইত্যাদির মতো বিশিষ্ট গন্তব্যগুলিতে রেল সংযোগ প্রদান করে যা সারা দেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।কয়লা, পাত্র, সিমেন্ট, ফ্লাই অ্যাশ, খাদ্যশস্য, ইস্পাত ইত্যাদি পণ্য পরিবহনের জন্য এটি একটি অপরিহার্য রুট। ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের ফলে ৭৮ MTPA (প্রতি বছর মিলিয়ন টন) অতিরিক্ত মালবাহী পরিবহন হবে। পরিবেশবান্ধব এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে রেলপথ জলবায়ু লক্ষ্য অর্জন এবং দেশের সরবরাহ ব্যয় হ্রাস করতে, তেল আমদানি (২৮ কোটি লিটার) হ্রাস করতে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন (১৩৯ কোটি কেজি) হ্রাস করতে সহায়তা করবে, যা ছয় কোটি গাছ লাগানোর সমতুল্য।

ওড়িশায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা মৃত ৩

ভুবনেশ্বর, ৭ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ওড়িশায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে মালকানগিরির কাটামেটা এলাকার কাছে। দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত আরও একজন। রবিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে রাস্তায় একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে দুটি মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। আহত এক যুবককে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়েতে পালিত বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান

গোরখপুর, ৭ অক্টোবর ঃ ভারতীয় রেলওয়েতে পালিত বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান ৫.০ এর অংশ হিসেবে, ৭ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর জংশন স্টেশনে একটি অমৃত সংবাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর। এই অনুষ্ঠানে স্টেশন প্রাঙ্গণে উপস্থিত যাত্রীদের সাথে আলাপচারিতা করা হয়েছিল এবং গোরখপুর জংশন এবং অন্যান্য স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা অভিযানের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হয়েছিল। এরপর, জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী বোরওয়ানকর গোরখপুর জংশন স্টেশন পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় এবং মাননীয় রেলমন্ত্রী, শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের নির্দেশনায়, ২০২৫ সালের আগস্ট থেকে সমগ্র ভারতীয় রেলওয়েকে পরিষ্কার রাখার জন্য ’স্বচ্ছোসব’ অভিযান শুরু করা হয়েছিল, যা সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। স্বচ্ছতা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে, সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগ সমন্বয় করছে এবং কর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে।জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে অমৃত সংবাদ কর্মসূচির আওতায়, রেল প্রশাসন যাত্রী এবং রেল ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ করে রেলওয়ে প্রাঙ্গণ এবং ট্রেনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং রেল পরিষেবা উন্নত করার জন্য পরামর্শ চাইছে। অনুষ্ঠানে যাত্রীরা গোরক্ষপুর জংশন স্টেশনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রশংসা করেছেন। তিনি যাত্রীদের গোরক্ষপুর জংশন স্টেশনে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যবহার করার এবং চলমান পুনর্নির্মাণের কাজ পর্যবেক্ষণ করার এবং তাদের মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পাঁচটি ব্রত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে পাঁচটি ব্রতের মধ্যে প্রথমটি হল একটি উন্নত ভারতের জন্য কাজ করা। একটি উন্নত ভারতের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসাবে, আমাদের অবশ্যই ভারতীয় রেলের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।

প্ল্যাটিনামআরএক্স মাসিক ঔষধ বিলের ৫০-৬০ সাশ্রয় করতে সাহায্য করে

কলকাতা, ৭অক্টোবর ঃ প্ল্যাটিনামআরএক্স, একটি অনলাইন ফার্মেসি, রোগীদের তাদের মাসিক ওষুধের বিলের ৫০-৬০ সাশ্রয় করতে সাহায্য করছে। ভারত জুড়ে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এবং হৃদরোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এখন প্ল্যাটিনামআরএক্স মোবাইল অ্যাপ থেকে নিয়মিত অর্ডার করেন।ভারতে, দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার রোগীরা প্রতি মাসে তাদের ওষুধের জন্য ₹২,০০০-₹৫,০০০ খরচ করেন। এই উচ্চ ব্যয়ের কারণে, ৭০ কোটিরও বেশি মানুষ হয় চিকিৎসা এড়িয়ে যান অথবা চিকিৎসার সাথে লড়াই করতে বাধ্য হন। সাশ্রয়ী মূল্যে এই ধরনের ওষুধের জন্য একটি শীর্ষস্থানীয় নামী ব্র্যান্ডের সাবধানে নির্বাচিত, উচ্চ-মানের জেনেরিক বিকল্প অফার করে। এই বিকল্পগুলির একই ১০০ লবণের গঠন রয়েছে এবং সরাসরি শীর্ষস্থানীয় ওষুধ কোম্পানিগুলি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে ভারত ঃ বিক্রম মিস্রি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.)ঃ বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পক্ষে ভারত। বললেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি। সোমবার তিনি বলেন, ভারত বাংলাদেশে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে। বিদেশ সচিব বলেন, ভারত যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তা বাস্তবসম্মত। এই অঞ্চলে, বিশ্বে, বাংলাদেশে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে তার সঙ্গে আমরা অপরিচিত নই। আমাদের বাস্তবসম্মত পদ্ধতি আমাদের সম্পৃক্ততাকে চালিত করেছে, যা বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের সঙ্গে রয়ে গেছে। আমি কেবল একটি বিষয় তুলে ধরব যে ভবিষ্যতে সুস্থায়ী সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং আরও ভালো সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে উঠতে, উভয় পক্ষেরই পরিবেশকে সহজতর করার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে এমন বক্তব্য এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

‘বিরাসত উৎসব’-এ প্রদর্শিত ১৯২৮-১৯৮০ সালের ভিনটেজ গাড়ি ও স্কুটার

দেহরাদুন, ৭ অক্টোবর (হি.স.)ঃ উত্তরাখণ্ডের বিরাসত উৎসব-২০২৫-এর দ্বিতীয় দিনে রবিবার অনুষ্ঠিত ভিনটেজ র‍্যালিতে ১৯২৮ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ সাত দশকের পুরনো চারচাকা ও দুইচাকা যানবাহনের র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালিতে ৩০টি চারচাকা এবং ৬১টি দুইচাকা যানবাহন অংশগ্রহণ নিয়েছে। এই ভিনটেজ যানবাহনগুলি দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। স্বাধীনতার আগের সময়ের গাড়িগুলোও দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। র‍্যালিটি ডঃ ভিমরাও অম্বেদকর স্টেডিয়াম থেকে তিহরি গাড়ওয়াল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত র‍্যালিতে ইংল্যান্ডে ১৯৪২ সালে নির্মিত ‘প্লাইমাউথ ১৯৫৪ মডেল’ গাড়িটি প্রধান আকর্ষণ হিসেবে দাঁড়ায়। এছাড়াও, ১৯৪৮ সালের ইউএসজে ৮৫৭৭ জিপ এবং ১৯২৮ সালের ফোর্ড ইউএসএ ৩৫০ সিসি মডেলের গাড়িও দর্শকদের নজর কেড়ে নেয়। দুইচাকার ক্ষেত্রে ল্যামব্রেটা, ভেস্পা, বিজয় সুপার, লুনা, ইয়াজদি, বুলেট মোটরসাইকেল ও পুরনো বাজাজ স্কুটার র‍্যালিতে অংশ নেয়। এছাড়াও, এক বিশেষ এক-পাহিয়া বড় ও পিছনের ছোট চাকা বিশিষ্ট সাইকেলও দর্শকদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে। উৎসবে হাজির দর্শকরা এই যানবাহনগুলোর সঙ্গে ফটো ও সেলফি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন।

ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক যত মলিন হচ্ছে, তত পালটা চাল দিতে ব্যস্ত পাকিস্তান

বিশেষ প্রতিবেদক , ৭ অক্টোবর ঃ সংঘর্ষবিরতি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি ওড়ানোই হোক কিংবা শুল্কবোমার আঘাত, ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক যত মলিন হচ্ছে, তত পালটা চাল দিতে ব্যস্ত পাকিস্তান। ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্কের উষ্ণতা বাড়ানোর লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এবার আরব সাগরে একটি বন্দর নির্মাণ ও পরিচালনার প্রস্তাব করল ইসলামাবাদ। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বেসামরিক বন্দরটি বালুচিস্তানের গোয়াদর জেলার পাসনি শহরে গড়ে উঠবে। যা কৌশলগতভাবে ইরানে ভারত কর্তৃক নির্মিত চাবাহার বন্দরের কাছাকাছি অবস্থিত। বিষয়টিকে শাহবাজ শরিফ সরকারের কৌশলী চাল হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

ফিনানসিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানি সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল অসিম মুনিরের উপদেষ্টারা ১.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের এই প্রস্তাব পেশ করেছে শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তাদের কাছে। পাসনি বন্দরে বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ রয়েছে। নীলনকশা অনুযায়ী ওই খনিজ তোলা এবং রপ্তানির ব্যবস্থা হবে আমেরিকার তৈরি ওই বন্দরের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, অশান্ত বালুচিস্তান প্রদেশের এই শহরটি আফগানিস্তান এবং ইরানের সীমান্তবর্তী। ফলে কূটনৈতিক এবং সামরিক দুই দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ।প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরেই সামনে এল পাসনিতে বন্দর নির্মাণ সংক্রান্ত খবর। এদিকে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছবিতে দেখা গিয়েছে, বৈঠকের পর ট্রাম্পকে বিরল খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ একটি কাঠের বাক্স উপহার দিচ্ছেন মুনির। কথা হল, বাস্তবেই বালুচিস্তানে আমেরিকা বন্দর গড়ে তুললে কতখানি চাপে পড়বে ভারত?

অরুণোদয় ৩.০ ঃ হাইলাকান্দিতে উপকৃত ৫৫,৫১৭ জন সুবিধোভোগী

হাইলাকান্দি , ৭ অক্টোবর (হি.স.)ঃ হাইলাকান্দিতে অরুণোদয় প্রকল্পের তৃতীয় .পর্যায়ের নির্বাচিত ৫৫ হাজার ৫১৭ জনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আজ মঙ্গলবার ডিবিটি-র মাধ্যমে ১,২৫০ টাকা করে জমা করা হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলার ৬০২টি ভোট কেন্দ্রে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সুবিধাভোগী এবং সমাজসেবীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভার মাধ্যমে আজ মঙ্গলবার তৃতীয় পর্যায়র অরুণোদয় প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে।

Name Change

I, REHENA SULTANA (Old Name) W/O NASIRUDDIN SAIYAD Residing at Vill-Dadpur, P.O.-Habaspur, P.S.-Jamalpur, District - Purba Bardhaman, Pin - 713401 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as REHANA SULTANA (New Name) as declared before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman vide affidavit no 36944, dated 19-04-2025. REHENA SULTANA (Old Name) and REHANA SULTANA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Manjura Bibi, W/o- Ejabul Sekh, Resident at, Vill-Charka Paschim para, Po & Ps-Raghunathganj, Dist-Murshidababad, West Bengal,742225. I have changed my name from Manjura Bibi to Manjuri Bibi, I shall be known as Manjuri Bibi vide Affidavit No AK 479373 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Jngipur on 25/09/2025 Manjura Bibi and Manjuri Bibi is same and one identical person.

Name Change

I, Golam Martuja, S/o- Abdul salam, Resident at, Vill-Sripur Namopara, Po-Sripur, Ps-Hariharpara, Dist-Murshidababad, West Bengal,742166. I have changed my name from Golam Martuja to Golam Mortuja Shaikh, I shall be known as Golam Mortuja Shaikh vide Affidavit No 12AC 810441 sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Berehampore on 25/09/2025 Golam Martuja and Golam Mortuja Shaikh same and one identical person.

Name Change

I, SAYED NADIM REHAN (Old Name) S/O NASIRUDDIN SAIYAD Residing at Vill-Dadpur, P.O.-Habaspur, P.S.-Jamalpur, District - Purba Bardhaman, Pin - 713401 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAIYAD NADIM REHAN (New Name) as declared before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman vide affidavit no 36942, dated 19-04-2025. SAYED NADIM REHAN (Old Name) and SAIYAD NADIM REHAN (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, NASIRUDDIN SAYED (Old Name) S/O SAIYAD SAMSUDDIN Residing at Vill-Dadpur, P.O.-Habaspur, P.S.-Jamalpur, District - Purba Bardhaman, Pin - 713401 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as NASIRUDDIN SAIYAD (New Name) as declared before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman vide affidavit no 36943, dated 19-04-2025. NASIRUDDIN SAYED (Old Name) and NASIRUDDIN SAIYAD (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MUKUNDA NASKAR (Old Name) S/O GOBINDA CHANDRA NASKAR Residing at Vill-Majheraut, P.O.-Chamrail, P.S.-Liluah, District - Howrah, Pin - 711114 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MUKUNDA KUMAR NASKAR (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah vide affidavit no 4876, dated 21-06-2011. MUKUNDA NASKAR (Old Name) and MUKUNDA KUMAR NASKAR (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Nasreen Ahmed (old name) wife of Jamil Ahmed, residing at 94A, Muzaffar Ahmed Street, Ripon Street, Park Street, Kolkata – 700016, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nasrin Ahmed (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 03/10/2025. Nasreen Ahmed and Nasrin Ahmed both are same and one identical person.

Name Change

I.Md. Yusuf Ansari S/O Zahid Hussain Ansari residing at 66,R.B.S. Road Champdani,P.O-Baidyabati,P.S.-Bhadreswar,Dist.-Hooghly,Pin-712222(W.B.) That my father name wrongly recorded in my educational documents as Zahid Hussain instead of Zahid Hussain Ansari vide an affidavit before the judicial magistrate 1st class at Chandernagore.Date 20/05/2025. That Zahid Hussain Ansari and Zahid Hussain both are the same and one identical person.

Name Change

I, Musfera Fathma (Old Name) S/o Late Md Naushadul Haque Residing at 16/1D, Topsia Road South, P.o - Gobinda Khatick Road, P.s - Topsia Thana, District - Kolkata, Pin - 700046 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Musfera Fatma (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Musfera Fathma (Old Name) and Musfera Fatma (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Rafikul Islam (Old Name) S/o Md Mansur Ali Gain Residing at Vill - Uttar Barunhat Muslim Para, P.o - Barunhat, P.s - Hasnabad, District - North 24 Parganas, Pin - 743426 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rafikul Islam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Md Rafikul Islam (Old Name) and Rafikul Islam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Saiyeed, S/o Late Mohammad Shamim, residing at 12, BalaiDutta Street, P.S.-Jorasanko, Kolkata-700073, declare that, in my son, Asad Syed's Pass Certificate Cum Statement of Marks issued by Council for the Indian School Certificate Examinations, New Delhi, my name has been wrongly recorded as Md. Saiyeed in place of my actual name Mohammad Saiyeedand my wife's name has been wrongly recorded as KahkashaNaaz in place of her actual name KahkashanNaaz. As per affidavit vide no. 9802 in the Court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah on 18.09.2025, I, Mohammad Saiyeed and Md. Saiyeed is the same and one identical person and my wife, KahkashanNaaz and KahkashaNaazis the same and one identical person.

Name Change

I, Sultana Khatun (old name) wife of Md Shahid Khan, residing at 12/H/46, Bed Ford Lane, 2nd Floor, P.O- Park Street, Kolkata – 700016, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sultana Khatoon (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah vide affidavit No. 7810 dated 12/08/2025. Sultana Khatun and Sultana Khatoon both are same and one identical person.

গাড়ি দিয়ে পিষে কংগ্রেস নেতাকে খুন! আহত একাধিক, মালদায় তীব্র চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৭ অক্টোবর ঃ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ও কংগ্রেস নেতাকে গাড়ি দিয়ে পিষে খুন করার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ দলেরই এক কর্মীর বিরুদ্ধে। পুরোনো শত্রুতার জেরেই এই খুন। পরিকল্পনা করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ মৃতর পরিবারের। এই ঘটনায় আরও গুরুতর আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। শিলিগুড়ি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অভিযুক্ত বিপদ মণ্ডল থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন বলে, পুলিস সূত্রে খবর। ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। তদন্ত শুরু করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস। মৃতের নাম নরেন্দ্রনাথ সাহা (৪৫)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কনুয়া এলাকায়। কংগ্রেস পরিচালিত হরিশ্চন্দ্রপুর এক নং পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মদক্ষ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সাহা। গতকাল রাতে বচসার পরেই নরেন্দ্রনাথকে গাড়ি দিয়ে পিষে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। বাকিরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিলিগুড়িতে ভর্তি। উল্লেখ্য, সোমবার বন্যাকবলিত উত্তরবঙ্গে পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় দুর্গতদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আক্রান্ত হন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। রেহাই পাননি মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মুও। অভিযোগ, রীতিমতো ইঁট, পাথরের দিয়ে ভাঙচুর চালানো হয় তাঁদের গাড়িতে। স্রেফ বিধায়ক শঙ্কর ধাক্কা মারাই নয়, মারের চোটে মাথা ফাটে সাংসদের। রক্তে ভেসে যায় মুখ! প্রবল বিক্ষোভে শেষে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন বিজেপি সাংসদ, বিধায়করা। বিজেপি সাংসদ, বিধায়ক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাতে সরব হয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ''যেভাবে আমাদের দলের সহকর্মীরা, যাদের মধ্যে একজন বর্তমান সাংসদ ও বিধায়কও রয়েছেন-কর্তব্যরত অবস্থায় বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবা করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটি তৃণমূল কংগ্রেসের অসংবেদনশীলতা এবং রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার করুণ রূপের স্পষ্ট প্রতিফলন'। সঙ্গে বার্তা, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস এই কঠিন পরিস্থিতিতে হিংসায় লিপ্ত না হয়ে মানুষের সাহায্যে আরও মনোযোগী হোক। আমি বিজেপি কার্যকর্তাদের আহ্বান জানাই, তারা যেন জনগণের পাশে থেকে চলতি উদ্ধার কাজে সহায়তা করে যান।'

বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে এবারে প্রতিবাদে নামল ছাত্র যুবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৭ অক্টোবর ঃ বন্যা ও ভাঙন পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে এবারে প্রতিবাদে নামল ছাত্র যুবরা। ভাঙন, প্লাবনের মতো প্রবল দুর্যোগে সর্বস্ব

হারানোর পর অবশেষে প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদে নামলেন মালদার ভুতনি এলাকার শতাধিক স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া। প্রতিবছর গঙ্গার জলস্তর বেড়ে মালদা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভাঙন এবং প্লাবন দেখা দেয়। গত কয়েক বছর ধরে গঙ্গা এবং ফুলহার নদীর জলস্তর বেড়ে ভাঙন এবং প্লাবনের জেরে ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে ভুতনির লক্ষাধিক মানুষকে। ভাঙন কবলিত এলাকার প্রতিবাদী ছাত্রদের অভিযোগ, ভুতনিতে প্রতিবছরই ভাঙন এবং বন্যা হয়। কোটি কোটি টাকায় নতুন রিং বাঁধ তৈরি করা হলেও কোনরকম স্থায়ী সমাধান হয় না। বর্তমানে ভাঙন রোধের কাজ হলেও তা খুব নিম্নমানের করা হয়। বালির বস্তা দিয়ে কোনওমতেই ভাঙনরোধ করা সম্ভব নয়। তাদের দাবি পাথরের বোল্ডার দিয়ে স্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ করা হোক। এই বিষয়ে মালদা দক্ষিণের লোকসভা সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী জানান, গঙ্গা ভাঙন একটি জাতীয় বিপর্যয়। তিনি আরও বলেন, বিপর্যয় মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকারের ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের অধীনে প্রায় ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত দেখাশোনার দাযিত্ব দেওয়া হয়েছিল। তবে বর্তমানে ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট মাত্র ১৮ কিলোমিটার পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করছে। মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভাঙন রোধের জন্য এখনও প্রায় ১২০০ কোটি টাকা কেন্দ্রের তহবিলে পড়ে রয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উভয় মিলে চাইলে গঙ্গা ভাঙন রোধ করা সম্ভব। ছাত্রদের আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা এর সমর্থন জানাচ্ছি। লোকসভা অধিবেশনে এই বিষয়ে আবার আবেদন জানাবো। ফি বছরই মানিকচক, কালিয়াচক, ইংরেজবাজার, রতুয়া ইত্যাদি ব্লক এলাকায় ব্যাপকভাবে ভাঙন লক্ষ্য করা যায়। তবে মানিকচকের ভুতনি এলাকার ভাঙ্গন ও বন্যা পরিস্থিতির দৃশ্য হার মানাবে যেকোনওরকম ভয়াবহ বিপর্যয়কে। লাগাতার গত কয়েক বছর ধরে মাসের পর মাস বন্যা এবং ভাঙনে অতিষ্ঠ হয়ে ঘরছাড়া মানুষজন আজও দিশেহারা হয়ে তাকিয়ে স্থায়ী সমাধানের দিকে।

বেঙ্গালুরুতে অগ্নিদগ্ধ মুর্শিদাবাদের সাত পরিযায়ী শ্রমিক, চিন্তায় পরিবার

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হলেন জেলার সাত পরিযায়ী শ্রমিক। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তারা সকলে বাঙ্গালুরু সিটি মার্কেটের কাছে একটি সরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, আহত পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম মিনারুল শেখ (৩৫, জিয়াবুর শেখ (৩৫), হাসান মন্ডল (৪২), তাজিবুর শেখ (৩১), নুরজামাল শেখ (২০) ,শাফিজুল শেখ (৩৫) এবং জাহিদ আলী (৩২)। আহত জাহিদ আলীর বাড়ি মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানা এলাকার খিদিরপুর গ্রামে। বাকি ছ'জন পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি বহরমপুর থানার রাজধরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাঁচ পীরতলা গ্রামে। ব্যাঙ্গালোরের সরকারি হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার ঘটনায় আহত সাত পরিযায়ী শ্রমিকের অবস্থায় অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। তাদের শরীরের প্রায় ৮০ - ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় এক মাস আগে হাসান মন্ডল নামে এক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বেশ কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক ব্যাঙ্গালোরের বিরডি এলাকায় গিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু পরিযায়ী শ্রমিক সেখানে আগে থেকেই একটি বহুতল নির্মাণের কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। যে এলাকায় ওই বহুতল নির্মাণের কাজ চলছে তার পাশেই একটি ছোট ঘর তৈরি করে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকেরা থাকতেন। ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত তারিক আজিজ নামে মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, বিরডি এলাকায় যে ঘরে আমাদের জেলার ৭ জন পরিযায়ী শ্রমিকেরা থাকছিলেন সোমবার গভীর রাতে সেখানে কোনওভাবে আগুন লেগে যায়। আমাদের জেলার পরিযায়ী শ্রমিকেরা গভীর ঘুমে থাকায় তারা ঘর থেকে বার হতে পারেননি। সকলেই ঘুমের মধ্যেই গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন। তিনি বলেন, এই ঘটনার খবর পেয়ে অন্যান্য নির্মাণস্থলে কর্মরত মুর্শিদাবাদ জেলার অন্য পরিযায়ী শ্রমিকেরা তাদের উদ্ধার করে ব্যাঙ্গালোরের হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি। ওই পরিযায়ী শ্রমিক বলেন, আহত এক শ্রমিকের কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি গতকাল তারা যে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে রান্না করতেন সেটি সকালে শেষ হয়ে যায়। কাজ শেষে সন্ধে নাগাদ বাড়ি ফিরে ওই সাত শ্রমিক একটি নতুন গ্যাস সিলিন্ডার লাগিয়ে রোজকার মতো রান্নাবান্নাও করে। তিনি বলেন, খাওয়া শেষে সমস্ত শ্রমিক যে যার মত করে ঘুমিয়ে যায়। রাত দেড়টা- দু'টো নাগাদ হঠাৎ করেই শ্রমিকেরা বুঝতে পারেন ঘরের মধ্যে আগুন লেগে গেছে। কিন্তু তারা নিরাপদে বার হওয়ার আগেই দেহের বেশিরভাগ অংশই পুড়ে যায়। ঘরে থাকা সমস্ত জিনিসও পুড়ে গেছে। শ্রমিকদের আশঙ্কা নতুন সিলিন্ডার থেকে কোনওভাবে গ্যাস লিক হয়ে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ইতিমধ্যে হাসান মন্ডল নামে পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সদস্যারা ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন।

বন দপ্তরের সিদ্ধান্তে বন্ধ ক্ষতিগ্রস্ত জলদাপাড়া-অপেক্ষায় পর্যটনমুখী মানুষজন

তরুণ রায়, আলিপুরদুয়ার, ৭ অক্টোবর ঃ একরাতের টানা বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ডুয়ার্সের বহু অঞ্চল বন্যার জলে বিপজ্জনকভাবে প্লাবিত, ভেঙে পড়েছে রাস্তা, সেতু ও ঘরবাড়ি। উত্তরের বনাঞ্চলগুলির অবস্থাও আশঙ্কাজনক। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে একটি একশৃঙ্গ গণ্ডার জলের তোড়ে

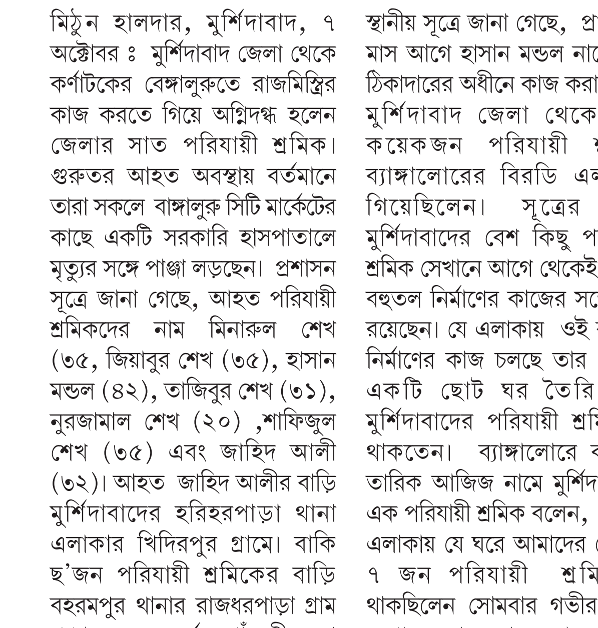

বহু দূর ভেসে যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল হতেই কেঁদে উঠেছেন বন্যপ্রাণপ্রেমীরা। উদ্ধার হয়েছে একটি হরিণের মৃতদেহও। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে সঙ্গে সঙ্গে পর্যটকদের জন্য জলদাপাড়া অভয়ারণ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর কবে ফের খোলা হবে জঙ্গল, তা জানতে অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন পর্যটকরা। তবে মঙ্গলবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরে ডিএফও স্পষ্ট জানিয়েছেন-এই মুহূর্তে অভয়ারণ্য খুলে দেওয়ার পরিস্থিতি নেই। জলদাপাড়ার বিস্তীর্ণ জঙ্গল আপাতত বিপন্মুক্ত। জল জমে নেই। একটি হরিণ ছাড়া বন্যপ্রাণীদের প্রাণহানির খবরও নেই। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। এখনও জঙ্গলের ভিতরের কোর এলাকায় প্রবেশ করা যায়নি। কারণ, জঙ্গলপথে যাতায়াতের জন্য মূলত কাঠের সেতু থাকে। বৃষ্টির জলে হলং সেতু-সহ একাধিক কাঠের ব্রিজ ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাই আরও কোনও বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয় জলদাপাড়া কর্তৃপক্ষ। কীভাবে দুর্যোগ সামলে ঘুরে দাঁড়াবে, কীভাবে ফের অরণ্যের সুরক্ষা ফিরিয়ে আনা যাবে, সেসব নিয়ে মঙ্গলবার সকালে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। বৈঠকের পর জলপাড়ার ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান জানিয়েছেন, আমরা সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি পর্যালোচনা করেছি। পুনর্গঠনের কাজ কীভাবে হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে এখনই পর্যটন চালুর কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক তথা রাজ্য বন ও পর্যটন কমিটির সদস্য সুমন কাঞ্জিলাল জানিয়েছেন, বিপদ একটা হয়েছে। সেই বিপদ কাটিয়ে কীভাবে আবার সব স্বাভাবিক করা যায়, তার জন্য বনদপ্তর ও জলদাপাড়া কর্তৃপক্ষ উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করছে। আশা করি, দ্রুত সমাধান করা যাবে। এই অবস্থায় আমরা সকলে দুর্গতদের পাশে আছি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে আলিপুরদুয়ার জেলার যেকোনও প্রান্তে আটকে পড়া পর্যটকদের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর।

ধসে চাপা পড়ে মৃত দুই শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মিরিক, ৭ অক্টোবর ঃ এক রাতের বৃষ্টিতেই মর্মান্তিক কাণ্ড। ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু দুই শিশুর। দশাই উৎসবে সামিল হয়েছিল সকলে। পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়ার ওই রাতে বাড়ি ফেরা হয়নি। পড়শীর বাড়িতেই এক ঘরে চতুর্থ শ্রেণীর অন্য এক পড়ুয়ার সঙ্গেই ঘুমিয়েছিল। দুই শিশু যে ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল ধসে ভেঙে পড়ে সেই ঘর। মর্মান্তিক মৃত্যু পঞ্চম এবং চতুর্থ শ্রেণীর দুই পড়ুয়ার। ঘটনাটি ঘটেছে মিরিকের নীচগাঁও এলাকায়। সূত্রের খবর রাত ২ টো নাগাদ প্রবল বৃষ্টি নামে। সেই প্রবল বৃষ্টির জেরেই ওপর থেকে মাটি, গাছ উপড়ে পড়ে চতুর্থ শ্রেণীর মৃত পড়ুয়ার বাড়ির উপর। রাতভর খোঁজ মেলেনি দুই শিশুর। সকাল সাড়ে ৮টায় নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। এলাকাজুড়ে শোকের আবহ। জলের পাইপ লাইন ধসে চাপা। পানীয় জল নেই। কাল বিকেলে বিদ্যুৎ ফিরে পেয়েছে। তীব্র জলকষ্টে গ্রাম। প্রসঙ্গত, বৃষ্টিতে ধস এবং বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। দুধিয়া থেকে মিরিক যাওয়ার পথের সেতু ভেঙে গেছে। একাধিক জনের মৃত্যু হয়েছে দুর্যোগে। মিরিকে ঘুরতে গিয়ে ৮ বছরের এক শিশুকন্যার মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঙ্গলবার মিরিকের দিকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে। একই দিনে মিরিকে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও। দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তাও থাকবেন তাঁর সঙ্গে।

ডিভিসি-র দফতরের সামনে তৃণমূলের অবস্থান-বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম বর্ধমান, ৭ অক্টোবর ঃ রাজ্যকে না-জানিয়ে জল ছাড়ার প্রতিবাদে মঙ্গলবারই মাইথনে ডিভিসি- র দফতরের সামনে বসছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এই কর্মসূচিতে থাকার কথা মন্ত্রী মলয় ঘটক, পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। পুজোর মরসুমে কেন রাজ্য সরকারকে না-জানিয়ে ডিভিসি জল ছেড়েছে, শুক্রবার সে প্রশ্ন তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের সংস্থাটি ' ইচ্ছাকৃত এবং একতরফা ভাবে' জল ছেড়ে বাংলাকে বিসর্জন দেওয়ার চক্রান্ত করছে বলে সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। শনিবার কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রী সিআর পাতিল সেই অভিযোগ খারিজ করে দেন। একই সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া জল ছাড়ার পরিসংখ্যান নিয়েও।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৭ অক্টোবর ঃ ব্রাউন সুগার উদ্ধার অভিযানে আবার সাফল্য গাজোল থানার। সোমবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পাচারের আগেই একটি চারচাকা গাড়ি থেকে ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল গাজোল থানার পুলিশ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ওই দুই ব্যক্তির নাম সুব্রত হালদার (বয়স ২৮) বাবার নাম সনদ হালদার, গঙ্গারামপুর থানার কাদিঘাট এলাকায়, আরেক জনের নাম প্রীতম দাস (বয়স ২৭) বাবার নাম প্রবীর দাস, বাড়ি গঙ্গারামপুর থানার সুভাষপল্লী এলাকায়। জানা গেছে, ওই দুই যুবক গাড়ি করে মালদা থেকে গাজোলে দিকে আসছিল। ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রাঙ্গা ভিটা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে মাদক উদ্ধার করে।

হস্টেলের ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৭ অক্টোবর ঃ হস্টেলের ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। পুরুলিয়ার বরগড়িয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হস্টেলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রীদের উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক। সম্প্রতি কিছু ছাত্রী অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ জানালে তারা সরব হন। অভিভাবকেরা থানায় লিখিত অভিযোগও জানান। তিনদিন পরেও অভিযুক্ত ছিল প্রধান শিক্ষক অধরা। অভিযুক্ত শিক্ষকের গ্রেফতারি- শাস্তির দাবিতে বোরো থানার সামনে বিক্ষোভ জানানো হয়েছিল। পুলিস সূত্রে খবর অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছিল। এবার হস্টেলের ছাত্রীদের উপর শ্লীলতাহানির অভিযোগে বিদ্যালয়ের ওই প্রধান শিক্ষক গ্রেফতার। ধৃত শিক্ষকের নাম ভাস্কর চন্দ্র মাহাতো। বাড়ি পুরুলিয়ার বোরো থানার খড়িদুয়ার গ্রামে। পুরুলিয়ার বোরো থানার বড়গাড়িয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করল পুলিস। গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বোরো থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এক অভিভাবক। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করে আসছে ওই প্রধান শিক্ষক। ছাত্রীরা ভয়ে কেউ মুখ খোলার সাহস করেনি। হোস্টেল থেকে ছাত্রীরা বাড়িতে এসে কান্নাকাটি করলে

সন্দেহ হয় অভিভাবকেরা। তারপরই তারা জানতে পারে ঘটনার কথা। বিষয়টি নিয়ে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বোরো থানার পুলিসের দ্বারস্থ হন অভিভাবকেরা। ঘটনার পর পালিয়ে যান অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। ওই শিক্ষকের গ্রেফতারের দাবিতে বার বার আন্দোলনে নামে বিভিন্ন মহল। অবশেষে অভিযোগ দায়ের হওয়ার ২০ দিন পর গতকাল সোমবার পুলিসের জালে ধরা পড়ে ওই প্রধান শিক্ষক। এদিন মঙ্গলবার অভিযুক্তকে তোলা হয় পুরুলিয়া জেলা আদালতে।

নাগরাকাটায় হামলাকারীদের ছবি থাকলেও এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি-প্রশ্ন উঠছে পুলিশের কর্মদক্ষতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগরাকাটা, ৭ অক্টোবর ঃ ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো গ্রেফতারির খবর নেই। হামলাকারীদের কার্যকলাপ ক্যামেরাবন্দি হলেও, থানায় নির্দিষ্ট করে ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের উপস্থিতিতে এই বেনজির গণ্ডগোলের ঘটনায় তাদের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অন্যদিকে, ফেসবুক পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী চার জনের ছবি প্রকাশ করে তাদের তৃণমূলের 'সন্ত্রাসবাদ মডেল' বলে উল্লেখ করেছেন। এনিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, নাগরাকাটার মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না থাকলে কীভাবে বোঝা যাবে কে তৃণমূলের। জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। পাথরের আঘাতে জখম হয়েছেন তিনি। আক্রান্ত হন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও। এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে, ফেসবুক পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, তৃণমূলের সেই এক 'সন্ত্রাসবাদ মডেল', দেখুন কাদের ব্যবহার করা হয় আজকের নাগরাকাটায় সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষদের ওপর এই নির্মম প্রাণঘাতী আক্রমণ ঘটাতে। ফেসবুক পোস্টে চার জনের ছবি দিয়ে নাম উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি...এই চারজন হলেন সইফুল হক, আইনুল আনসারি, রমজান আলি এবং পিঙ্কি খাতুন। এরপর ফেসবুক পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী আরও লিখেছেন, ঠিক যেই সব দুর্বৃত্তদের এনেছিল কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে আমার ওপর আক্রমণ করতে, সেই ভাবেই এখানেও একই ভাবে সেই 'বিশেষ সম্প্রদায়ের' কিছু উচ্ছৃঙ্খল আইন অমান্যকারীদের পরিকল্পিত ভাবে জড়ো করা হয় এই ঘৃণ্য অপরাধ-অরাজকতা ঘটাতে। ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য বলেন, এই রাজ্যে কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কোনও আইন-শৃঙ্খলা বলে কোনও কিছু অবশিষ্ট নেই। এই সরকার কার্যত একটা লুটেরাদের সরকার হয়ে গেছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ও তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, যাঁরা ২ জন এখানে এসেছিলেন, একজন হচ্ছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক, আর একজন হচ্ছেন মালদার MP, এঁরা নাগরাকাটার মানুষকে চেনার কোনও প্রশ্ন নেই, এঁরা তো নাগরাকাটার মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। এটা কী করে জানবে যে কে তৃণমূল, কে বিজেপি, কে সিপিএম, কে অন্য রাজনৈতিক দল করে ?

গঙ্গা ভাঙনের জেরে সামসেরগঞ্জে ধসে পড়ল মন্দির, আতঙ্কিত বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭ অক্টোবর ঃ দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘটছে বিপদ। গঙ্গা ভাঙনের জেরে মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে ধসে পড়ল বহু পুরানো মন্দির। মঙ্গলবার ঢালাই রাস্তার কিছুটা অংশও ধসে যায়। গোটা

এলাকা জুড়ে অজস্র ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য দূরেই রয়েছে দু'টি বাড়ি, একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। আপাতত ভয়ে বন্ধ করা হয়েছে সেটি। এগুলির ঠিক কয়েক মিটার পিছনে রয়েছে শতাধিক বাড়ি। আতঙ্কে রয়েছেন বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, ফের ভাঙন শুরু হয়েছে শামসেরগঞ্জে। একের পর এক বাড়ি তলিয়ে গেল গঙ্গার জলে। গঙ্গা ভাঙনের অভিশাপে আবারও ভুক্তভোগী মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের উত্তর চাচন্ড। লোকজন ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় শুরু হয় ভাঙন। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতি দ্রুততার সঙ্গে বালির বস্তা ফেলে ভাঙন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। জানা গেছে, দুর্গাপুজো মিটতেই নতুন করে গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের চাচন্ড গ্রামে। ইতিমধ্যেই ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এলাকাজুড়ে। ভাঙনের গর্ভে তলিয়ে যায় নদীর ধারে থাকা বাঁধের একটি রাস্তার একাংশ। উত্তর চাচণ্ড ও মধ্য চাচণ্ড এর সংযোগস্থল। বিশালাকারের ফাটল ধরে ঐতিহ্যবাহী কালী মন্দিরে। কালী মন্দিরের নীচের অংশের মাটি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যায়। প্রায় ১০০ মিটার জমিও যায় গঙ্গা গর্ভে। ভাঙন শুরু হতেই এলাকাজুড়ে আতঙ্ক। কালী মন্দির ভাঙনের হাত থেকে যেন রক্ষা পায়। প্রার্থনা করেন এলাকাবাসী। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। বেশ কিছু বাড়ি তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। লক্ষ্মীপুজোর দিন সর্বস্বান্ত এলাকাবাসীর অনেকে। শুধু বাড়ি নয়, নদী গর্ভে বিলীন বড় বড় গাছ। হঠাৎ করে ভাঙনের ফলে ঘরের আসবাবপত্র সবকিছু নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। ভেসে গেছে বেশ কয়েক'টি গবাদি পশু। ইতিমধ্যেই ভাঙন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বালির বস্তা ফেলা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চাচন্ড গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সঠিকভাবে কাজ করা হলে ভাঙন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল থেকেই আমরা দেখছি অল্প করে মাটি নেমে যাচ্ছে। রাত ৯ টার দিকে অনেকটা জায়গা বসে গেছে। বাড়ি-ঘর তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এখানে ১০০ বছরের প্রাচীন কালী মন্দির রয়েছে। সেই চত্বরে ফাটল ধরে। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা জানিয়েছেন, ভাঙন রোধে রাজ্যে সরকার যে অর্থ বরাদ্দ করেছিল তা দিয়েই বালির বস্তা ফেলে কাজ চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।

'জাতীয় দুর্যোগ' ঘোষণার দাবি তুলে একযোগে কেন্দ্র-রাজ্যকে কাজ করার বার্তা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ অক্টোবর ঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গকে অবিলম্বে 'জাতীয় বিপর্যয়' হিসেবে ঘোষণা করার দাবি তুলল প্রদেশ কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুধিয়ায় ভেঙে পড়া সেতু-সহ ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে এই দাবি জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতি একযোগে দ্রুত পদক্ষেপের আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে যেভাবে প্রাণহানি, পরিকাঠামো ধ্বংস এবং মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে, একে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। রাজ্য সরকার ছাড়া সার্বিকভাবে এই বিপর্যয় পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়া সম্ভব না। তার জন্য কেন্দ্রেরও সহযোগিতা প্রয়োজ। কেন্দ্র ও রাজ্যকে তাই একসঙ্গে কাজ করতে হবে, তবেই এই দুর্যোগের মোকাবিলা সম্ভব। এদিন বেশ কিছু জায়গায় ত্রাণ বিলিও করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। মঙ্গলবার সকালেই শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল পৌঁছায় উত্তরবঙ্গে। দুধিয়া ব্রিজ-সহ বিভিন্ন বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। মিরিকের পথে একাধিক ভূমিধসপ্রবণ অঞ্চল ঘুরে দেখে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, এলাকা পরিদর্শনের পর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দলীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জমা দেওয়া হবে। গোটা পরিস্থিতির প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়ে রাহুল গান্ধীর নির্দেশে একটি কমিটি গড়ে দিয়েছেন শুভঙ্কর। এরপরই মঙ্গলবার শুভঙ্কর সরকার নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্গত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি অভিযোগ করেন, উত্তরবঙ্গের এই ভয়াবহ বিপর্যয় নিয়েও রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে ব্যস্ত তৃণমূল ও বিজেপি-একদিকে চলছে কার্নিভাল, অন্যদিকে কলকাতায় বিজেপির মিছিল।

HALLMARK PROPERTIES AND TRADERS LIMITED
CIN : L70101WB1983PLC036161
Regd. Office :
7, P.K.Tagore Street, Kolkata - 700006
Email: shranchi@yahoo.com

NOTICE

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, the 14th day of October, 2025 at 11:00 A.M.** to take on record the Unaudited Financial Results for the 2nd quarter ended on 30th September, 2025 at its Registered Office.

By Order of the Board
Sd/-
(Vinita Harlalka)
Director
Place : Kolkata
Date : 7.10.2025
DIN: 00612517

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১.শ্রী আনন্দ মাঝি পিতা নারান মাঝি ওরফে নারান চন্দ্র মাঝি ২.শ্রীমতী ময়না নন্দী স্বামী ধীরেজ নন্দী উভয়ের সাকিম ও পোষ্ট-মাঙ্গুড়িয়া থানা-টামনা, জেলা-পুরুলিয়া ৩. শ্রীমতী গঙ্গা কুন্ডু স্বামী বিষ্ণুপদ কুন্ডু সাকিম-বরাবাজার, পোষ্ট -বরাভুম থানা -বরাবাজার , জেলা-পুরুলিয়া ৪. শ্রীমতী শোভা মাঝি স্বামী জিতেন মাঝি সাকিম+ পোষ্ট -ছড়রা থানা-পুরুলিয়া (মফ) জেলা-পুরুলিয়া বিগত ইং-০৬।০৫।২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1601 নং আমোক্তানামা দালিল মুলে ১. শ্রী মনোজিৎ গোস্বামী, পিতা দেবীপ্রসাদ গোস্বামী সাকিম + পোষ্ট -ঘোঙ্গা থানা-পুরুলিয়া (মফ) জেলা-পুরুলিয়া বিক্রের ও রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষমতা প্রদান করেন।
উক্ত আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ)বর্তমান টামনা মৌজা-ভাটবাঁধ জে.এল.নং-৩০১ সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন হাল প্লট নম্বর-১৪৮০ এল আর খতিয়ান নং-৪২৩২ ইতি পূর্বে বিক্রিত সম্পত্তি বাদে আমোক্তারকৃত মাপ ০৬ ডেসিমেল ও উক্ত মৌজায় মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাধীন এল আর খতিয়ান নং-৪৬৬,হাল প্লট নম্বর-১৫০১ ইতি পূর্বে বিক্রিত সম্পত্তি বাদে আমোক্তারকৃত মাপ ০৭ ডেসিমেল। আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান দুইটি এল আর খতিয়ানে দুইটি হাল প্লটে একত্রে মোট ১৩ ডেসিমেল।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে BL& LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

ইতি
Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No. 933/2004

বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি -১৫-২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. **এপি-ইএল-টিআরডি -১৫-২৫-২৬। কাজের নামঃ** নিউ চাংগ্রাবান্ধা-নিউ কোচবিহার (এসএল)-টিএসআর (পি) র সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের বণ্ডের ব্যবস্থা করা- আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ৩৬.০০০ টিকেএম। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১৯,১৬,৬২৬.০৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩৮,৩০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১.শ্রী গোপাল চন্দ্র মাজী পিতা তারাপাদ মাঝি সাকিম ও পোষ্ট -মাঙ্গুড়িয়া থানা -টামনা, জেলা -পুরুলিয়া বিগত ইং-২৬.০৩.২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1045 নং আমোক্তানামা দালিল মূলে ১. শ্রী মনোজিৎ গোস্বামী , পিতা দেবীপ্রসাদ গোস্বামী সাকিম+ পোষ্ট - ঘোঙ্গা থানা- পুরুলিয়া(মফ) জেলা-পুরুলিয়া বিক্রের ও রক্ষনাবেক্ষনের ক্ষমতা প্রদান করেন। উক্ত আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা-পুরুলিয়া থানা-পুরুলিয়া (মফ) বর্তমান টামনা মৌজা- ভাটবাঁধ জে.এল.নং-৩০১ সোনাইজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন হাল প্লট নম্বর-১৫০০ আর এস খতিয়ান- ১৯৩ ও এল আর খতিয়ান নং-২৭৯২ আমোক্তারকৃত মাপ ০৬ ডেসিমেল ও উক্ত মৌজায় মিউনিসিপ্যালিটি এলাকাধীন আর এস খতিয়ান-১৯৩ ও এল আর খতিয়ান নং-২৭৯২, হাল প্লট নম্বর-১৪৯৯ আমোক্তারকৃত মাপ ০৪ ডেসিমেল। আমোক্তানামা কৃত সম্পতির পরিমান একটি এল আর খতিয়ানে দুইটি হাল প্লটে একত্রে মোট ১০ ডেসিমেল। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে BL& LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

ইতি
Sanjib Kumar Patra
(Advocate)
Enrolment No. 933/2004

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **অনুপম চন্দঁ** পিতা অমলেশ চন্দঁ, সাকিম ঢাকা কলোনী, বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর। বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর 1090/24 এবং বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর 2586/25 নং কোবালা দলিল মুলে ১) **মানিক সিংহ মহাপাত্র** পিতা করুনা সিংহ মহাপাত্র ২) **উৎপল সিংহ মহাপাত্র** পিতা বারিদ বরণ সিংহ মহাপাত্র ৩) **মৌসুমী সিংহ মহাপাত্র ওরফে মৌসুমী কর সিংহ মহাপাত্র** স্বামী তারাপদ সিংহ মহাপাত্র ৪) **মানিক সিংহ মহাপাত্র** পিতা করুনা সিংহ মহাপাত্র ৫) **স্বপন সিংহ মহাপাত্র** পিতা সুভাষ সিংহ মহাপাত্র সকলের সাকিম জড়িষ্যা, সিমলাপাল, বাঁকুড়া। উক্ত দাতার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার **মহিবুল খলিফা** পিতা কাসেম খলিফা সাকিম-নতুনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া এর দ্বারা দলিল মুলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE 0057/23 নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জগদল্লা মৌজায় (জে.এল-196) 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 নং খতিয়ানভুক্ত হাল 1045/1259 নং দাগে মোট 0.9773 একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **প্রশান্ত ঘোষ**, পিতা যামিনী ঘোষ, সাকিম ভাগাবাঁধ, বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ১০০০৩৪/২৪ নং কোবালা দলিল মুলে ১। **বেবী** চ্যাটার্জ্জী, স্বামী দিলীপ চ্যটার্জ্জী, সাকিম রবীন্দ্রসরনী, বাঁকুড়া ২। **মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী**, পিতা তারাপদ গোস্বামী, সাকিম- ছত্রবাইদ, চকলতোড়, ইন্দপুর, বাঁকুড়া উক্ত ১ ও ২ নং দাতা- দাত্রীগন পক্ষে ইংরাজী ২০১৬ সালের বাঁকুড়া A.D.S.R অফিসের ২০০০০৩/১৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিলের ক্ষমতাবলে নিযুক্তীয় আমমোক্তারদ্বয় **ক) শ্রী সুদীপ চক্রবর্ত্তী**, পিতা স্বর্গীয় প্রদীপ চক্রবর্ত্তী, সাকিম গোপীনাথপুর গরাইপাড়া, বাঁকুড়া **খ) সেখ সেরাফত**, পিতা শের মহম্মদ, সাকিম নুতনগ্রাম, ভিকুরডিহি, বাঁকুড়া, আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, কুমিদ্যা মৌজায় (জে.এল-১৩১) ৩৪৮ নং খতিয়ানভুক্ত হাল ১২৮, ১৩৩, ১৩৬ ১৪৯, ১৬৭, ১৯২, ২১১ ,২১২, ২২৫, ৫৫৩, ৫৭৪, ৫৮৯, ৬০২ ,৬০৪, ৬১১, ৬১২ নং দাগে মোট ০.২৪০৮ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া BL & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ **A) প্রবোধ পাল** পিতা ৺মথুর পাল সাকিম- বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া **B) মনবোধ গোস্বামী** পিতা ৺শীতল গোস্বামী সাকিম- ধলডাঙ্গা, জগদল্লা, বাঁকুড়া। গত ০৬/০৮/২০২৫ তারিখে বাঁকুড়া A.D.S.R OFFICE এর ৩৫১০/২০২৫ ও ৩৫১১/২০২৫ নং কোবালা দলিল মুলে ১) **সুশান্ত কুমার শীট** পিতা চিত্তরঞ্জন শীট সাকিম- রবীন্দ্রসরনী বাঁকুড়া ২) **প্রশান্ত কুমার শীট** পিতা ৺চিত্তরঞ্জন শীট সাকিম- চাঁদমারীডাঙ্গা বাঁকুড়া, উক্ত দাতাগণের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তারদ্বয় এর দ্বারা দলিল মুলে বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE ২৩১৫/২১ ও ১৮৭৮/২১ নং আমোক্তার ১। **বাসুদেব পাল** পিতা নিমাই চন্দ্র পাল সাকিম- বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া ২। **শ্রী প্রবোধ পাল** পিতা ৺মথুর পাল জাতি হিন্দু সাকিম- বাঁশী, রাজগ্রাম, বাঁকুড়া দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া আড়ালবাঁশী মৌজার (জে.এল নং-১৯০) ৩৪০,৩৪১ নং খতিয়ানভুক্ত ৫১০ নং দাগে মোট ০.৫৪৮৪ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন ।

Sukumar Mallick (Advocate)
District Judge's Court, Bankura
E. No. 340/2001 of W.B

পাকিস্তানের দাবি উড়িয়ে দিল এমসিসি

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ৭ অক্টোবরঃ ২০২৫ সালের মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি শেষ হওয়ার পর দুই দিন কেটে গেলেও ম্যাচ চলাকালীন যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। সেই ম্যাচে মুনিবা আলিকে রান আউট ঘোষণা করেন তৃতীয় আম্পায়ার। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকিস্তান মাঠের মধ্যেই প্রতিবাদ জানালেও তাতে কর্ণপাত করা হয়নি। তবে, মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব জানিয়ে দিয়েছে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক এবং নিয়ম অনুসারে ছিল। ৫ অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচে ভারত জিতেছে ৮৮ রানে। সেই ম্যাচে পাকিস্তানের ওপেনার মুনিবা আলি রান আউট হয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল পাকিস্তানের ইনিংসের চতুর্থ ওভারে। ওই ওভারের শেষ বলে মুনিবার পায়ে বল লাগলে ভারতীয় ফিল্ডাররা এলবিডব্লিউয়ের আবেদন করেন। কিন্তু ফিল্ড আম্পায়ার আবেদনে সাড়া দেননি। সেই সময় মুনিবা ক্রিজের বাইরে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দীপ্তি শর্মার ডাইরেক্ট থ্রো স্টাম্প উপড়ে দেয়। মুনিবার ব্যাট প্রথমে ক্রিজের ভিতরে মাটিতে ছিল, কিন্তু বলটি স্টাম্পে আঘাত করার সময় বাতাসে ছিল। তৃতীয় আম্পায়ার কারিন ক্লাস্টে রান আউটের রায় দেন। পাকিস্তানের দাবি ছিল, বলটি ডেড হয়ে যাওয়ায় রান আউটের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। এমসিসি জানিয়েছে, এখানে আইনের বেশ কিছু অংশ বিবেচনা করার আছে। প্রথম এবং সহজতম বিষয় হল, শুধুমাত্র এলবিডব্লিউয়ের জন্য একটি জোরাল আবেদন করার কারণে বলটি স্পষ্টতই ডেড হয়ে যায়নি। আবেদনের উত্তরে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ছিল নট আউট এবং বলটি শেষ পর্যন্ত উইকেট-রক্ষকের হাতে জমা পড়েনি। দীপ্তি চলন্ত বল ছুড়েই রান আউট করেছেন। বলটি কখনওই ডেড ছিল না, খেলার মধ্যেই ছিল। পাশাপাশি এমসিসি জানিয়েছে, মুনিবা আলিকে রান আউট দেওয়ার তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ক্রিকেটের আইন অনুসারে ছিল এবং কোনও ভুল ছিল না। এমসিসি আইন ৩০.১.২ উদ্ধৃত করে বলেছে, এই আইন অনুসারে, যদি কোনও ব্যাটার দৌড়ানোর সময় বা ক্রিজের দিকে ডাইভ দেওয়ার সময় তাঁর শরীরের কোনও অংশ (ব্যাট বা শরীর) ক্রিজের বাইরে মাটিতে থাকে তবে তাকে আউট বলে বিবেচনা করা হবে না। এমসিসি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে, এই নিয়মটি কেবল সেইসব ব্যাটারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁরা দৌড়াচ্ছেন বা ডাইভ দিচ্ছেন। মুনিবা দৌড়াননি বা ডাইভ দেননি। তিনি ক্রিজের বাইরে ছিলেন এবং তাঁর পা ক্রিজে প্রবেশ করেনি। আরও বলা হয়েছে, মুনিবার ব্যাট খুব অল্প সময়ের জন্য ক্রিজে ছিল, কিন্তু যখন বলটি উইকেটে আঘাত করে, তখন তাঁর ব্যাট বাতাসে ছিল। তিনি দৌড়াচ্ছিলেন না, ডাইভও দেননি। তাই বাউন্সিং ব্যাট নিয়ম থেকে তিনি কোনও সুবিধা পাননি। তৃতীয় আম্পায়ার সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে মুনিবা আলিকে রান আউট ঘোষণা করেছেন।

ঋষভের চোট সম্পর্কে এল বড় আপডেট

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৭ অক্টোবরঃ টিম ইন্ডিয়ার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঋষভ পন্থ তাঁর চোট সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন এবং তিনি দ্রুতই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে পারেন। এমনটাই জানা গিয়েছে বিসিসিআই সূত্রে। সেই সঙ্গে জানা গিয়েছে, ভারতীয় টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক ঋষভ অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রঞ্জি ট্রফিতে দিল্লির হয়ে খেলতে পারেন। ইংল্যান্ড সফরের সময় বাঁহাতি এই ব্যাটার গুরুতর চোট পেয়েছিলেন। ব্যাট করার সময় তাঁর

ডান পায়ের পাতায় বল এসে লাগার পর মেটাটারসেল হাড় ভেঙে যায়। সেই অবস্থায় তিনি পরের দিনও ব্যাট করতে নেমে অর্ধশতক হাঁকান, যার ফলে তাঁর চোট আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। এরপর লন্ডনে অপারেশনও হয় পন্থের। চোটের কারণেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ এবং অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য নির্বাচিত দলে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পন্থের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, এই সপ্তাহে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সিলেন্সে ঋষভের ডান পায়ের অবস্থা পরীক্ষা করা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, ১০ অক্টোবরের মধ্যে তাঁকে খেলার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। এটি তাঁর জন্য দীর্ঘ পুনরুদ্ধারের সময়। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিম কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঋষভ দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (ডিডিসিএ) সভাপতি রোহন জেটলিকে জানিয়েছেন, মেডিক্যাল টিমের ফিটনেস ছাড়পত্র পেলে তিনি ২৫ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া রঞ্জি ট্রফির ম্যাচগুলিতে খেলার জন্য উপলব্ধ থাকবেন। ডিডিসিএ-র একজন কর্মকর্তা বলেছেন, পন্থ এখনও দিল্লি ক্যাম্পে যোগদানের জন্য কোনও তারিখ নিশ্চিত করেননি। তিনি সিওই-এর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছেন। ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া প্রথম রঞ্জি ট্রফি ম্যাচে খেলা কিছুটা কঠিন বলে মনে হচ্ছে, তবে যদি তিনি উপলব্ধ থাকেন, তাহলে তিনি দলের নেতৃত্বও দেবেন। ১৪ নভেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের হোম টেস্ট সিরিজ খেলার কথা রয়েছে। পন্থ ৫ নভেম্বরের মধ্যে দুটি রঞ্জি ট্রফি ম্যাচ খেলতে পারেন, যা টেস্ট সিরিজের আগে তাঁকে মাঠে ফেরার সুযোগ করে দিতে পারে।

‘বোর্ডের চাপে গিল অধিনায়ক হয়েছে’

আগারকরকে তোপ কাইফের

নিজস্ব প্রতিবেদন

চলতি মাসেই টি-টোয়েন্টি ও ওডিআই সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে টিম ইন্ডিয়া। ওডিআই সিরিজের স্কোয়াডে রয়েছেন রোহিত শর্মা। তবে এবার তিনি অধিনায়ক হিসাবে দলে নেই, রয়েছেন সাধারণ সদস্য হিসাবে। ভারতের লাল বলের অধিনায়ক শুভমন গিলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে একদিনের দলের দায়িত্ব। তবে বিসিসিআইয়ের নির্বাচক মণ্ডলীর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি হরভজন সিং, আকাশ চোপড়ার মতো বেশ কিছু প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। এবার জাতীয় দলের প্রাক্তন তারকা মহম্মদ কাইফ দাবি করেছেন, শুভমান গিল নিজে ওয়ানডে দলের অধিনায়ক হতে চাননি, কিন্তু বিসিসিআই এবং নির্বাচকরা তাঁকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। কাইফ তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ‘‘সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম ২০২৭ বিশ্বকাপের পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। শুভমানের মধ্যে গুণ আছে, সে তার ফিটনেস নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছে। শুভমান ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তার মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তার উপর অনেক কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এত তাড়াহুড়ো ক্ষতিকর হতে পারে।’’

কাইফের মতে, ‘‘হঠাৎ গিলকে অধিনায়কত্ব দেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে, কারণ এটি তাঁর পারফরম্যান্স এবং আত্মবিশ্বাস উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে।’’ কাইফ জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন, শুভমান গিল নিজে অধিনায়কত্ব চাননি, বরং নির্বাচকদের, বিশেষ করে অজিত আগরকরের চাপে এই দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমার বক্তব্য হল খেলোয়াড়দের উপর খুব বেশি বোঝা চাপানো উচিত নয়। গিল টেস্টে অধিনায়কত্ব করছে, চার নম্বরে ব্যাট করছে। এশিয়া কাপে তাকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছিল, এখন তাকে ওয়ানডেতে অধিনায়ক করা হয়েছে। সবকিছু খুব দ্রুত করা হচ্ছে। একজন খেলোয়াড় কখনও অধিনায়কত্ব চান না। সবাই জানে যে, শুভমান নিজে এটি চায়নি। কিন্তু অজিত আগরকর-সহ নির্বাচকরা চাপ তৈরি করেছিলেন।’’ বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর বলেছিলেন, টিম ম্যানেজমেন্ট গিলকে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য অধিনায়ক হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল, যাতে ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে তিনি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। শুভমান গিল বর্তমানে ভারতের টেস্ট এবং ওয়ানডে উভয় দলেরই অধিনায়ক এবং টি-টোয়েন্টি দলের সহ-অধিনায়ক। কাইফ মনে করেন, একজন তরুণ খেলোয়াড়ের উপর এত বড় দায়িত্ব অর্পণ করা এখনই খুব তাড়াহুড়ো। তিনি বলেন, ‘‘যখন একজন খেলোয়াড়কে তিন ফরম্যাটেই এত দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন ক্লান্তি এবং মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়। এটি তার স্বাভাবিক খেলায় প্রভাব ফেলতে পারে।’’

হায়দরাবাদ এফসি অতীত, নতুন নামে আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে জিন্দালের ক্লাবের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবরঃ বিগত কয়েক সিজন ধরেই হতশ্রী পারফরম্যান্স করে আসছিল হায়দরাবাদ এফসি। তৎকালীন কোচ থাংবোই সিংটোর পছন্দ অনুযায়ী দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের সই করালেও শেষ মুহূর্তে দল গঠনের ফলে প্রাক মরসুম প্রস্তুতির খুব একটা সময় ছিল না দলের ফুটবলারদের কাছে। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল দলের পারফরম্যান্সে। তবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে জয় কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল দলের ফুটবলারদের। কিন্তু বেশিদিন বজায় ছিল না সেই ধারাবাহিকতা। পরবর্তীতে একের পর এক শক্তিশালী দলের কাছে আটকে যেতে হয়েছিল নিজামের শহরের এই ক্লাবকে। সেটা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছিল সকল সমর্থকদের। তবে সাথে চূড়ান্ত হতে শুরু করেছিল সেই বিষয়গুলি। পাশাপাশি গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই উঠে আসতে শুরু করেছিল আরেক নয়া তথ্য। শোনা যাচ্ছিল যে নিজামের শহর ছাড়তে পারে হায়দরাবাদ এফসি। সেক্ষেত্রে দেশের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হতে পারে এই ক্লাব। একটা সময় সেই সম্ভাবনা খুব একটা না থাকলেও গত কয়েক মাসে দেখা গিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি। আসলে গত মরসুমের শুরুতেই হায়দরাবাদ এফসির দায়িত্ব গ্রহন করেছিলেন দিল্লির বিসি জিন্দাল গ্রুপ। তারপর থেকেই উঠে আসতে শুরু করেছিল ক্লাবের স্থান বদলের বিষয়টি। সেক্ষেত্রে নিজেদের সদর দফতর তথা দেশের রাজধানীর বুকে এই দল নিয়ে আসার কথাও উঠে আসতে শুরু করেছিল ব্যাপকভাবে। সেইমতো চলছিল সমস্ত কাজকর্ম। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী,

গত মরসুমে দল খুব একটা সক্রিয়তা না দেখালেও একক দক্ষতায় সকলকে চমকে দিয়েছিলেন এডমিলসন কোরিয়া থেকে শুরু করে মনোজ মহম্মদ এবং সাই গডার্ডের মতো ফুটবলাররা। স্বাভাবিকভাবেই নতুন বছরের জন্য তাঁদের দলে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল একাধিক ফুটবল ক্লাব। সময়ের সাথে ইতিমধ্যেই সেই বিষয়টি জানানো হয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তথা এআইএফএফ এর কাছে। যারফলে সব ঠিকঠাক থাকলে এবার থেকে হায়দরাবাদ এফসির বদলে স্পোটিং ক্লাব দিল্লি হিসেবে দেশের রাজধানীর হয়েই হয়তো খেলতে দেখা যেতে চলেছে এই ফুটবল দলকে।

বায়ার্ন মিউনিখকে আপন করে প্রিমিয়ার লিগকে আপাতত ‘না’ হ্যারি কেইনের

চুক্তির মেয়াদ আছে আরও দুই বছর। তবে সেই সীমানা আরও বাড়িয়ে নিতে আগ্রহী হ্যারি কেইন। জার্মানিতে যখন পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি, ভাবনায় ছিল চুক্তি শেষেই ফিরে যাবেন ইংল্যান্ডে। কিন্তু সময়ের স্রোতে তিনি ভালোবেসে ফেলেছেন বায়ার্ন মিউনিখকে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফেরা নিয়েও আগের ভাবনা বদলে গেছে ইংলিষ স্ট্রাইকারের।

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ৭ অক্টোবরঃ কেইন কথাগুলি বলেছেন অবশ্য ইংল্যান্ডে ফিরেই। ক্লাব ফুটবলে এখন কদিনের বিরতি। ওয়েলসের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে তিনি যোগ দিয়েছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের ক্যাম্পে। সেখানেই শোনালেন ক্লাব ফুটবলের নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসের দ্বিতীয় সফলতম গোলস্কোরার ও টটেনহ্যাম হটস্পারের কিংবদন্তি কেইন ২০২৩ সালে পাড়ি জমান বায়ার্নে। এই দুই বছরের জার্মান ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০৬ ম্যাচে ১০৪ গোল করেছেন তিনি। জিতেছেন বুন্ডেসলিগা ও জার্মান কাপ, গড়েছেন বেশ কিছু রেকর্ড। চলতি মরসুমের শুরুটাও করেছেন তিনি অসাধারণ। ১৮ গোল করে ফেলেছেন স্রেফ ১০ ম্যাচ খেলেই। এখানে তার চুক্তির মেয়াদ ২০২৭ পর্যন্ত। নতুন চুক্তির কোনো আলোচনা এখনও শুরু হয়নি। তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে কেইন জানালেন, তিনি আগ্রহ নিয়েই অপেক্ষায় আলোচনার। ‘‘তেমন কিছু (চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো) অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি আমি। যদিও সপ্তাহ দুয়েক আগেই প্রকাশ্যে বলেছি যে, বায়ার্নের সঙ্গে এসব আলোচনা আমার শুরু হয়নি। তবে যদি ব্যাপারগুলি উঠে আসে, অবশ্যই কথা বলতে মুখিয়ে থাকব আমি এবং সৎ আলোচনা করব। এসব আসলে নির্ভর করছে, পরের বছরটা কীভাবে যায় ও একসঙ্গে আমরা কী অর্জন করতে

পারছি, সেসবের ওপর। এই মুহূর্তে বলব, আমরা অসাধারণ সময়ে আছি এবং অন্য কিছু নিয়ে ভাবছি না।’’ বায়ার্নে চুক্তিতে কেইনের রিলিজ ক্লজ ৬ কোটি ৭০ লাখ ইউরো। তবে টটেনহ্যামের কোচ টমাস ফ্র্যাঙ্ক সম্প্রতি বলেছেন, কেইনকে ফিরে পেতে দারুণভাবেই আগ্রহী তারা। কেইনের নিজেরও একসময় ছিল সেই তাড়না। বিশেষ করে, অ্যালান শিয়েরারকে ছাড়িয়ে প্রিমিয়ার লিগের সফলতম স্কোরার হওয়ার হাতছানি যেখানে আছে তার সামনে। তবে ৩২ বছর বয়সী তারকার মনোভাব এখন বদলে গেছে। ‘‘প্রিমিয়ার লিগের ব্যাপারে, আমি ঠিক জানি না। বায়ার্নে যখন প্রথম এলাম, তখন জিজ্ঞেস করলে বলতাম, ‘নিশ্চিতভাবেই ফিরে যাব (প্রিমিয়ার লিগে)। এখন এখানে বছর দুয়েক কাটানোর পর বলতে পারি, ব্যাপারটি অন্যরকম হয়ে গেছে। তার মানে এই নয় যে, কখনোই (প্রিমিয়ার লিগে) ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ক্যারিয়ারে আমি যা শিখেছি তা হলো, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুযোগ আসে, নানা সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যায়। বায়ার্নকে নিয়ে শুরুর কথায় যদি ফিরে যাই, এই মুহূর্তে এখানে আমি সবটুকু পূর্ণ।’’ বায়ার্নের হয়ে কেইনকে আবার দেখা যাবে ১৮ অক্টোবর বুন্ডেসলিগায় বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ম্যাচে। এর আগে ইংল্যান্ড আর্মব্যান্ড নিয়ে মাঠে নামবেন তিনি বৃহস্পতিবার প্রীতি ম্যাচে ওয়েলসের বিপক্ষে ও আগামী মঙ্গলবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে লাটভিয়ার বিপক্ষে।

আইএফএ শিল্ডের জন্য কাদের রেজিস্ট্রেশন করাল ইস্টবেঙ্গল?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ অক্টোবরঃ বুধবার থেকেই শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড। যেদিকে নজর রয়েছে গোটা বাংলার ফুটবলপ্রেমী মানুষদের। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৮ই অক্টোবর এই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে আইলিগের ক্লাব শ্রীনিধি ডেকান এফসি। যেটি আয়োজিত হতে চলেছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে। তারপর কয়েকদিনের বিশ্রামে দ্বিতীয় ম্যাচ। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে আইলিগের আরেক শক্তিশালী ফুটবল দল নামধারী এফসির সঙ্গে। গত ডুরান্ড কাপের পর এবার এই টুর্নামেন্টের দিকে নজর রয়েছে সকলের। এক্ষেত্রে সবদিক মাথায় রেখেই খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন করিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। যেখানে সিনিয়র ফুটবলারদের পাশাপাশি স্থান পেয়েছেন বিনো জর্জের রিজার্ভ দলের বহু ফুটবলার। এক্ষেত্রে গোলরক্ষক হিসেবে রয়েছেন প্রভসুখান সিং গিল, দেবজিত মজুমদার এবং গৌরব সাউ। রক্ষণভাগের ফুটবলারদের মধ্যে রয়েছেন যথাক্রমে আনোয়ার আলি, মহম্মদ রাওকিপ, সুমন দে, বিক্রম প্রধান, মার্তন্ড রায়না, লালচুংনুঙ্গা, জয় গুপ্তা এবং কেভিন সিভিলে। মাঝমাঠের ফুটবলারদের মধ্যে রয়েছেন সাউল ক্রেসপো, জিকসন সিং, সৌভিক চক্রবর্তী, মহম্মদ রশিদ, মিগুয়েল ফিগুয়েরা। আক্রমণভাগের ফুটবলারদের মধ্যে আপাতত শিল্ডের জন্য রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে বিপিন সিং, এডমুন্ড লালরিন্ডিকা, নাওরেম মহেশ সিং, ডেভিড লালহানসাঙ্গা, পিভি বিষ্ণু, জেসিন টিকে, হামিদ আহদাদ এবং সায়ন বন্দোপাধ্যায়। বলাবাহুল্য, এই টুর্নামেন্টের জন্য নিজেদের মোট পাঁচ বিদেশি ফুটবলারদের নথিভুক্ত করেছে মশাল ব্রিগেড। ইবসুকি খুব শীঘ্রই ভারতে আসলে ও আসন্ন টুর্নামেন্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম। অন্যদিকে, নিজেদের প্রথম ম্যাচে জুনিয়র দলের ফুটবলারদের মাঠে নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে হায়দরাবাদের ক্লাব শ্রীনিধি ডেকান এফসির। সেইমতো গত সোমবার নিজেদের সোশ্যাল সাইটে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের তরফে। সেক্ষেত্রে নিজেদের রিজার্ভ দলকেই মাঠে খেলাতে পারে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব।

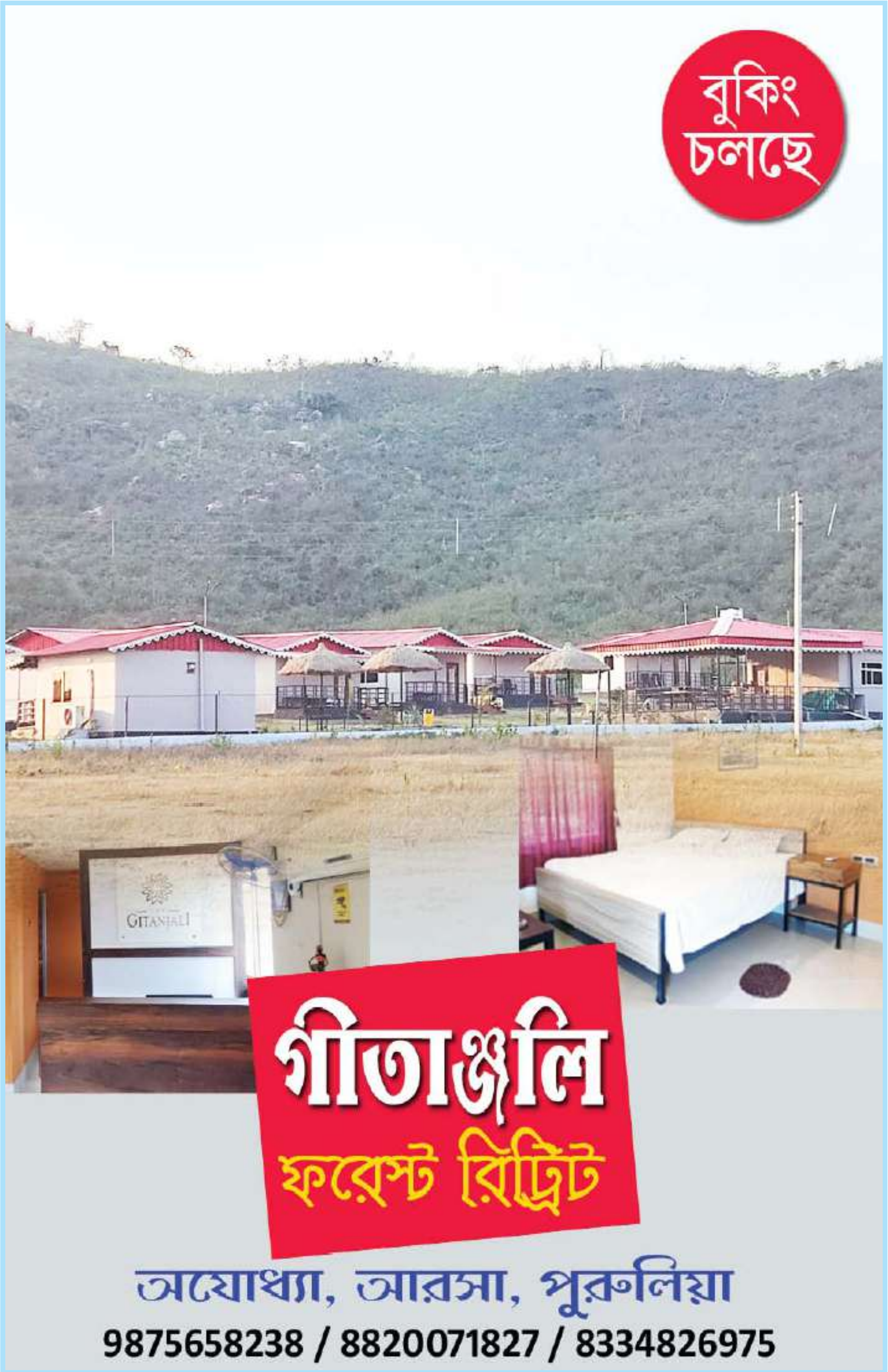

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বার্সেলোনাকে মায়ামিতে খেলার অনুমতি দিল উয়েফা

সংবাদ সংস্থা, নিয়ন, ৭ অক্টোবরঃ বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়ালের লা লিগা ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজন করা হতে পারে, এমন খবর সামনে এসেছিল আরও আগে। নানামুখী আপত্তিতে এই প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা ছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি আংশিক আলোর মুখ দেখেছে। অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দুই দলের লিগ ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা। সোমবার উয়েফা জানায়, নিজ দেশের বাইরে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ আয়োজনের ধারণার ‘স্পষ্ট বিরোধী’ তারা। তবে ফিফার অস্পষ্ট নীতিমালার কারণে ব্যতিক্রম হিসেবে দুটি প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে উয়েফা। এ দুই প্রস্তাবের একটি লা লিগার (বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল) এবং অন্যটি সিরি আ’র (এসি মিলান-কোমো) ম্যাচ নিয়ে। আগামী ২১ ডিসেম্বর মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়ালের লা লিগার ম্যাচ আয়োজন করা যাবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে সময় নিয়েছিল উয়েফা। তবে শুধু লা লিগার ম্যাচই নয়, এসি মিলান ও কোমোর মধ্যে সিরি আ-র ম্যাচও আগামী ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আয়োজনের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে উয়েফা। ম্যাচ দুটি মায়ামি ও পার্থে আয়োজন করা যায় কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ফিফা। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি এখনো নতুন বিধিমালা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার পথে রয়েছে। তবে এমন সিদ্ধান্তটি ইউরোপজুড়ে সমর্থকগোষ্ঠীগুলোর তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়েছে। গতকাল

উয়েফার বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আজ (গতকাল) আমরা আবারও স্পষ্ট করে বলছি, নিজ দেশের বাইরে ঘরোয়া লিগের ম্যাচ আয়োজনের বিরোধিতায় উয়েফা অটল রয়েছে। গত মাসে আলবেনিয়ার তিরানায় নির্বাহী কমিটির বৈঠকের পর বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। সেখানে ভক্ত, লিগ, ক্লাব, খেলোয়াড় ও ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক আপত্তির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে।’ বিবৃতিতে উয়েফার পক্ষ থেকে আরও বলা হয় , ‘যেহেতু সংশ্লিষ্ট ফিফা নীতিমালা, যা বর্তমানে পর্যালোচনার অধীন আছে, তা পর্যাপ্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিত নয়, ফলে উয়েফা নির্বাহী কমিটি ব্যতিক্রম হিসেবে এই দুটি প্রস্তাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনুমোদন করেছে। ভবিষ্যতে যেন ঘরোয়া প্রতিযোগিতার স্বকীয়তা ও ক্লাব-সমর্থক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে, সে লক্ষ্যে ফিফার সঙ্গে কাজ করবে উয়েফা।’ উয়েফার এই সিদ্ধান্তকে লা লিগার বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০১৭ সাল থেকে লা লিগা কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিগ ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। চলতি বছর শুরুর দিকে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন (আরএফইএফ) প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার পর উয়েফার এই অনুমোদন (যদিও অনিচ্ছায়) প্রক্রিয়াটিকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে দিলো। লা লিগার একটি সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছে, এখন কনকাক্যাফ ও যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনকে বিষয়টি জানানো হবে এবং আশা করা হচ্ছে, তারা কোনো আপত্তি তুলবে না। এরপর বিষয়টি যাবে ফিফার কাছে। ইএসপিএনের পক্ষ থেকে ফিফার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনো উত্তর মেলেনি। স্পেনের ভেতরে অবশ্য এখনো এ বিষয়ে প্রবল বিরোধিতা রয়েছে। খেলোয়াড় সংগঠন (এএফই), সমর্থকগোষ্ঠী এবং কয়েকটি ক্লাব (বিশেষ করে রিয়াল মাদ্রিদ) বলেছে, এতে প্রতিযোগিতার সৌন্দর্য নষ্ট হবে। তারা সরাসরি ম্যাচ ঠেকাতে না পারলেও বিষয়টি ক্রীড়া সালিসি আদালতে (সিএএস) নিতে পারেন। তারিখ নিয়েও অবশ্য জটিলতা রয়েছে। ভিয়ারিয়াল-বার্সেলোনা ম্যাচ নির্ধারিত হয়েছে ডিসেম্বরের ২০-২১ তারিখের সপ্তাহান্তে। কিন্তু ২১ ডিসেম্বরই এনএফএলের দল মায়ামি ডলফিনসের হার্ড রক স্টেডিয়ামে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে খেলার সূচি আছে। এক দিনের ব্যবধানে একই মাঠে ফুটবল ও আমেরিকান ফুটবলের দুটি বড় ম্যাচ আয়োজন করাও কঠিন হবে। শেষ পর্যন্ত এই ম্যাচের ভাগ্যে কী ঘটে সেটিই এখন দেখার বিষয়।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com